এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ মোদীকে স্বাগত জানাতে 'স্বচ্ছতা অভিযান', তিন দিন মাঠে মুখ্যমন্ত্রী
মেসি-কাণ্ডে অরূপ বিশ্বাসের রক্ষাকবচকে চ্যালেঞ্জ হাইকোর্টে ৩

কলকাতা ১৭ জুন ২০২৬ ৩ আষাঢ় ১৪৩৩ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ৩৬৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.06.2026, Vol.19, Issue No. 364, 8 Pages, Price 3.00

বিশ্বকাপ

আজকের খেলা

আর্জেন্টিনা বনাম আলজেরিয়া
(ভারতীয় সময় সকাল ৬:৩০)
অস্ট্রিয়া বনাম জর্ডন
(ভারতীয় সময় সকাল ৯:৩০)
পর্তুগাল বনাম ডি.আর. কঙ্গো
(ভারতীয় সময় রাত ১০:৩০)

গতকালের ফলাফল

বেলজিয়াম-১ মিশর-১
সৌদি- ১ উরুগুয়ে-১
ইরান-২ নিউজিল্যান্ড-২

ফ্রান্সে জি -৭ সম্মেলনে ১৬ মাস পর মুখোমুখি নরেন্দ্র মোদী-ডোনাল্ড ট্রাম্প।

নাবিক-সংঘাতের আবহে ফ্রান্সে মোদী-ট্রাম্প সাক্ষাৎ

প্যারিস, ১৬ জুন: মঙ্গলবার জি-৭ বৈঠকে যোগ দিতে ফ্রান্সে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানেই মুখোমুখি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দীর্ঘ ১৬ মাস পর প্রথমবার সাক্ষাৎ করলেন দুই রাষ্ট্রপ্রধান। শুধু তা-ই নয়, হাতও মেলান দুই 'বন্ধু'। শেষবার ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে হোয়াইট হাউসে বৈঠক করেছিলেন ট্রাম্প এবং মোদী। তারপর পেরিয়ে গিয়েছে অপারেশন সিঁদুর, মার্কিন শুল্কবাণ, ইরান যুদ্ধ, হরমুজ অবরোধের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এছাড়া সম্প্রতি ওমানে মার্কিন হামলায় তিন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সংঘাতে জড়িয়েছে জড়িয়েছে নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন। সেই আবহে দুই রাষ্ট্রনায়কের সাক্ষাৎ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

১৫ জুন থেকে ফ্রান্সে বসেছে এবারের জি৭ সম্মেলন। চলবে ১৭ জুন পর্যন্ত। ভারত জি৭-এর স্থায়ী সদস্য না হলেও, বিশেষ আমন্ত্রিত দেশ হিসাবে নিয়মিতভাবে এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। এই বছর ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ জি৭ সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য মোদীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ভারতীয় সময় মঙ্গলবার বিকেলে তিনি ফ্রান্সের এভিয়ানে পা রাখেন। সম্মেলন শুরুর সময় বিশ্বনেতারা যখন নিজ নিজ আসন গ্রহণ করছিলেন, তখনই মুখোমুখি হন ট্রাম্প-মোদী। হাসিমুখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ট্রাম্পকে সম্ভাষণ জানান। তবে দুই 'বন্ধু'র পরিচিত সেই উষ্ণ আলিঙ্গনটি এবার দেখা যায়নি।

সূত্রের খবর, মোদীর সঙ্গে তিনি আলাদা করে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেও বসবেন। সংবাদ সংস্থা 'এপি' দুই মার্কিন কর্তাকে উদ্ধৃত করে আগেই জানিয়েছিল, বৈঠকে পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি, হরমুজ, জ্বালানি, দুই দেশের বাণিজ্য চুক্তি-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। তবে সম্প্রতি ওমান উপকূলে একাধিক ভারতীয় নাবিকদের জাহাজে হামলা চালিয়েছে মার্কিন সেনা। তাতে নিহত হয়েছেন তিন ভারতীয় নাবিকও। এই নিয়ে নতুন করে সংঘাতে জড়িয়ে দুই দেশ। মনে করা হচ্ছে, মোদী ট্রাম্পের বৈঠকে এই প্রসঙ্গওটিও উঠতে পারে। তবে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের বৈঠক ঘিরে কৌতূহলী গোটা বিশ্ব।

জিটিএ দুর্নীতির তদন্ত ও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি

ঘুরতে আসা নয়, কাজে পাহাড় সফর মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথম পাহাড় সফরে এসেই একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার মন্টেভিট গ্রাউন্ডের জনসভা থেকে জিটিএ-র শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির পূর্ণাঙ্গ তদন্তের ঘোষণা করলেন তিনি। শুধু তাই নয়, এইদিন মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, জিটিএ লুঠপাটে জড়িত কাউকে ছাড়া হবে না, জেলে পাঠানো হবে।

মঙ্গলবার সকালে বাগডোগরায় নেমে সড়কপথে কার্শিয়াং পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। এইদিনের প্রশাসনিক সভায় উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশিথ প্রামাণিক, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা, অর্থ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, সাংসদ রাজু বিস্তা, হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, বিধায়ক সোনম লামা, নোমান রাই, ভরত ছেত্রী, দুর্গা মুর্মু। গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে রাজনৈতিক ঐক্যের বার্তা দিতে হাজির ছিলেন বিমল গুরুং, রোশন গিরি, মন ঘিসিং ও বিজেপি হিল সভাপতি সঞ্জীব লামাও।

পাহাড়কে 'বাংলার মান ও দেশের সম্মানের জায়গা' বলে উল্লেখ করে শুভেন্দু বলেন, তিনি ঘুরতে নন, কাজ করতে এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, তাদের সরকার পাহাড়ের সামগ্রিক উন্নয়নের রোডম্যাপ তৈরি করছে। দেশ মাতার রক্ষায় প্রাণ দেওয়া পাহাড়বাসীকেও প্রণাম জানান মুখ্যমন্ত্রী। অতীতের তৃণমূলের সরকারকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগের মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ের ভোট পেতেন না বলে এখানে উন্নয়ন করতে আসতেন না। ঘুরতে আসতেন।'

মঙ্গলবার কার্শিয়াং-এর জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

পাশাপাশি মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করে বলেন, 'পুরসভা ভোট না করে প্রশাসক বসিয়ে পাহাড়ের মানুষের টাকা লুঠ হয়েছে।' জিটিএ-র শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত হবে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, 'না-খাবো, না-খেতে দেব',এই নীতিতেই বর্তমান রাজ্য সরকার চলবে।

জিটিএ'র দুর্নীতি ও আগের সরকারের অপশাসনের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগের মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ের ভোট পেতেন না বলে এখানে উন্নয়ন করতে আসতেন না। খালি ঘুরতে আসতেন। বরং পুরসভা নির্বাচন না-করে প্রশাসক বসিয়ে পাহাড়ের মানুষের টাকা লুঠ করা হয়েছে।' তিনি ক্ষোভের সঙ্গে জানান, জিটিএ'র শিক্ষক নিয়োগে যে দুর্নীতি হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'যারা এই লুঠপাটের সঙ্গে যুক্ত, তাদের কাউকে ছাড়া হবে না এবং তাদের জেলে পাঠানো হবে।' 'না-খাবো, না-খেতে দিব', এই নীতিতেই তাঁর সরকার চলবে বলে তিনি জানান।

গোর্খা আন্দোলনের সময়কার মিথ্যা মামলাগুলি নিয়ে তিনি জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ পাহাড়ের ভাইদের উপর যে অকথ্য অত্যাচার করেছে, তা তিনি সহ্য করবেন না। তাই তিনি সমস্ত মিথ্যা মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আন্দোলনের সময় প্রাণ হারানো পরিবারগুলিকে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন।

উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''পাহাড়ের ২৮ লক্ষ মহিলাকে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র আওতায় মাসে ৩০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।' শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় জোর দিয়ে তিনি জানান, কালিম্পংয়ে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন, কার্শিয়াং হাসপাতালের সংস্কার এবং সরকারি স্কুলে স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। চা শ্রমিকদের ভাগ্যবদলের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ''প্রধানমন্ত্রীর 'পিএম চা শ্রমিক যোজনা'র সুবিধা এবার পাহাড়ের শ্রমিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে এবং বন্ধ থাকা ২৫টি চা বাগানের জন্য ৩৩৪ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত শুরু হবে। এছাড়া 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্পের মাধ্যমে ইনডোর স্টেডিয়াম ও স্পোর্টস গ্রাউন্ড নির্মাণ করা হবে।''

শ্রমমন্ত্রীর উদ্যোগে ফের খুলছে জুটমিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূল জমানায় জুটশিল্প একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েছে। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের একাধিক জুটমিল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শ্রম মন্ত্রীর দায়িত্ব পাবার পর শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং শিল্পাঞ্চলের বন্ধ থাকা জুটমিল খোলার উদ্যোগ নেন। শ্রম মন্ত্রীর উদ্যোগে অবশেষে খুলছে জগদ্দলের এলায়ন্স জুটমিল। প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর থেকে বন্ধ জগদ্দলের অ্যালায়েন্স জুটমিল। কর্মহীন হয়ে পড়েছিলেন স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে আড়াই হাজার শ্রমিক। মঙ্গলবার কলকাতার নিউ সেক্রেটারিয়েটে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী অর্জুন সিং-এর নেতৃত্বে এবং প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে মালিকপক্ষ এবং শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ শ্রম কমিশনার আশিস সরকার এবং শ্রম কমিশনারেটের অন্যান্য আধিকারিকরাও উক্ত ওই বৈঠকে হাজির ছিলেন। সমস্যার সমাধানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় ওই বৈঠকে। অবশেষে দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, আজ, বুধবার থেকে ওই মিলে পুনরায় উৎপাদন শুরু হবে। প্রসঙ্গত, প্রায় দীর্ঘ ছয় মাস পর মিলটি পুনরায় খুলতে চলেছে এবং এর ফলে শ্রমিক মহল্লায় খুশির জোয়ার। রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, তৃণমূল সরকারের আমলে জুটশিল্প প্রায় শেষের পথে চলে গিয়েছিল। মিলগুলোকে আধুনিকীরকরনের উদ্যোগ নেয়নি বিগত সরকার। মন্ত্রীর আশা, ডবল ইঞ্জিন সরকারের হাত ধরে ফের ঘুরে দাঁড়াবে জুটশিল্প।

ডিজে: সাড়ে ছ'ঘণ্টা জেরা অভিষেককে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডিজে মন্তব্য মামলায় টানা সাড়ে ৬ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর মঙ্গলবার সন্ধে ৬ টা বেজে ২৫ মিনিট নাগাদ ভবানী ভবন থেকে বের হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর সোজা চলে যান কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। সেখানে দলের বৈঠকে যোগ দেন অভিষেক।

প্রসঙ্গত, সোমবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে টানা প্রায় ১১ ঘণ্টা ধরে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি। এরপর মঙ্গলবার ফের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েন অভিষেক। এর সূত্রপাত, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা 'ডি জে' মন্তব্য নিয়ে। মঙ্গলবার, ওই মন্তব্য কাণ্ডে ভবানী ভবনের সিআইডি দপ্তরে হাজিরা দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিকে সিআইডি সূত্রে খবর, ডিজে মন্তব্য সংক্রান্ত একাধিক সভার ফুটেজ দেখিয়ে, তাঁর করা বক্তব্য শুনিয়ে এদিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সিআইডির দাবি, এহেন বক্তব্যের প্রেক্ষাপট নিয়েও এদিন চলে জিজ্ঞাসাবাদ। আর যে অভিযোগ এসেছে, তার প্রেক্ষিতে চলে এই জিজ্ঞাসাবাদ। এদিকে এই মামলায় আবার ডাকা হবে কি না তা নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলেই সূত্রের খবর। প্রসঙ্গত, ১৪ জুন রবিবার বিধানসভার সই জালিয়াতি মামলায় ভবানীভবনে হাজিরা দেন তৃণমূল সাংসদ, সোমবার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার নির্দেশ ছিল। এরপর মঙ্গলবার লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে উস্কানিমূলক বক্তব্য ও 'ডিজে বাজানোর হুমকি' সংক্রান্ত মামলায় দ্বিতীয়বারের জন্য তলব করে সিআইডি।

এদিকে ৪ তারিখ রবীন্দ্র সংগীতের মাঝে ডিজে বাজানো মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসাবাদে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সিআইডিকে জানিয়েছেন কোন উস্কানি মূলক মন্তব্য করার জন্য তিনি এই মন্তব্য করেননি। রাজনৈতিক ভোটের প্রচারে বিভিন্ন রকম নেতৃত্বরা মন্তব্য

করে থাকেন সেরকমই কর্মীদের উদ্দেশ্য করে মন্তব্য করা। কোনওরকম উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত ভাবে তিনি এই মন্তব্য করেননি। রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে রাজনৈতিকভাবেই তিনি এই মন্তব্য করেছেন দলীয় কর্মীদের ভোটের ময়দানে সাহস যুগিয়ে লড়াই করার জন্য।

বিনিয়োগে আগ্রহী ৪২ শিল্পগোষ্ঠী: তাপস রায়

■ **তিন দশকেরও বেশি বাম শাসন এবং পরবর্তী ১৫ বছরের তৃণমূল আমলে শিল্পোন্নয়নের প্রশ্নে বারবার সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গকে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের অভিঘাত থেকে শুরু করে একের পর এক শিল্পপ্রকল্প রাজ্যের বাইরে চলে যাওয়ার ঘটনায় 'শিল্পবন্ধ্যা বাংলা' তকমাও জুড়ে গিয়েছিল রাজ্যের নামের সঙ্গে। সেই পরিস্থিতি বদলে বাংলাকে ফের শিল্প মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত করাই এখন বিজেপি সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলে দাবি নবান্নের। আর সেই দায়িত্বের সামনের সারিতে রয়েছেন রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তাপস রায়।**

শুভেন্দুর জয়কে চ্যালেঞ্জ, হলফনামা দাখিল মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার দুপুরে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছে যান কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে। তৃণমূল সুপ্রিমোকে হাইকোর্টে পৌঁছতে দেখে অবাক হন অনেকেই। সঙ্গে ছিলেন কুণাল ঘোষ ও দোলা সেন। পরে মমতার আইনজীবী সূত্রে জানা যায়, ভবানীপুর নিয়ে ইলেকশন পিটিশন করেছেন তিনি। জানা গিয়েছে, ওই সংক্রান্ত বিষয়েই হলফনামা দাখিল করেছেন।

প্রসঙ্গত, ছাব্বিশের নির্বাচনে ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পরাজিত হন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় ১৫ হাজার ১০৫ ভোটে তাঁকে পরাজিত করেন বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু। এবার সেই নির্বাচনী

ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে হলফনামা দাখিল করেন ভবানীপুরের পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী মমতা। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটেও নন্দীগ্রাম কেন্দ্রে মমতাকে হারান শুভেন্দু। সেই বারও নির্বাচনী ফলকে চ্যালেঞ্জ করে ইলেকশন পিটিশন দাখিল করেছিলেন মমতা। সেই মামলা এখনও বিচারধীন। এবার ভবানীপুরের ভোটের ফলকে চ্যালেঞ্জ করেও ফের একই পথে হাঁটলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এর থেকে স্পষ্ট, পরপর দু'বার ভোটের ফলে পরাজিত হয়েও হার মানতে নারাজ মমতা। দুটি ক্ষেত্রেই বিরোধী একজনই, সেই শুভেন্দু অধিকারী। একুশের বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রামের ভোটে জয়ী হয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা হয়েছিলেন শুভেন্দু। এরপর আদালতে প্রয়োজনীয় কাজ মিটিয়ে ফের গাড়িতে উঠে কোর্ট চত্বর থেকে বেরিয়েও যান দ্রুতই। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, গত ৪ মে, ফল প্রকাশের দিনই ভবানীপুরের গণনা নিয়ে অভিযোগ তুলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নিজে পৌঁছে গিয়েছিলেন গণনাকেন্দ্রে।

কাল থেকে অধিবেশন, বাজেট পেশ হবে সোমে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ হতে চলেছে আগামী ২২ জুন। সেই বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্বের সূচি চূড়ান্ত করতে মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হল সর্বদলীয় বৈঠক এবং কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক। বৈঠকের পর পরিষদীয় মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ও পরিষদীয় প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই আনুষ্ঠানিক ভাবে অধিবেশনের সূচি ঘোষণা করেন।

চূড়ান্ত সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৮ জুন বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় ভারতীয় সংবিধানের ১৭৬ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্যপাল তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণ প্রদান করবেন। এর পর দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ রাজ্যপালের ভাষণের প্রতিলিপি বিধানসভার টেবিলে আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করবেন অধ্যক্ষ রথীন্দ্র। একই সঙ্গে শাসকদলের এক প্রবীণ সদস্য ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপন করবেন এবং অন্য এক সদস্য সেই প্রস্তাবকে সমর্থন জানাবেন। পরের দিন, অর্থাৎ ১৯ জুন শুক্রবার সকাল ১১টায় শোকপ্রস্তাবের জন্য সময় নির্ধারিত হয়েছে। প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিধানসভার কার্যক্রম ওই দিন শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে।

তবে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের নজর এখন মূলত নতুন সরকারের প্রথম বাজেটকে ঘিরে।

জাহাঙ্গির-বিক্ষোভে পুলিশের লাঠিচার্জ

নিজস্ব প্রতিবেদন: জাহাঙ্গির খানের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন ফলতার বেশ কিছু বাসিন্দা, নেতৃত্বে ছিলেন জাহাঙ্গির খানের স্ত্রী। কিন্তু, কেন্দ্রীয় বাহিনী পথে নামতেই নিমেষে উধাও সকলে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর তাড়ায় ভয়ে পুকুরে ঝাঁপ দিতেও দেখা যায় বিক্ষোভকারীদের। কার্যত কিছুক্ষণের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় বিক্ষোভ। পুলিশের হেপাজতে থাকা নেতাকে থানা থেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকে কেন্দ্র করে নজিরবিহীন রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ করতে হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন জাহাঙ্গির খানের স্ত্রীর নেতৃত্বে বিক্ষোভকারীরা এসে সরাসরি ফলতা থানা ঘেরাও করে। অভিযোগ, মিছিল করে এসে একপ্রকার জোর করেই জাহাঙ্গিরকে বের করে নিয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করেন বিক্ষোভকারীরা। থানার গেট ঠেলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করা হলে কর্তব্যরত পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা শক্ত হাতে বাধা দেন। থানা চত্বরে উত্তেজনা চরমে পৌঁছালে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়। তখনই অ্যাকশনে নামে কেন্দ্রীয় বাহিনী। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে জওয়ানরা লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে এবং শুরু হয় লাঠিচার্জ।

এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, পাঁচ দিনের প্রথম দফার পুলিশি হেপাজত শেষে রবিবার তাঁকে ডায়মন্ড হারবার এসিজেএম আদালতে হাজির করা হয়েছিল। কিন্তু তদন্তের গভীরে পৌঁছতে এবং এই দাপুটে নেতার বিরুদ্ধে ওঠা পাহাড়প্রমাণ অভিযোগের তথ্য সংগ্রহ করতে আরও সময় প্রয়োজন বলে আদালতের কাছে আবেদন জানায় পুলিশ। সেই আর্জিতে সাড়া দিয়ে আদালত জাহাঙ্গিরকে ফের ৬ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিনে ফলতায় বার বার দেখা গিয়েছে একটি দৃশ্য। পুলিশি ঘেরাটোপে জাহাঙ্গির খান হাঁটছেন রাস্তা দিয়ে। হাতজোড়, মাথা ঝোঁকানো। শুধু তাই নয়, কান ধরতেও দেখা যায় ফলতার একসময়ের 'বেতাজ বাদশা'কে। মানুষের কাছে কান ধরে ক্ষমা চান 'পুষ্পা'।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

মূল দলিলসমূহ, যথা মি. কল্যাণ সেন-এর নামে নিবন্ধিত দলিল নং I-00872/2008, যা জেলা সাব-রেজিস্ট্রার, আলিপুর-III অফিসে নিবন্ধিত, এবং মি. রাকেশ কুমার সিংহ-এর নামে থাকা, যাঁর নিকট থেকে মি. কল্যাণ সেন উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করেছিলেন, শিরোনাম-শৃঙ্খলের (Chain of Title) অন্তর্ভুক্ত দলিল নং I-4646/1998, যা জেলা সাব-রেজিস্ট্রার, আলিপুর-I অফিসে নিবন্ধিত, হারিয়ে গেছে। বিষয়ে রাজারহাট থানায় জি.ডি. নং ৯১, তারিখ ০২.০৫.২০২৬ অনুসারে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। উক্ত দলিলসমূহ কেউ পেয়ে থাকলে অথবা উক্ত দলিলসমূহের বিষয়ে কারও কোনো দাবি বা আপত্তি থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে **অ্যাডভোকেট অভিনন্দন মজুমদার ৪৪এ, প্রতাপাদিত্য রোড, কলকাতা ৭০০০২৬, মোবাইল: ৯০৫১২৪৪০৪১**। সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আমি শ্রী শুভজিৎ পান্ডা, পিতা-শ্রী শম্ভুনাথ পান্ডা, ৩৬০৪ নং দলিল বলে ১২/ ১২/ ২০২৫ তারিখে শ্রী সুবিমল ঘোষ, পিতা- ঁপরেশ চন্দ্র ঘোষের নিকট হইতে শ্রীমতী মাধবী ঘোষ, স্বামী- শ্রী দিলপ ঘোষ ২৪১৬ নং আমমোক্তার নামা ২০২৫ সালে প্রাপ্ত হয় এবং তাহার পর আমি মাধবপুর মৌজার অন্তর্গত হাল ৪৩৫নং দাগে বাগান জমি ১ আনায় ০.১৬ শতক সম্পত্তির মধ্যে ২ ছটাক ৪১ বর্গফুট সম্পত্তি এবং ৪৩৬ দাগে বাগান জমি জমি ১ আনায় ০.০৭ শতক সম্পত্তির মধ্যে ১ কাঠা ৪ ছটাক ৪ বর্গফুট সম্পত্তি ক্রয় করি। উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে যদি কাহারো কোনোও আপত্তি থাকে তাহা হইলে ৩০ দিনের মধ্যে সত্বর মানকুন্ডু বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।
বিনীত
শ্রী শুভজিৎ পান্ডা

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)আপ্তা সেরিনা বেগম মোল্লা ওরফে আপ্তা সেরিনা বেগম**, পিতা মরহুম সেখ রেজওয়ান, স্বামী মহম্মদ কাইউম মোল্লা ও **২)রেবিনা বেগম**, পিতা মরহুম সেখ রেজওয়ান, স্বামী নাসির আলি, উভয়ের সাকিম কুমিরমোড়া, চন্ডীতলা, হুগলী-৭১২৭০৪, মহাশয়াদ্বয় বিগত ইং ০৭/০৩/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-00946/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **সেখ আফাজুদ্দিন** পিতা মরহুম সেখ রেজওয়ান, সাকিম খেজুরিয়া, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল তপশীল- জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা খেজুরিয়া, ৫৭ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩৭৩ নং খতিয়ান হইতে ১)আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৪৯৫ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ২৫ শতক মধ্যে ১২ শতক তন্মধ্যে ৩.৫৭ শতক সম্পত্তি এবং ২)আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৪৯৬ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ০৬ শতক মধ্যে ০৩ শতক তন্মধ্যে ০.৮৬ শতক সম্পত্তি, একুনে দুইটি দাগে মোট ৪.৪৩ শতক সম্পত্তি বিগত ইং ২৩/০২/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-00705/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **আফসানা খাতুন**, স্বামী সেখ আফসারউদ্দিন, সাকিম মামুদপুর, লক্ষ্মণপুর, চন্ডীতলা, হুগলী-৭১২৭০৪, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **আফসানা খাতুন**, স্বামী সেখ আফসারউদ্দিন, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

LOST & FOUND

I, **Anil Jha** S/o- Santosh Jha, lost my ID Card (SBI Card, ID No. 1481267). If found please call - 9804286515.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী প্রশান্ত রায়, পিতা- ঁসুকদেব রায়, সাং আমডাঙ্গা, পোঃ শিলিন্দা, থানা- চাকদহ, জেলা নদীয়া ইং ০২.০৫.২০২৫ তারিখে চাকদহ ADSR অফিসের I-2106/2025 নং বিক্রয় কোবলা দলিলবলে নদীয়া জেলার চাকদহ থানার ১৬৬নং আমডাঙ্গা মৌজায় ৫১৫ নং L.R. খতিয়ানে, R.S. ও L.R. ৭৪নং দাগে মোট ৫.৫১ শতক সম্পত্তি মিহির মৃধা, পিতা- মৃত চিত্তরঞ্জন মৃধা, সাং শিলিন্দা বনবিবিতলা, পোঃ শিলিন্দা, থানা- চাকদহ, জেলা নদীয়ার নিকট হইতে ক্রয় করেন। উক্ত মিহির মৃধা ঐ সম্পত্তি গত ইং ২৩.০৭.২০২৪ তারিখের চাকদহ ADSR অফিসের I-3414/24 নং আমমোক্তার দলিলবলে শ্রী রণজিৎ কুমার পাল, পিতা- ঁরবীন্দ্র চন্দ্র পাল-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষনে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L. & L.R.O অফিসে যোগাযোগ অন্যথায় করুন, আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। **ত্রিদিব প্রামাণিক, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী অঞ্জলী চক্রবর্ত্তী**, স্বামী শ্রী অরুন কুমার চক্রবর্ত্তী, সাকিম নয়াপাড়া, ইছাপুর নবাবগঞ্জ, নয়াপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩১৪৪, **২)শ্রীমতী মঞ্জু ভট্টাচার্য্য**, স্বামী শ্রী প্রসাদ ভট্টাচার্য্য, সাকিম বিঘাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, **৩)শ্রীমতী লক্ষ্মী চ্যাটার্জ্জী**, স্বামী শ্রী মিহির চ্যাটার্জ্জী, সাকিম হরিরামবাটী, ইলাহীপুর, চন্ডীতলা, হুগলী-৭১২৭০৭, মহাশয়াত্রয় বিগত ইং ০৯/১১/২০২০ তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02781/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী শক্তি গাঙ্গুলী**, পিতা ৺ত্রিলোচন গাঙ্গুলী, সাকিম আমিনপুর, খামারচন্ডী, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও নিজপক্ষে স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল সম্পত্তির অপর শরীক **শ্রী নিতাই গাঙ্গুলী**, পিতা ৺ত্রিলোচন গাঙ্গুলী, মহাশয়ের সহিত যৌথ ভাবে **তপশীল:** জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা গোপীনগর, ৭৩ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৯০৭, ২৯০৮, ২৯৭ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৪৭৬ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৪০ শতক তন্মধ্যে ০.৬৬৬৬ অংশে ২৬ শতক সম্পত্তি বিগত ইং ১৬/০১/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00191/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী মানিক চন্দ্র দাস** পিতা ৺বিশ্বনাথ দাস, সাকিম সোনাটিকরী, পানিশেওলা, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী মানিক চন্দ্র দাস** পিতা ৺বিশ্বনাথ দাস মহাশয়, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন, (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী

CHANGE OF NAME

আমি, সম্রাট বিশ্বাস (Samrat Biswas), পিতা- স্বপন বিশ্বাস (Swapan Biswas), সাং- পারমাদন, পোঃ- নলডুগারি, মহকুমা- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩২৯৭, পশ্চিমবঙ্গ, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমার কিছু নথিপত্রে আমার পিতার নাম ভুলবশত "স্বপন কুমার বিশ্বাস" (Swapan Kumar Biswas) লেখা হয়েছে। কিন্তু তাঁর প্রকৃত ও সঠিক নাম হল "স্বপন বিশ্বাস" (Swapan Biswas)। উভয় নামই একই ব্যক্তির। ভবিষ্যতে সমস্ত সরকারি ও আইনি নথিতে "স্বপন বিশ্বাস" নামটিই ব্যবহার করা হবে।

CHANGE OF NAME

I, Sujata Gupta, daughter of Nirmal Kumar Gupta, residing at Satya Regency, 94 Buroshivtala Main Road, Kolkata-700038, have changed my name and shall henceforth be known as Sujata Gupta Chowdhury as declared before the Notary Public, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh, Vide Affidavit on 05.05.2026. "Sujata Gupta" and Sujata Gupta Chowdhury" both is same and identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 16/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10115 নং এফিডেভিট বলে আমি Md Ali Sher ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Md Shawal Shah ও S S Shah সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 08/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 13652 নং এফিডেভিড বলে আমি Sandhya Dhara D/o. Panchu Dhara ও Sandhya Dhara Chakraborty W/o. Subrata Chakraborty & Pratima Dhara D/o. Panchu Dhara সাং ২নং কাপাসডাঙ্গা, নেপাল চৌধুরী বাগান, চুঁচুড়া, হুগলী—৭১২১২৩, পঃবঃ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 11/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 9687 নং এফিডেভিট বলে আমি Aaftab Alam S/o. Abdul Kayum Kureshi ও Aftab Alam S/o. Abdul Qaiyuon Quraishi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 15/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 9856 নং এফিডেভিট বলে আমি Dibyendu Bhowmick S/o. Tarun Kumar Bhowmick ও Dibyrndu Bhowmick S/o. Tarun Kr. Bhowmick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 11/06/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 14059 নং এফিডেভিট বলে আমি Shankar Shaw S/o. Late Shivnath Shaw, সাকিম চক বাশঁবেড়িয়া মন্দিরতলা, বাশঁবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, 2002 সালের ভোটার লিস্টে (187 Bansberia Assembly, Part No. 149, Sl. No. 254, Hooghly,) আমার সঠিক নাম Shankar Shaw S/o. Shivnath Shaw-এর পরিবর্তে Umashankar Shaw S/o. Shivnath Shaw লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমি Shankar Shaw S/o. Shivnath Shaw & Umashankar Shaw S/o. Shivnath Shaw সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 02/02/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 3619 নং এফিডেভিড বলে আমি Sajal Kumar Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kartick Chandra Das ও Kartick Chandra Ruidas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 16/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 14523 নং এফিডেভিড বলে আমি Ganesh Prasad ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kamala Ram ও K R Prosad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 09/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 9538 নং এফিডেভিট বলে আমি Samir Das S/o. Sunil Das ও Samir Kr Das S/o. S Das সাং নয়াসরাই, বলাগড়, হুগলী, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 09/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 9540 নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Habib Mahammad S/o. Sk Sukur Mahammad ও Sk Habib Mahammad S/o. Sk J Mahammad সাং হাসিমপুর, বলাগড়, হুগলী, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 20/04/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 13531 নং এফিডেভিট বলে আমি Asama Begam, D/o. Sk Jaynal, সাকিম বাজে ধান্যহানা, বলরামবাটী, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৯, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Asama Begam D/o. Sk Jaynal, Asama Begam W/o. Iunus & Asama Begam W/o. Iunus Asama and Sk Unus W/o. Iunus Asama সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। যে নামগুলি আমার সকল নথিপত্রে ও 2002 সালের ভোটার লিস্টে (183 Singur Assembly, Part No. 135, Sl. No. 645, Hooghly,) লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

CHANGE OF NAME

I, Manoj Kabra (old name), S/o. Chiranji Lal Kabra, R/o. 89/371, Subham Apartment, Vevekananda Road, Bangur Park Rishra, Near Stepping Stone School Rishra, VTC Konnagar (P), Rishra, Hooghly-712248, W.B., do hereby declare that I have changed my name from Manoj Kabra to Manoj Kumar Kabra (New Name) and henceforth I shall be known as Manoj Kumar Kabra in all purpose, vide an affidavit no. 13245 sworn before Judicial Magistrate, Serampore, Hooghly Court on 16/06/2026. I, Manoj Kumar Kabra & Manoj Kabra S/o. Chiranji Lal Kabra both are the same & one identical person.

I, Masrura Khatun, W/o. Sk. Nasiruddin, D/o. Late Lutfur Rahman, R/o. Bhatua, Rajhat, Polba, Hooghly-712123, do hereby declare that I, Masrura Khatun & Masrura Bibi & Mt. Masrura Khatun all are the same & one identical person & also my father Lutfur Rahman, Sk. Lutfar, Lutfar Rahman & Maulana Lutfoor Rahman all are the same & one identical person which has been recorded in my all documents. My father's actual name Lutfur Rahman, which I want to rectify in my all documents, vide an affidavit no. 14509, dtd. 16/06/2026, sworn before Judicial Magistrate, Sadar Hooghly Court.

NAME CHANGE

I, Mrs. Sweta Pankaj Shah, wife of Mr. Pankaj Shah and daughter of Mr. Mahabir Prasad Jhunjhunwala, residing at 7 Bright Street, Bright Apartment, 2nd Floor, Flat No. 2C, P.S. Karaya, P.O. Ballygunge, Kolkata – 700019, do hereby declare that the names "Sweta Basaiwala" and "Sweta Pankaj Shah" refer to one and the same person. Henceforth, I shall be known and identified as "Sweta Pankaj Shah" for all purposes.

CHANGE OF NAME

I, Paromita Dutta, D/o Arup Kumar Dutta, resident of 2/1/2, Thakurdas Dutta 2nd Byelane, Howrah-711101, do hereby declare that I have changed my name from Paromita De Sarkar, which was my married name, back to Paromita Dutta, my maiden name, after dissolution of marriage and henceforth I shall be known as Paromita Dutta in all purpose, vide Affidavit No. 18428/26, sworn in the Court of 1st Class Executive Magistrate at Howrah on 12/06/2026 and that Paromita Dutta and Paromita De Sarkar, both are same and one identical person.

নোটিশ

আমার মক্কেল **অরবিন্দ দেওয়ান**, পিতা - অজিত কুমার দেওয়ান, সাং - মহানাদ নগরপাড়া, থানা - পোলবা, জেলা- হুগলী নিবাসী মৌজা- দক্ষিণপাড়া, থানা- পোলবা, জে. এল নং- ৯, দাগ নাম্বার ৭১/৬৬৪, ৭১/৮০৩, ৭৩/৮০৪ দাগের শুনা জমি ৩১ শতক বিক্রয় করিবার জন্য সিদ্ধান্ত লইয়াছে। অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে কাহারো কোনো আপত্তি বা দাবি-দাওয়া থাকিলে, তাহা নিম্নলিখিত এ্যাডভোকেটকে নোটিশ করিয়া জানাইবেন। **তাপস কুমার মন্ডল, উকিলবাবু, চুঁচুড়া কোর্ট, হুগলী,**
Reg No -WB532/505/94

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)সেখ মহঃ ঈশাক, ২)সেখ ইয়াকুব**, উভয়ের পিতা মরহুম সেখ ইয়াসিন, উভয়ের সাকিম চাঁদনী বেনেপুর, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, মহাশয়দ্বয় বিগত ইং ০২/০৮/২০১৬ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্টিকৃত IV-00299/2016 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **সেখ জহির উদ্দিন** পিতা মরহুম সেখ খলিল উদ্দিন, সাকিম ঈশ্বরবাহা, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল সম্পত্তির অপর শরীকগণ যথাঃ **১)সেখ সোহরাব উদ্দিন ওরফে সেখ সোরাবুদ্দিন, ২)আজমিরা বেগম, ৩)সেখ রমজান আলি, ৪)সেখ সাগর ও ৫)রোজিনা বিবি**, মহাশয়/মহাশয়াগণের সহিত যৌথ ভাবে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৯/০১/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-01006/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)মহম্মদ তাজউদ্দিন ও ২)সেখ আসরাফ আলি**, উভয়ের পিতা সেখ সামাউন, উভয়ের সাকিম ঈশ্বরবাহা, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, মহাশয়দ্বয়কে কমবেশী ০৩ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা ঈশ্বরবাহা, ২ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩৫, ১৩০২ ও ১৩১৫ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ২২৬ তথা হাল এল.আর. ২৩৪ নং দাগে ভিটি সম্পত্তি ষোল আনায় ২৬ শতক তন্মধ্যে ০৩ শতক অত্র বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে ও অপর শরীকগণের সহিত যৌথ ভাবে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)মহম্মদ তাজউদ্দিন ও ২)সেখ আসরাফ আলি**, উভয়ের পিতা সেখ সামাউন, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এন্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন, (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৭ই জুন, ২ রা আষাঢ়। বুধবার। তৃতীয়া তিথি, জন্মে মিথুন রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্রে র দশা, বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা, মৃতে দ্বিপাদ দোষ, অপরাহু ৫৫৩ গতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্তোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

বিশেষ দিন রম্ভাতৃতীয়াব্রত, প্রতাপজয়ন্তী (রাজস্থান)।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, উপপ্রধান-সহ তিন সদস্যের ইস্তফা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ জেটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত। এখানে সদস্য সংখ্যা ৩০। মঙ্গলবার বিকেলে জগদ্দলের পানপুরে ব্যারাকপুর-১ ব্লকের বিডিওর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিলেন উপপ্রধান উর্মিলা মণ্ডল-সহ দুই সদস্যা ছবি দাস ও নীলাঞ্জনা মজুমদার।

পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জেটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী উপপ্রধান উর্মিলা মণ্ডল জানান, জেটিয়া-সহ গোটা রাজ্যে মানুষের রায় তৃণমূলের বিপক্ষে গিয়েছে। তাছাড়া পঞ্চায়েতে থেকে তাঁরা মানুষের পরিষেবা দিতে ব্যর্থ। তাই তাঁরা স্বেচ্ছায় এদিন বিডিওর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। কেউ তাঁদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেনি।

দলীয় নেতৃত্বের ওপর একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে বিদায়ী উপপ্রধান উর্মিলা মণ্ডল বলেন, বিধানসভা নির্বাচনে দলের ভরাডুবি হয়েছে। দলের পরাজয়ের পরও দলীয় নেতৃত্বের কেউ তাঁদের খোঁজ রাখেনি। একপ্রকার তাঁরা রাজনৈতিক অভিভাবক শূন্য হয়ে পড়েছিলেন। ব্যারাকপুরের সাংসদকে নিশানা করে বিদায়ী উপপ্রধান বলেন, দলের অভিভাবক ছিলেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক। কিন্তু ৪ মের নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই তিনি কয়েকদিন ফোন বন্ধ করে রেখেছিলেন। পরবর্তীতে উনি ফোন খোলেন। একাধিকবার ফোন করা হলেও, সাংসদ পার্থ ভৌমিক একবারের জন্য তাঁর ফোন ধরেননি। তাঁর অভিযোগ, বিপদের দিনে দলীয় কর্মীদের ছেড়ে উনি দিল্লিতে গিয়ে অন্য দলে যোগ দিয়েছেন। বিদায়ী উপপ্রধানের কথায়, 'নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকে দিশেহারা অবস্থায় ছিলাম।' অবশেষে তাঁরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে এদিন পদত্যাগ করলেন।

মৌরিগ্রাম স্টেশনে খুনের অভিযোগ, অভিযুক্তকে ধরে পুলিশের হাতে দিলেন যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার মৌরিগ্রাম রেলস্টেশনে মঙ্গলবার দুপুরে প্রকাশ্যে এক ব্যক্তিকে ছুরি মেরে খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মৌরিগ্রাম স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দুপুর প্রায় ১২টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত সঞ্জয় গিরি (৫০) নলপুরের সারেঙ্গা এলাকার বাসিন্দা। পেশায় সাফাই কর্মী সঞ্জয় মঙ্গলবার স্টেশনের শৌচালয় সংক্রান্ত কাজে মৌরিগ্রামে এসেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্ল্যাটফর্মের শৌচালয়ের সামনে আচমকাই এক ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র নিয়ে সঞ্জয়ের ওপর হামলা চালায়। পরপর একাধিক কোপে গুরুতর জখম হয়ে প্ল্যাটফর্মেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। রক্তাক্ত অবস্থায় কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা যায়।এই ঘটনার পর অভিযুক্ত পালানোর চেষ্টা করলে স্টেশনে উপস্থিত যাত্রীরা তাকে ধাওয়া করে ধরে ফেলেন। পরে উত্তেজিত জনতা তাকে মারধর করে। খবর পেয়ে নাজিরগঞ্জ তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ ও রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে উদ্ধার করে আটক করে। তার কাছ থেকে খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রও উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, স্টেশনের শৌচালয়ের টেন্ডারকে কেন্দ্র করে পুরনো বিরোধ থেকেই এই খুনের ঘটনা। তদন্তকারীদের দাবি, আগে অভিযুক্ত ওই কাজের দায়িত্বে থাকলেও সম্প্রতি সেই কাজ পান সঞ্জয় গিরি। সেই ক্ষোভ থেকেই হামলা চালানো হতে পারে। মৃত সঞ্জয়ের দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার নেপথ্যের কারণ খতিয়ে দেখছে রেল পুলিশ।

চিংড়িঘাটায় জট খুলতেই পার্পেল লাইন মেট্রো ডায়মন্ড পার্ক পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: চিংড়িঘাটার জট কাটার পর এবার কলকাতা মেট্রোর পার্পেল লাইন সম্প্রসারিত হচ্ছে জোকা থেকে ডায়মন্ড পার্ক পর্যন্ত। নতুন ১.৭ কিমি অংশ যুক্ত হলে রুটের মোট দৈর্ঘ্য হবে ১৮ কিমি, এমনটাই মঙ্গলবার মেট্রো কর্তৃপক্ষের থেকে জানান হয়েছে।

ভারতের রেল মন্ত্রক ইতিমধ্যেই এই সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্মতি জানিয়েছে। আর সেই মতোই যাবতীয় প্রক্রিয়া শুরু করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। এই প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের নির্দেশিকাও বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে বলেই মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, সারমাস্টারচক, হাঁসপুকুরিয়া ও জোকা এলাকায় এই প্রকল্পের জন্য জমি নেওয়া হবে। এই নতুন রুট জোকা স্টেশনকে আইআইএম জোকা ও ডায়মন্ড পার্কের সঙ্গে যুক্ত করবে বলেই জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

আরভিএনএল এই কাজের জন্য ৩৭৮ কোটি টাকার দরপত্র ঘোষণা করেছে। এই বাজেটে এলিভেটেড ভায়াডাক্ট ও একটি নতুন স্টেশন তৈরি হবে। আইআইএম জোকা ক্যাম্পাস থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে ডায়মন্ড হারবার রোডের ওপর পিডব্লিউডির জমিতে মেট্রো স্টেশন হবে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সম্প্রসারণ শেষ হলে পার্পেল লাইন আইআইএম- জোকা-ডায়মন্ড পার্ক থেকে (এসপ্ল্যানেড স্টেশন থেকে মাত্র ১.৬ কিমি দূরে) ইডেন গার্ডেনস পর্যন্ত যাবে। রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর ১২০ ঘণ্টায় চিংড়িঘাটার দীর্ঘদিনের জট কাটানো হয়েছে। এছাড়াও মেট্রোর অন্যান্য থমকে থাকা প্রকল্পগুলোও দ্রুত শেষ হবে বলেই মেট্রো কর্তৃপক্ষ আশা করছে। বর্তমানে জোকা থেকে সরাসরি এসপ্ল্যানেড পৌঁছনোর কাজ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে।

উল্লেখ্য,আইআইএম জোকা কর্তৃপক্ষ পড়ুয়াদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য জোকা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত সরাসরি মেট্রোর আবেদন জানিয়ে মেট্রো কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার চিঠি দিয়েছিল। তবে এই সিদ্ধান্ত আগে নেওয়া হলেও তার বাস্তবায়ন আটকে ছিল। যদিও এবার এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করে দিল কলকাতা মেট্রো।

বর্তমানে পার্পেল লাইনের কাজ দুটি ভাগে ভাগ করে চলছে। একটি অংশ যা জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত অংশ, তা ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। এই রুটের নির্ধারিত স্টেশনগুলো হল জোকা, ঠাকুরপুকুর, তারাতলা, বেহালা বাজার ও মাঝেরহাট। এরপর এই সম্প্রসারণ শেষ হলে মাঝেরহাট থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত সরাসরি মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে।

কলকাতা মেট্রোর পরিকল্পনা অনুযায়ী, মাঝেরহাট থেকে এসপ্ল্যানেড অংশটি মেন লাইনের সঙ্গে জুড়বে। এই রুটে নতুন স্টেশন হবে মোমিনপুর, খিদিরপুর, ভিক্টোরিয়া, পার্ক স্ট্রিট ও এসপ্ল্যানেড। মোমিনপুর থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত প্রায় ৫ কিমি পথ মাটির তলা দিয়ে হবে। ভূগর্ভস্থ মেট্রো স্টেশন থাকবে মোমিনপুর, ভিক্টোরিয়া, পার্ক স্ট্রিট ও এসপ্ল্যানেডে। কর্তৃপক্ষের দাবি এই রুট সম্পূর্ণ চালু হলে বেহালা ও জোকা এলাকার যাত্রীদের যানজট এড়িয়ে সরাসরি ধর্মতলা বা এসপ্ল্যানেড পৌঁছনো অনেকটাই সহজ হবে।

স্বাস্থ্য প্রস্তুতিতে পথ দেখাচ্ছেন কলকাতার তরুণরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিভা বুপা হেলথ ইনসিওরেন্স স্বাস্থ্যবিমা নিয়ে ভারতের তরুণদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত একটি ভোক্তা-সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এই রিপোর্টে উঠে এসেছে, কলকাতার তরুণরা দেশের মধ্যে আর্থিক ও চিকিৎসাগত প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অন্যতম এগিয়ে। এই সমীক্ষাটি ২, ৪০০-এরও বেশি অংশগ্রহণকারীর ওপর পরিচালিত হয়েছে, যেখানে দেশের ৩৫টিরও বেশি শহর ও গ্রামীণ অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারতের ৫১শতাংশ তরুণ স্বাস্থ্যবিমাকে তাদের শীর্ষ তিন আর্থিক অগ্রাধিকারের মধ্যে রাখলেও মাত্র ১৪শতাংশ নিজেদের নামে স্বাস্থ্যবিমা নিয়েছেন। ৭৬শতাংশ তরুণ আর্থিক বা চিকিৎসাগতভাবে অপ্রত্যাশিত স্বাস্থ্যঝুঁকির জন্য প্রস্তুত নন। মাত্র ২৪ শতাংশ চিকিৎসাজনিত জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুত। এই ক্ষেত্রে জাতীয় চিত্রের তুলনায় কলকাতার প্রস্তুতি উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশি। জাতীয় ১০৮ গড় যেখানে ২৪শতাংশ, সেখানে কলকাতার গড় ৫৪ শতাংশ। এবিষয়ে নিভা বুপা হেলথ ইনসিওরেন্সের ডিরেক্টর, ডিজিটাল বিজনেস ইউনিট ও চিফ মার্কেটিং অফিসার নিমিশ আগরওয়াল বলেন, কলকাতা এমন একটি বাজার হিসেবে উঠে এসেছে যেখানে সচেতনতা, আর্থিক প্রস্তুতি এবং স্বাস্থ্যবিমা গ্রহণ, এই তিনটিই শক্তিশালী ভাবে একসঙ্গে দেখা যায়। এখানে বেশি বিমা গ্রহণ এবং কম ল্যাপস হার প্রমাণ করে যে কলকাতার মানুষ শুধু স্বাস্থ্যবিমার গুরুত্ব বোঝেন না, বরং সেই সুরক্ষা বজায় রাখতেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কুণাল ঘোষের ওপর ডিম ছোড়ার ঘটনায় গ্রেপ্তার ২: কুণাল ঘোষের ওপর ডিম হামলার জের। ২৪ ঘণ্টা পার হওয়ার আগেই পুলিশের জালে মূল অভিযুক্ত চন্দন সিং-সহ ২ জন। সোমবার রাতেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কালীঘাট থানায় এফআইআর করেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। অভিযোগের ১১ ঘণ্টা পেরনোর আগেই রবি কয়াল নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বিজেপি নেতার বাড়ির সামনে বক্সে এলইডি বাল্ব ভয় দেখানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিজেপি নেতার বাড়ির সামনে প্ল্যাস্টিকের টিফিন বক্সে এলইডি বাল্ব রেখে চমকানোর অভিযোগ উঠেছে। ভাটপাড়া থানার কাঁকিনাড়ার রথতলা এলাকার ঘটনা। ঘটনায় আতঙ্কিত ওই বিজেপি নেতার পরিবার।

জানা গিয়েছে, রথতলা মোড় সন্নিহিত এলাকার বাসিন্দা বিজেপি নেতা রত্নেশ্বর দাস। তাঁর বাড়ির উলটোদিকে ডাস্টবিনে সোমবার রাতে কে বা কারা টিফিন বক্সের মধ্যে একটি এলইডি বাল্ব ফেলে রেখে যায়। সেই বাল্বটি ক্রমাগত জ্বলতে এবং নিভতে থাকে। যদিও বিজেপি নেতা সেইসময় বাড়িতে ছিলেন না। এলইডি বাল্ব জ্বলতে ও নিভতে দেখে স্থানীয় এক দোকানদার তাঁকে ফোন করে বিষয়টি জানান। খবর পেয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে আসে ভাটপাড়া থানার পুলিশ। লাঠি দিয়ে পুলিশ আবর্জনার স্তুপ সরাতেই দেখা যায় একটা টিফিন বক্সের মধ্যে এলইডি বাল্ব জ্বলছে।

ঘটনা নিয়ে বিজেপি নেতা রত্নেশ্বর দাস বলেন, ভয় দেখানোর জন্য তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই কাজ করেছে। রত্নেশ্বরের সাফ জবাব, ধমকে চমকে ভয় দেখিয়ে তাঁকে দমিয়ে রাখা যাবে না। বিজেপি নেতার স্ত্রী শিবানী দাস বলেন, বাড়ির ঠিক উলটোদিকে ডাস্টবিনে কেউ এলইডি লাইট ফেলে রেখে গিয়েছিল। কিন্তু যারা এই ধরনের কাজ করছেন। তাঁরা কিন্তু ঠিক কাজ করছেন না। পুলিশের উচিত খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ১৭ জুন ২০২৬, ৩ আষাঢ় ১৪৩৩, বুধবার

মোদীকে স্বাগত জানাতে ‘স্বচ্ছতা অভিযান’, তিন দিন মাঠে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কলকাতা সফরের আগে শহরকে ‘নতুন রূপে’ সাজিয়ে তোলার বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ‘স্বচ্ছতা সে স্বাগত’ অভিযানের অংশ হিসেবে বুধবার থেকে টানা তিন দিন কলকাতা ও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পরিচ্ছন্নতা অভিযানে সরাসরি অংশ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে বুধবার সকাল ৮টায় বাগবাজারের মায়ের ঘাটে গঙ্গার পাড় সংলগ্ন এলাকায় পরিচ্ছন্নতা অভিযানে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় একই ধরনের কর্মসূচি রয়েছে তাঁর।

> প্রধানমন্ত্রীকে আমরা স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে স্বাগত জানাতে চাই। একটি শহরের পরিচয় নির্ভর করে তার পরিচ্ছন্নতা, নাগরিক পরিষেবা, সৌন্দর্যায়ন এবং পরিবেশের ওপর।
> – শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী

বৃহস্পতিবার সকালে ভবানীপুরের একটি আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে স্বচ্ছতা কর্মসূচিতে অংশ নেবেন তিনি। আর শুক্রবার ১৯ জুন সকাল সাড়ে ৬টায় কলকাতা পুর ভবন থেকে ‘স্বচ্ছতা ম্যারাথনে’র সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে ২১ জুন কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে আয়োজিত কর্মসূচির আগে শহরজুড়ে পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যায়নের বার্তা দিতেই এই বিশেষ অভিযান শুরু করেছে রাজ্য সরকার। রবিবার কলকাতা পুরসভায় কর্মসূচির সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীকে আমরা স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে স্বাগত জানাতে চাই। একটি শহরের পরিচয় নির্ভর করে তার পরিচ্ছন্নতা, নাগরিক পরিষেবা, সৌন্দর্যায়ন এবং পরিবেশের ওপর।’ তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে কলকাতাকে ফের ‘সিটি অফ জয়ে’র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার আহ্বান। তিনি বলেন, ‘প্রকৃতি এবং ইতিহাস কলকাতাকে অনেক কিছু দিয়েছে। এখন দরকার নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।’

শুধু পরিচ্ছন্নতা অভিযান নয়, ১৯ জুন ‘স্বচ্ছতা ম্যারাথন’কেও বড় কর্মসূচি হিসেবে তুলে ধরছে প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, কলকাতা পুরসভার সদর দফতর থেকে শুরু হয়ে ঐতিহাসিক মহাকরণ পর্যন্ত এই ম্যারাথন যাবে। যুবকল্যাণ দফতর, বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠন এবং কলকাতা পুলিশকে এই কর্মসূচিতে যুক্ত করারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

মেসি-কাণ্ডে অরূপ বিশ্বাসের রক্ষাকবচকে চ্যালেঞ্জ হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেসি-কাণ্ডে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে রক্ষাকবচ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। পাশাপাশি বিচারপতির নির্দেশ ছিল ‘এখনই গ্রেপ্তারির মতো কড়া পদক্ষেপ নয়।’ সঙ্গে দেওয়া হয় বেশ কয়েকটি শর্তও। আদালতের নির্দেশ ছাড়া রাজ্য ছাড়তে পারবেন না অরূপ। নিম্ন আদালতে তাঁকে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে। এর পাশাপাশি মেসির এত কাছাকাছি আসার জন্য প্রাক্তন মন্ত্রীকে তীব্র ভর্ৎসনাও করে আদালত। কিন্তু রক্ষাকবচ থাকা সত্ত্বেও সোমবার অর্থাৎ ১৫ জুনের হাজিরাও এড়িয়েছেন অরূপ। এই পরিস্থিতিতে এবার রক্ষাকবচকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির

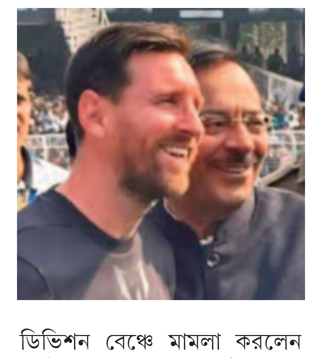

ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করলেন মেসির ভারত সফরের উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত। আগামী সপ্তাহে মামলার শুনানি।

এদিকে এই মেসি-কাণ্ডে একাধিকবার অরূপ বিশ্বাসকে তলব করেছে পুলিশ। কিন্তু প্রতিবারই তা এড়িয়েছেন তিনি। সেই সময় মনে করা হয়েছিল, গ্রেপ্তারির ভয়েই লুকোচুরি খেলছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। তবে পরবর্তীতে তাঁকে সাময়িক স্বস্তি দেয় আদালত। অরূপকে রক্ষাকবচ দেওয়ার এই সিদ্ধান্তে অখুশি শতদ্রু। তিনি আগেই জানিয়েছিলেন, হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যাবেন তিনি। সেখানে আশানুরূপ রায় না-হলে সুপ্রিম কোর্টেও যাবেন। তবে গোটা ঘটনায় বেশ কয়েকটি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। যার মধ্যে প্রধান হল কোথায় অরূপ তা নিয়েই। পাশাপাশি এ প্রশ্নও উঠছে, রক্ষাকবচ থাকা সত্ত্বেও কেনও পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করলেন না তিনি সে ব্যাপারেও।

ত্রাণসামগ্রী মিললে তদন্তের নির্দেশ কলকাতা পুরসভার কমিশনারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং নেতাদের অফিস থেকে উদ্ধার হচ্ছে ত্রাণসামগ্রী। কোথাও কোনও কোম্পানির পরিত্যক্ত জমিতে পড়ে থাকতে দেখা গেছে কলকাতা পুরসভা থেকে দেওয়া লক্ষ লক্ষ বালতি। কোথাও ওয়ার্ড অফিস বা নেতাদের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে ত্রিপল। এই নিয়ে এবার তদন্তের নির্দেশ দিলেন কলকাতা পুরসভার কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে। সঙ্গে এও জানান, বিদায়ী বোর্ডের কাউন্সিলরদের ভূমিকা খতিয়ে দেখার। পাশাপাশি স্মিতা পাণ্ডে এও জানান, যেখানে যেখানে পাওয়া যাবে, সেইমতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, কয়েদিন আগেই পুরনিগমের লক্ষ লক্ষ নীল ও সবুজ বালতি পাওয়া গিয়েছিল দক্ষিণ কলকাতার বেহালা ১১৬ নম্বর ওয়ার্ডের রায়বাহাদুর রোড সংলগ্ন একটি কোম্পানির পরিত্যক্ত জমি থেকে। স্থানীয় বাসিন্দারা ওই জমির ভিতরে বিপুল পরিমাণ বালতি মজুত অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন। ১১৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর কৃষ্ণা সিংয়ের বিরুদ্ধে বালতি চুরির অভিযোগ তোলে বিজেপি।

কারণ, বিপর্যয় মোকাবিলার কারণে কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে সামগ্রীগুলি দেওয়ার কথা থাকলেও সেগুলি রেখে দেওয়া হয়েছিল। এই নিয়ে এবার তদন্তের নির্দেশ দিলেন পুরনিগমের কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে। খতিয়ে দেখা হবে প্রত্যেক কাউন্সিলরের ভূমিকা। সূত্রের খবর কমিশনারের দফতরের থেকে দেওয়া হয়েছে অডিটের নির্দেশ।

এদিকে মঙ্গলবার সকালে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মূর্তিতে মাল্যদান করতে এসে পুরনিগমের কমিশনার জানান, ‘বিপর্যয় মোকাবিলায় সামগ্রীগুলি বণ্টন করার পর কাউন্সিলররা আগে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতেন। জানিয়ে দিতেন, আমরা উপভোক্তাদের ত্রাণসামগ্রী দিয়েছি। এবার দেখা যাচ্ছে, ইউসি দেওয়ার পরও ত্রাণ সামগ্রী উপভোক্তাদের দেওয়া হয়নি। সেটা রাখা আছে। যে কারণে আমি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছি। তদন্ত হবে। কেন এগুলো রয়ে গিয়েছিল, কেন এগুলো ব্যবহার হয়নি এবং ওয়ার্ড অফিসগুলো কী কারণে ব্যবহার হচ্ছে, সেগুলো দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’ খতিয়ে দেখার পর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, যেখানে যেখানে পাওয়া যাবে, সেইমতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্বরূপের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এবার তোলাবাজির অভিযোগ। ৮০ লক্ষ টাকা তোলা চাওয়ার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগকারী এক মহিলার দাবি, নিউ আলিপুর এলাকায় স্ট্রিট ফুড কার্ট বসানোর অনুমতির জন্য কাউন্সিলর জুই বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। পরে স্বরূপ বিশ্বাস তাঁর কাছে ৮০ লক্ষ টাকা দাবি করেন এবং সুরুচি সংঘে একা দেখা করার প্রস্তাবও দেন। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, ওই সাক্ষাতের প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত সুবিধার ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছিল। এই লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

অভিযোগকারিণী রিজেন্ট পার্ক এলাকার বাসিন্দা, পুলিশকে জানান যে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি নিউ আলিপুর এলাকায় একটি স্ট্রিট ফুড কার্ট স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। সেই উদ্দেশে তিনি কলকাতা পুরসভার ৮১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জুঁই বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।অভিযোগ অনুযায়ী, জুঁই বিশ্বাস তাঁকে জানান যে এই ধরনের অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর নেই এবং এ সংক্রান্ত

বিষয় ও প্রয়োজনীয় অনুমোদন স্বরূপ বিশ্বাস দেখেন। এরপর অভিযোগকারিণী প্রয়োজনীয় অনুমতি পাওয়ার জন্য স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর অভিযোগকারিণী একটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। ১৪ জুন ২০২৬ তারিখে নিউ আলিপুর থানায় (কেস নং ৯৬/২০২৬) ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৭৫(১)(২) এবং ৩০৮(৪) ধারায় স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে বিস্তারিত অনুসন্ধান চালিয়ে পুলিশ প্রাথমিকভাবে একটি আমলযোগ্য অপরাধের উপাদান খুঁজে পায়। এরপর স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে মামলা রুজু করা হয় এবং তদন্ত শুরু হয়েছে।

অবৈধ অংশের হদিশ পেতে অভিষেকের বাড়িতে পুরসভার আধিকারিকেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিষেক যখন সিআইডি দফতরে গোয়েন্দা আধিকারকিদের প্রশ্নের মুখে, ঠিক তখনই তাঁর একাধিক বাসভবন ও সম্পত্তিতে হানা দিতে দেখা গেল* কলকাতা পুরসভাকে। মঙ্গলবার সাতসকালে এই জোড়া ধাক্কায় ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদের অস্বস্তি এক ধাক্কায় বহু গুণ যে বেড়ে গেল তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের তরফ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর আত্মীয়দের একাধিক ঠিকানায় একের পর এক আইনি নোটিস পাঠানো হয়। এদিন ১২১ নম্বর কালীঘাটে তাঁর বাসভবনে এসে পৌঁছন কলকাতা পৌরনিগমের একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল। তাঁরা এসেই অভিষেকের কালীঘাটের বাড়ির চারপাশের মাপজোক করা শুরু করে দেন।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু কিছু সম্পত্তির ক্ষেত্রে অনুমোদিত নকশার বাইরে গিয়ে বা প্ল্যান বহির্ভূত অতিরিক্ত বেআইনি নির্মাণ করা হয়েছে বলে পুর প্রশাসনের কাছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ জমা পড়েছিল। এমনটাই খবর কলকাতা পুরসভা সূত্রে। এদিকে কলকাতা পুরসভা সূত্রে এও জানা গেছে, সম্প্রতি পুরসভার পক্ষ থেকে অভিষেকের কালীঘাট রোড এবং হরিশ মুখার্জি রোডে অবস্থিত অভিষেক ও তাঁর সংস্থার একাধিক সম্পত্তিতে ৪০১ ধারায় নোটিস পাঠানো হয়। সেখানে অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান ও নির্মাণ সংক্রান্ত নথি চাওয়া হয়। অভিষেকের আত্মীয়দের মিলিয়ে মোট ১৭টি সম্পত্তিতে এই নোটিস পাঠানো হয় বলে সূত্রের খবর। পুরসভার অভিযোগ, অনুমোদিত নকশার বাইরে গিয়ে অতিরিক্ত নির্মাণ করা হয়েছে। সেই অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখতেই এই তৎপরতা শুরু হয়। পুরসভার তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট বাড়িগুলির অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান , নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় শংসাপত্র এবং যদি কোনও অতিরিক্ত নির্মাণ হয়ে থাকে, তবে তার আইনি অনুমতির নথিপত্র অবিলম্বে জমা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়। জানা গেছে, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে এবং পরিমাপ করে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া হবে, তারপরই পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, এর আগেই ১৮৮ এ হরিশ মুখার্জি রোডে অবস্থিত অভিষেকের ‘শান্তিনিকেতন’ ভবনেও একই নিয়মে মাপজোক সারেন পুর আধিকারিকরা।

ফ্লোর টেস্ট হোক, কে কোথায় আছে দেখা যাবে: ঋতব্রত

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভায় বিরোধী দলের স্বীকৃতি, সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং তৃণমূলের প্রকৃত শক্তি নিয়ে রাজনৈতিক তরজা যখন তুঙ্গে, তখন সরাসরি ফ্লোর টেস্টের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, বাইরে বিবৃতি বা রাজনৈতিক প্রচারের বদলে বিধানসভার মেঝেতেই প্রমাণ হয়ে যাক কোন শিবিরে কতজন বিধায়ক রয়েছেন।

সোমবার সর্বদলীয় বৈঠক এবং বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ঋতব্রত বলেন, ‘ফ্লোর টেস্ট হয়ে যাক। ফ্লোর টেস্ট হলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। কোনদিকে কতজন আছেন, কোথায় ডবল ডিজিট আছে, কোথায় ডবল ডিজিটেরও কম আছে, সবটাই দেখা যাবে।’ তাঁর এই মন্তব্যকে রাজনৈতিক মহল সরাসরি বিজেপি এবং দলত্যাগী তৃণমূল বিধায়কদের উদ্দেশে ছোড়া চ্যালেঞ্জ হিসেবেই দেখছে। রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর থেকেই তৃণমূলের পরিষদীয় দলের প্রকৃত শক্তি নিয়ে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে। সেই আবহেই ঋতব্রতের দাবি, তৃণমূল পরিষদীয় দলের শক্তি এখনও ৬৫ বিধায়ক। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্পষ্ট বলেন, ‘আজকের দিন পর্যন্ত সংখ্যাটা ৬৫-ই রয়েছে।’

বিরোধী দলের মর্যাদা নিয়েও এদিন সরব হন তিনি। ঋতব্রতের অভিযোগ, গণতন্ত্রে বিরোধী কণ্ঠস্বরের যথাযথ মর্যাদা থাকা জরুরি। তবে একইসঙ্গে তিনি স্বীকার করেন, নতুন বিধানসভার প্রথম সর্বদলীয় বৈঠকে সব রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, যা ইতিবাচক পদক্ষেপ। সোমবারের বৈঠকে আইএসএফ, কংগ্রেস, সিপিএম-সহ বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ঋতব্রত জানান, তাঁরা ৩ জুনই বিধানসভা সচিবালয়ের পক্ষ থেকে বৈঠকের আমন্ত্রণপত্র পেয়েছিলেন। ফলে তৃণমূলকে ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যাওয়ার যে অভিযোগ উঠছে, তার কোনও ভিত্তি নেই বলেই ইঙ্গিত দেন তিনি।

তবে এদিনের সাংবাদিক বৈঠকের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অংশ ছিল বিধানসভার কার্যপ্রণালী নিয়ে তাঁর মন্তব্য। ঋতব্রতের দাবি, গত ১৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা দেশের মধ্যে সবচেয়ে কম কার্যদিবস চলেছে। তাঁর কথায়, ‘জাতীয় গড়েরও নীচে ছিল পশ্চিমবঙ্গ। এটা গণতন্ত্রের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।’ রাজ্যপালের ভাষণের ওপর ছ’ঘণ্টা এবং বাজেটের উপর দশ ঘণ্টা আলোচনা বরাদ্দ হওয়াকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, বিরোধীদের কথা বলার সুযোগ বাড়ানো জরুরি। কারণ, ‘হাউস বিলংস টু দ্য অপোজিশন’, এই নীতিতেই সংসদীয় গণতন্ত্র পরিচালিত হওয়া উচিত।

বিদ্রোহী বিধায়কদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই: কাকলি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়কদের সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক নেই। মঙ্গলবার সংসদ ভবন চত্বরে এই কথা স্পষ্ট করলেন বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার। একই সঙ্গে তিনি জানান, ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এনসিপিআই) তৃণমূলের বিদ্রোহী লোকসভা সাংসদদের দলে নিতে সম্মত হয়েছে। ১৬ জুন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কাকলি বলেন, ‘তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁরা একটি আলাদা গোষ্ঠী। তাদের বিষয় ও কর্মসূচি ভিন্ন।’

উল্লেখ্য, বিধানসভায় প্রথমে বালিগঞ্জের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে পরিষদীয় দলনেতা করা হয়। পরে সই জালিয়াতির অভিযোগ ওঠে। এরপর ৫৮ জন তৃণমূল বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরিষদীয় দলনেতা বেছে নেন। অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এখনও পর্যন্ত তারা নির্বাচন কমিশনে নিজেদের ‘আসল তৃণমূল’ বলে দাবি জানায় নি।

প্রথম অধিবেশনেই ‘নতুন সংস্কৃতি’র বার্তা, সর্বদল বৈঠকে অনুপস্থিত মমতা-ঘনিষ্ঠ শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম বিধানসভা অধিবেশন শুরু হতে চলেছে আগামী ১৮ জুন। তার আগে সোমবার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসুর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হল সর্বদলীয় বৈঠক এবং কার্য উপদেষ্টা কমিটির (বিএসি) বৈঠক। তবে অধিবেশন শুরুর আগেই রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে এল বিরোধী শিবিরের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন।

বিধানসভা সূত্রে খবর, বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের সদস্যরা। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন আইএসএফ, সিপিএম, কংগ্রেস এবং আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিনিধিরা। কিন্তু শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, কুণাল ঘোষ-সহ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-ঘনিষ্ঠ বিধায়কদের বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে।

বৈঠক শেষে পরিষদীয় মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ দাবি করেন, নতুন সরকার বিধানসভায় এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে চায়, যেখানে বিরোধীদের বক্তব্য রাখার পূর্ণ সুযোগ থাকবে। তাঁর কথায়, ‘বিধানসভা গণতান্ত্রিক বিতর্কের জায়গা। অতীতে বিরোধীদের কণ্ঠস্বর রোধ করার যে অভিযোগ ছিল, আমরা সেই সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে চাই।’

আইএসএফ প্রসঙ্গও তুলে ধরেন তিনি। শঙ্করের দাবি, পূর্ববর্তী বিধানসভায় আইএসএফের নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও দলটিকে সর্বদলীয় বৈঠকে ডাকা হতো না। এবার সব দলের প্রতিনিধিদের ডেকে তাঁদের বক্তব্য শোনা হয়েছে। কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে অধিবেশনের প্রাথমিক সূচিও চূড়ান্ত হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ১৮ জুন সকাল ১১টায় রাজ্যপালের ভাষণের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হবে। ১৯ জুন শোকপ্রস্তাব গ্রহণের পর ২২ জুন বিধানসভায় বাজেট পেশ করা হবে। ২৩ জুন রাজ্যপালের ভাষণের উপর ছয় ঘণ্টার আলোচনা হবে। ২৪ এবং ২৫ জুন দু’দিন মিলিয়ে বাজেটের উপর মোট দশ ঘণ্টা আলোচনা নির্ধারিত হয়েছে। পরিষদীয় মন্ত্রীর বক্তব্যে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে এই সময় বরাদ্দের বিষয়টি। তাঁর দাবি, অতীতে রাজ্যপালের ভাষণের ওপর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা কার্যত হতো না। এবার ছ’ ঘণ্টা আলোচনা এবং বাজেটের উপর দশ ঘণ্টা বিতর্কের সুযোগ রেখে সরকার বিরোধীদের মতামত প্রকাশের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত করতে চাইছে। তবে জুনের শেষ সপ্তাহে ধারাবাহিক ছুটি এবং কয়েকটি ধর্মীয় কর্মসূচির কারণে অধিবেশন সাময়িকভাবে মুলতুবি থাকবে। দ্বিতীয় পর্ব শুরু হবে ৬ জুলাই থেকে। সেই পর্যায়ের আলোচ্যসূচি পরে বিএসি বৈঠকে নির্ধারিত হবে বলে জানিয়েছেন শঙ্কর ঘোষ। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, প্রথম অধিবেশনকে বিজেপি সরকার কেবল প্রশাসনিক আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে দেখছে না।

এবার কলকাতায় ‘পিএম একতা মল’

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে সরকার বদলের পর এবার কেন্দ্রীয় প্রকল্প ‘পিএম একতা মলে’র দীর্ঘদিনের জট কাটল। আগের সরকারের আমলে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের জেরে এই প্রকল্প বিশ বাঁও জলে চলে গিয়েছিল। বর্তমান প্রশাসন কাজ শুরুর জন্য ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছে।

এই বিপণন কেন্দ্র গড়তে জমি দেবে রাজ্য, কেন্দ্রীয় সরকার নিজের অর্থে নির্মাণের পুরো খরচ বহন করবে। যদিও তৃণমূল সরকার এই প্রকল্পে কোনও সাড়া দেয়নি। সরকার বদলের পর সেই অচলাবস্থা কেটেছে। সব ঠিক থাকলে কলকাতায় এক ছাদের তলায় বাংলার ৩৩টি জিআই পণ্য ও হস্তশিল্পের বিশাল কেন্দ্র তৈরি করা হবে। নবান্ন সূত্রে খবর, ইএম বাইপাসের রুবি হাসপাতালের কাছে জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। সরকারি এক আধিকারিক জানান, ‘আমরা দ্রুত এগোচ্ছি। এখানে বাংলার সব জিআই পণ্য ও ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প পাওয়া যাবে। অন্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোকেও চিঠি দেব। তারা চাইলে এখানে নিজেদের পণ্যের স্টল তৈরী করতে পারবে।’

প্রশাসনিক স্তরে এই মলের নকশা এবং আনুষঙ্গিক রূপরেখা নিয়ে কাজও বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যেই একটি বিশদ প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি করে দিল্লিতে পাঠানো হয়েছে। এই প্রশাসনিক পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে নবান্নের ওই আধিকারিক আরও বলেন, ‘আমরা ইতিমধ্যেই একটি ডিটেইলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট বা ডিপিআর পাঠিয়েছিলাম । ডিপার্টমেন্ট ফর প্রোমোশন অফ ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইন্টারনাল ট্রেড বা ডিপিআইআইটি তা খতিয়ে দেখে কিছু বিষয়ে স্পষ্টীকরণ চেয়েছে । এর পাশাপাশি গোটা প্রকল্পটিতে ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’

> বাংলার জিআই পণ্যের তালিকায় রয়েছে রসগোল্লা, সীতাভোগ, মিহিদানা, জয়নগরের মোয়া, নলেন গুড়ের সন্দেশ, কামারপুকুরের সাদা বোঁদে, মুর্শিদাবাদের ছানাবড়া, দার্জিলিং চা, সুন্দরবনের মধু। কৃষিপণ্যের মধ্যে আছে গোবিন্দভোগ, তুলাইপাঞ্জি, রাঁধুনিপাগল, কালো নুনিয়া চাল ও বারুইপুরের পেয়ারা। বস্ত্র ও হস্তশিল্পে থাকছে বালুচরী, ধনিয়াখালি, গরদ, কোরিয়াল, টাঙ্গাইল, বাংলার মসলিন, বাঁকুড়ার টেরাকোটা, পটচিত্র, পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশ, কুশমণ্ডির কাঠের মুখোশ ও ডোকরা শিল্প।

লোগো ব্যবহার করার পরামর্শও দিয়েছে তারা । ডিপিআইআইটি যে বিষয়গুলির উপর স্পষ্টীকরণ চেয়েছে, তা যুক্ত করে আমরা খুব শীঘ্রই একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তাদের কাছে পাঠিয়ে দেব।’

২০২৩-২৪ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে দেশের প্রতিটি রাজ্যে ‘ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট, ওয়ান প্রোডাক্ট’, জিআই সামগ্রী ও হস্তশিল্পের প্রচারে একতা মল তৈরির ঘোষণা হয়। অর্থ মন্ত্রকের ‘স্কিম ফর স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্স টু স্টেটস ফর ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট ২০২৩-২৪’-এর অধীনে মোট ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। ডিপিআইআইটি-র সুপারিশে ২৭টি রাজ্যের ডিপিআর অনুমোদন পেয়েছিল। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হবে বাংলা।

বাংলার জিআই পণ্যের তালিকায় রয়েছে রসগোল্লা, সীতাভোগ, মিহিদানা, জয়নগরের মোয়া, নলেন গুড়ের সন্দেশ, কামারপুকুরের সাদা বোঁদে, মুর্শিদাবাদের ছানাবড়া, দার্জিলিং চা, সুন্দরবনের মধু। কৃষিপণ্যের মধ্যে আছে গোবিন্দভোগ, তুলাইপাঞ্জি, রাঁধুনিপাগল, কালো নুনিয়া চাল ও বারুইপুরের পেয়ারা। বস্ত্র ও হস্তশিল্পে থাকছে বালুচরী, ধনিয়াখালি, গরদ, কোরিয়াল, টাঙ্গাইল, বাংলার মসলিন, বাঁকুড়ার টেরাকোটা, পটচিত্র, পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশ, কুশমণ্ডির কাঠের মুখোশ ও ডোকরা শিল্প।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সরকারি উদ্যোগে তৈরি এই মল বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি ও প্রান্তিক শিল্পীদের নতুন দিশা দেবে। দেশ-বিদেশের ক্রেতার কাছে পৌঁছবে বাংলার ঐতিহ্য।

দু’ঘণ্টার নোটিসে অভিষেককে তলব, দুই গোষ্ঠীর বক্তব্যই শুনবেন স্পিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: নয়াদিল্লিতে তৃণমূলের সংসদীয় দলের ভাঙন ঘিরে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে নতুন মাত্রা যোগ করল লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার পদক্ষেপ। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জিকে মাত্র দু’ঘণ্টার নোটিশে দিল্লিতে তলব করা হলেও তিনি হাজিরা দিতে পারেননি, কারণ সেই সময় কলকাতার সিজিও কমপ্লেক্সে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি ছিলেন।

লোকসভা সূত্রের খবর, সোমবার দুপুরে স্পিকারের দপ্তর থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ই-মেল করে বিকেল ৪টায় উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও তিনি তখন তদন্তের কাজে ব্যস্ত থাকায় দিল্লি পৌঁছনো সম্ভব ছিল না। বিষয়টি স্পিকারের দপ্তরকে জানান তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ। এরপরে তিনি নিজে স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দলের অবস্থান তুলে ধরেন।

অপরদিকে, তৃণমূলের ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদ ইতিমধ্যেই স্পিকারের কাছে পৃথক আবেদন জমা দিয়েছেন। তাঁদের দাবি, তাঁরা ত্রিপুরাভিত্তিক ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনশিপ পার্টি অফ ইন্ডিয়ার (এনসিপিআই) সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছেন। বিদ্রোহী শিবিরের নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ২০ জন সাংসদের স্বাক্ষরিত চিঠি স্পিকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে সেই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। এই পরিস্থিতিতে সোমবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পিকারকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তৃণমূলের কোনও পৃথক গোষ্ঠীকে স্বীকৃতি দেওয়ার আগে দলের আনুষ্ঠানিক নেতৃত্বের বক্তব্য শোনা হোক। একই দাবি জানিয়েছেন তৃণমূলপন্থী সাংসদরাও। তাঁদের বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চের বিভিন্ন রায় অনুযায়ী কোনও রাজনৈতিক দলের সংসদীয় শাখা এভাবে ভেঙে পৃথক স্বীকৃতি পেতে পারে না। ফলে এখন স্পষ্ট যে স্পিকার ওম বিড়লা একতরফা সিদ্ধান্ত না নিয়ে তৃণমূলের দুই পক্ষেরই বক্তব্য শুনে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে চাইছেন। বিদ্রোহী সাংসদদের এনসিপিআই-তে যোগদান করা, দলীয় প্রতীকের দাবি এবং সংসদে স্বীকৃতি, এই সমস্ত প্রশ্নে শেষ পর্যন্ত স্পিকারের সিদ্ধান্ত ও সম্ভাব্য আইনি লড়াইয়ের দিকেই নজর রাখছে রাজনৈতিক মহল।

সম্পাদকীয়

শুধু সরকারের ঘরে দায় ঠেললেই হবে না, আয় বাড়ানোর রাস্তা খুঁজতে হবে বেসরকারি পরিবহণ শিল্পকেও

রাজ্যে এরই মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছে সরকারি বাসে মহিলাদের বিনা ভাড়ায় যাতায়াত। এর ফলে একদিকে যেমন স্কুল, কলেজ পড়ুয়া মেয়েরা একটু স্বস্তি পেয়েছেন, পাশাপাশি নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণির মহিলারাও দারুন ভাবে উপকৃত হয়েছেন। লোকাল ছাড়াও দূরপাল্লার বাসেও মিলছে ছাড়। এর জেরে সরকারি বাসে বাড়ছে ভিড়। যাত্রী কমছে বেসরকারি বাসে। যা কিছুটা বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে বেসরকারি পরিবহণ শিল্পকে। বেসরকারি বাস মালিকদের অভিযোগ, এই নতুন নিয়মের যাঁতাকলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তারা। বাস মালিক সংগঠনের দাবি প্রতিদিনই গাড়ি পিছু ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা আয় কমেছে। একে তো ক্রমবর্ধমান জ্বালানির দাম, তার ওপর যদি আয় কমে যায় তাহলে বেসরকারি পরিবহন শিল্পের ভবিষ্যৎ কি, প্রশ্ন তুলছেন তারা। তাদের দাবি, দুই ব্যবস্থার মধ্যে একটি ভারসাম্য আনতে হবে। এই দাবি নিয়ে এরই মধ্যে পরিবহন মন্ত্রীর দ্বারস্থও হয়েছেন তারা। তারা বলছেন, মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াত থাক, কিন্তু তাদের দিকটাও দেখুক সরকার। তবে সেটা কীভাবে সম্ভব, এই নিয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব তাদের তরফে আসেনি। এটা সত্যি কথা, আমাদের মতো রাজ্যে পরিবহণ ব্যবস্থার সিংহভাগই বেসরকারি হাতে রয়েছে। আজ বেশিরভাগ মানুষই এর ওপর নির্ভরশীল। তাই সরকারি পরিবহণের পাশাপাশি বেসরকারি পরিবহণকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে, অন্তত সুষ্ঠু পরিষেবার স্বার্থে। তাই তাদের বক্তব্য একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সরকারকে তাদের কথাও শুনতে হবে। সত্যিই কোনও সমস্যা থাকলে সেটা, মেটাতে হবে। দু'টি ব্যবস্থাই যাতে সমান্তরাল ভাবে চলে সেই চেষ্টাই করতে হবে। তাতেই আখেরে লাভ। বেসরকারি বাসমালিকদেরও আয় বাড়ানোর বিকল্প রাস্তা খুঁজতে হবে। সবটাই সরকারের ঘাড়ে ঠেলে দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। সরকার তো আছেই, তাদেরও রাস্তা খুঁজতে হবে। পূর্বতন সরকারের আমলে পরিবহণ দফতরটাই কার্যত অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছিল। রাজ্যে এখন পালাবদল হয়েছে। নতুন সরকার এসেছে। বাসমালিকদেরও খোলা মনে এগিয়ে আসতে হবে। দু'পক্ষের আলোচনাতেই বেরোবে কোনও রাস্তা। যে পথে মসৃণ ভাবে চলবে পরিবহণ শিল্প, উপকৃত হবেন আম জনতা।

শব্দছক ১৯১

রবি দাস

১		২	■	৩		৪	■
	■	৫			■	৬	৭
৮	৯		■	১০	১১	■	
■		■	১২			১৩	
১৪		১৫			■		■
	■	১৬		■	১৭		১৮
১৯	২০	■	২১			■	
■	২২			■	২৩		

পাশাপাশি: ১. বিগত ৩. অনুনয় ৫. নৌকার ছোট দাঁড় ৬. মূর্খ ৮. অতি সাধারণা ১০. পৃথিবী ১২. ভিন্ন ভাষায় সহযাত্রী ১৪. কথা কাটাকাটি ১৬. জল বা বায়ুর ওপর ভর করে থাকা ১৭. সোচ্চার ১৯. শ্রীরামের পুত্র ২১. মধুর অস্ফুট ধ্বনি ২২. পশু হননকারী মাংস বিক্রেতা ২৩. চিরজাতীয় গাছের নির্যাসে প্রস্তুত তেল

ওপর-নিচ: ১. কুঁড়ে ২. সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্র ৩. বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন ৪. বাণ ৭. পরিভ্রমণ ৯. ধোপা ১১. কার্তিকী পূর্ণিমায় গোপিনীসহ কৃষ্ণের নৃত্যোৎসব ১২. চোখে ধাঁধা দিয়ে জিনিষের চক্ষুদান ১৩. মুসলমান সন্ন্যাসী ১৪. বৃষ্টি ১৫. ছুটা ১৭. সলতে ১৮. পোষাক-আশাক ২০. সাদা রঙের পক্ষী

সমাধান ১৯০ — পাশাপাশি: ১. নিদ্রা ২. সাকিন ৫. সত্যতা ৬. হল ৭. কাশি ৯. ব্যবহারিক ১১. লবণাক্ত ১৩. কারবার ১৬. কবিকল্পনা ১৮. রসো ১৯. মত্ত ২০. কার্য ২১. অশনি ২১. বর্ণ

ওপর-নিচ: ১. নিশিকাল ২. সত্য ব্যক্ত ৩. কিতাব ৪. হালকা ৬. হরি ৮. শিব ১০. হাঙর ১২. নাশক ১০. কানাকানি ১৪. বার ১৫. রসোত্তীর্ণ ১৬. কমল ১৭. বিত্ত

আজকের দিন

■ **১৮৮৫** — ২১৪টি বাক্সে প্যাক করা অবস্থায় স্ট্যাচু অফ লিবার্টি ফ্রান্স থেকে নিউ ইয়র্ক বন্দরে এসে পৌঁছায়।

■ **১৯৪৪** — আইসল্যান্ড আনুষ্ঠানিকভাবে ডেনমার্কের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

■ **১৯৭২** — ওয়াটারগেট কমপ্লেক্সে অনুপ্রবেশের অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জন্মদিন

১৯২০ *বিশিষ্ট উর্দু কবি ও গীতিকার মজরু সুলতানপুরীর জন্মদিন।*

১৯৩০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অনুপকুমারের জন্মদিন।*

১৯৭৩ *বিশিষ্ট লন টেনিস খেলোয়াড় লিয়েন্ডার পেজের জন্মদিন।*

লিয়েন্ডার পেজ

অবসরের বয়স ৫৫ বছর বাধ্যতামূলক করা হোক

শুভজিৎ বসাক

বর্তমান ভারতে বেকারত্ব নিরসন এবং মজবুত সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সবচেয়ে বড় জাতীয় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ হিসেবে ভারতের প্রধান শক্তি তার বিশাল তরুণ সমাজ, যাকে অর্থনীতিবিদরা 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' বা জনমিতিক লভ্যাংশ বলে অভিহিত করেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে যুব বেকারত্ব আজ এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক সূচকগুলো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ নির্দেশ করছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে সরকারি কর্মচারীদের অবসরের সাধারণ বয়স ৬০ বছর, নার্সদের ৬২ এবং চিকিৎসকদের ৬৫ বছর। দেশের সামগ্রিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং যুবসমাজের ভবিষ্যতের স্বার্থে এই নীতিতে আমূল পরিবর্তন আনা জরুরি। সব স্তরে অবসরের বাধ্যতামূলক বয়সসীমা কমিয়ে ৫৫ বছর করা আধুনিক ও ভবিষ্যত ভারতের লক্ষ্যমাত্রা হোক।

আইএমএফ-এর 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক' ডেটা বিশ্লেষণ করলে উঠে আসে, ভারতের প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৫ শতাংশের আশেপাশে অবস্থান করছে। দেশের জিডিপি বর্তমান মূল্যে ৪.১৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার স্পর্শ করেছে। আবার ক্রয়ক্ষমতার সমতার (PPP) ভিত্তিতে ভারতের জিডিপি প্রায় ১৮.৯ ট্রিলিয়ন আন্তর্জাতিক ডলারে পৌঁছেছে, যা বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের অবদানকে ৮.৪৯ শতাংশে উন্নীত করেছে। কিন্তু এই পরিশীলিত প্রবৃদ্ধির সমান্তরালে দেশের বেকারত্বের হার একটি বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইএমএফ ও ভারতের নিজস্ব পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সাধারণ বেকারত্বের হার প্রায় ৪.৯ শতাংশ দেখানো হলেও, ১৫-২৯ বছর বয়সীদের মধ্যে যুব বেকারত্বের প্রকৃত হার অত্যন্ত আশঙ্কাজনক; যা প্রায় ১৬-১৮ শতাংশের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে। কেন্দ্রীয় নীতিতে যদি অবসরের বয়স ৬০ থেকে কমিয়ে ৫৫ বছর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তবে এক ধাক্কায় সারা দেশে বিভিন্ন রাজ্যে সরকারি ও আধা-সরকারি খাতে প্রায় ১৫-২০ লক্ষ স্থায়ী শূন্যপদ তৈরি হবে। যুবশক্তিকে যদি এই পদগুলোতে অবিলম্বে সুযোগ দেওয়া না হয়, তবে দেশের এই বিপুল তরুণ জনসংখ্যা আগামী দিনে অর্থনৈতিক বোঝায় পরিণত হবে।

এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুধাবন করা প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে যুবসমাজকে প্রায়শই ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির শিল্প বা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মতো সীমিত পরিসরে মনোনিবেশ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু আধুনিক যুগের তরুণদের স্বপ্ন, আকাঙ্খা ও মেধা অত্যন্ত বৃহৎ এবং বিশ্বমানের। তারা কেবল জীবনধারণের জন্য ছোটখাটো উদ্যোগে আটকে থাকতে চায় না; বরং তারা চায় একটি পরিশীলিত, সুশৃঙ্খল এবং স্থায়ী পেশাদার পরিবেশ, যেখানে তারা তাদের মেধার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে। যুবশক্তির এই বৃহৎ স্বপ্নকে যদি রাষ্ট্রীয় চালিকাশক্তির সাথে যুক্ত করা না যায়, তবে মেধা পাচার বা ব্রেন ড্রেনের মতো সমস্যা দেশকে আরও দুর্বল করে দেবে। তরুণদের এই বৃহৎ আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদা দিয়ে তাদের সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে স্থায়ীভাবে সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় যুক্ত করা হলে, তার সুফল দীর্ঘমেয়াদে ভারতকেই উপকৃত করবে। তরতাজা যুবশক্তির হাত ধরে প্রতিটি সরকারি দপ্তরে আসবে আধুনিকতার ছোঁয়া, কাজের গতি এবং সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা।

বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও ৫৫ বছরের পর বাধ্যতামূলক অবসরের যৌক্তিকতা অত্যন্ত বলিষ্ঠ। মানুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে 'অর্গানিক ডিক্লাইন' বা শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতার প্রাকৃতিক অবক্ষয় শুরু হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, ৫০ বছরের পর থেকে মানুষের শরীরে বিপাকীয় হার বা মেটাবলিজম কমতে থাকে, যার ফলে ক্লান্তি আসে দ্রুত। কোষের পুনরুৎপাদন ক্ষমতা কমে যাওয়ায় রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা এবং শারীরিক স্ট্যামিনাও হ্রাস পায়। একই সাথে, মস্তিষ্কের 'নিউরাল প্লাস্টিসিটি' (নতুন তথ্য শেখা ও দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা) এবং 'কগনিটিভ প্রসেসিং স্পিড' বা জ্ঞানীয় প্রক্রিয়াকরণের গতি এই বয়সের পর স্বাভাবিকভাবেই ধীর হয়ে যায়। আইএমএফ-এর 'এআই প্রিপেয়ার্ডনেস ইনডেক্স'-এ ভারতের স্কোর বর্তমানে ০.৪৯, যা নির্দেশ করে যে দেশ দ্রুত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাল রূপান্তরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক কর্মক্ষেত্র এখন সম্পূর্ণ প্রযুক্তি-নির্ভর ও দ্রুত পরিবর্তনশীল। তরুণ প্রজন্মের মস্তিষ্ক যেখানে নতুন প্রযুক্তি, ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনার সাথে দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে পারে, সেখানে ৫০ ঊর্ধ্ব কর্মীদের পক্ষে এই গতি বজায় রাখা জৈবিকভাবেই কঠিন। অভিজ্ঞতার একটা নিজস্ব মূল্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আধুনিক গতিশীল কর্মক্ষেত্রে শারীরিক সক্ষমতা এবং নতুনকে গ্রহণ করার উদ্দীপনা তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এই জাতীয় নীতিকে সফল করতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য অর্থনীতির পরিসর থেকে একটি ইতিবাচক ও সুরক্ষিত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। কর্মীরা যাতে ৫৫ বছর বয়সে অবসর নিতে ভয় না পান, সেজন্য তাঁদের প্রভিডেন্ট ফান্ড (PF), গ্র্যাচিউটি এবং পেনশনের সম্পূর্ণ অর্থ অবসরের সাথে সাথেই তাঁদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আইএমএফ-এর ডেটা অনুযায়ী, ভারতের সাধারণ সরকারি ব্যয় জিডিপি-র প্রায় ২৮.৩৮ শতাংশ এবং রাজস্ব আয় ২০.৪৮ শতাংশ, যার ফলে রাজকোষ ঘাটতি জিডিপি-র ৭.৪ শতাংশের কাছাকাছি থাকে। গাণিতিক হিসেব বলে, একজন প্রবীণ কর্মীর উচ্চ বেতন স্কেলের বিপরীতে দু'জন তরুণ কর্মীকে প্রাথমিক স্কেলে স্থায়ী পদে নিয়োগ করা সম্ভব। এর ফলে সরকারের ওপর অতিরিক্ত বেতনের আর্থিক বা রাজকোষীয় বোঝা একেবারেই বাড়বে না। উল্টো স্থায়ী চাকরির নিশ্চয়তা যুবসমাজের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, যা তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে। তাছাড়া, অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা এই বয়সে এককালীন মোটা অঙ্কের অর্থ হাতে পেলে তা সঞ্চয় বা বিভিন্ন উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করতে পারবেন। এটি বাজার অর্থনীতিতে অর্থের বিনিয়োগ বাড়িয়ে অর্থনৈতিক চক্রকে আরও সচল করবে, কারণ স্থায়ী আয়ের তরুণ সমাজ বাজারে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ ও কেনাকাটায় সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও এই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আজ ভারতের রাজনীতিতে যুবসমাজের স্থায়ী কর্মসংস্থানের দাবি সবচেয়ে বড় জাতীয় ইস্যু। কেন্দ্রীয় পরিসরে গঠনমূলক ভাবনার প্রেক্ষিতে সামগ্রিক বিষয়টিকে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরা গেলে, তবে তা দেশের কোটি কোটি যুবকের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করবে তা বলাইবাহুল্য। নতুন যুবসম্প্রদায় যখন প্রবীণদের স্থলাভিষিক্ত হবে, তখন তারা কাজের শুরুতে প্রবীণদের রেখে যাওয়া প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই দ্রুত অভিজ্ঞ হয়ে উঠবে। পরিশেষে বলা যায়, শুধু প্রথাগত অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে দেশের তরুণ, প্রতিভাবান ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী শক্তিকে বছরের পর বছর বসিয়ে রাখা একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। প্রবীণদের সম্মানজনক ও আর্থিকভাবে সুরক্ষিত অবসর দিয়ে, দেশের প্রতিটি রাজ্যের যুবশক্তিকে মূল স্থায়ী চালিকাশক্তিতে পরিণত করার এখনই উপযুক্ত সময়। অবসরের বয়স ৫৫ বছরে নামিয়ে আনার এই বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারই পারে ভারতকে বিশ্বমঞ্চে একটি সমৃদ্ধশালী, আধুনিক ও স্বনির্ভর রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে।

(মতামত: লেখকের ব্যক্তিগত)

যে পথে ইতিহাস হেঁটেছে

সময়ের ধুলোয় ঢাকা বাংলার এক জীবন্ত দলিল — 'অহল্যাবাই রোড'

বেবি চক্রবর্তী

সন্ধ্যা নেমেছে। পশ্চিম আকাশের শেষ আলোটুকু মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। গ্রামের কাঁচা উঠোনে মায়েরা সন্তানদের কোলে টেনে নিচ্ছেন। দূরে কোথাও শোনা যাচ্ছে শঙ্খধ্বনি, আবার কোথাও গৃহস্থের উঠোনে জ্বলছে প্রদীপ। কিন্তু সেই শান্ত সন্ধ্যার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে এক অদৃশ্য আতঙ্ক। কখন যে ধুলোর ঝড় তুলে ছুটে আসবে অশ্বারোহী বাহিনী, কখন আগুনে পুড়ে ছারখার হবে ফসলভরা মাঠ, কখন লুঠ হয়ে যাবে বছরের সঞ্চয়; তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। সেই ভয়, সেই অনিশ্চয়তা, সেই অন্ধকার সময়ের স্মৃতি আজও বেঁচে আছে বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় ছড়ার কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে;'খোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বর্গি এলো দেশে...'

এই কয়েকটি শব্দ শুধু একটি ঘুমপাড়ানি ছড়া নয়। এটি বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এক গভীর ক্ষতচিহ্ন। আর সেই ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে একটি প্রাচীন রাস্তা, যার বুক চিরে একসময় ছুটে এসেছিল বর্গিদের অশ্ববাহিনী, আবার সেই পথ ধরেই চলেছেন সাধু-সন্ন্যাসী, তীর্থযাত্রী, ব্যবসায়ী, সম্রাটের দূত ও ভিনদেশি পর্যটক। সেই পথের নাম; অহল্যাবাই রোড।

আজকের দিনে এই রাস্তা হয়তো সাধারণ মানুষের কাছে একটি পুরনো সড়ক মাত্র। কিন্তু ইতিহাসের চোখে এটি একটি চলমান মহাকাব্য। একটি রাস্তা, যার ওপর দিয়ে হেঁটে গেছে প্রায় এক হাজার বছরেরও বেশি সময়ের সভ্যতার পদচিহ্ন। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলি পেরিয়ে কলকাতার দিকে এগিয়ে চলা এই পথ যেন বাংলার অতীতের এক দীর্ঘ স্মৃতিসৌধ।

ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে জানা যায়, এই পথের শিকড় আরও গভীরে প্রোথিত। গবেষকদের মতে, প্রাচীন ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থলপথ 'উত্তরাপথ'-এর অংশ ছিল বর্তমানের অহল্যাবাই রোড। উত্তরাপথ ছিল সেই যুগের মহাসড়ক, যা উত্তর ভারতকে পূর্ব ভারতের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। রাজা-সম্রাট, সেনাবাহিনী, বণিক, ধর্মপ্রচারক; সকলেরই যাতায়াত ছিল এই পথ ধরে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, সপ্তম শতকে ভারতবর্ষ ভ্রমণে আসা বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বাংলায় প্রবেশের সময় যে পথ ব্যবহার করেছিলেন, তার সঙ্গে এই প্রাচীন সড়কের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ আজ যে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষ নিত্যদিনের জীবনযাপন করছেন, সেই পথের উপর দিয়েই একসময় হেঁটেছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্যটক ও ইতিহাসলেখক। ১৮৭৩-৭৪ সালে ব্রিটিশ প্রত্নতাত্ত্বিক জেডি বেগলার তাঁর বিখ্যাত 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে রিপোর্ট'-এ তৎকালীন মানভূম জেলার তিনটি প্রধান ঐতিহাসিক সড়কের উল্লেখ করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম ছিল এই পথ। সেই প্রতিবেদনে কলকাতা থেকে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত এই সড়কের গুরুত্বের কথা বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়।

তবে সাধারণ মানুষের কাছে এই রাস্তার পরিচিতি সবচেয়ে বেশি এসেছে মালব প্রদেশের কিংবদন্তি শাসক রানি অহল্যাবাই হোলকরের নামের মাধ্যমে। ভারতের ইতিহাসে জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য যাঁদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়, অহল্যাবাই তাঁদের অন্যতম।

জীবনের শুরু থেকেই তাঁকে মোকাবিলা করতে হয়েছে একের পর এক ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের। স্বামীকে হারিয়েছেন অল্প বয়সে। পরবর্তীকালে পুত্রবিয়োগের শোকও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি ভেঙে পড়েননি। ১৭৬৬ সালে মাত্র ৩১ বছর বয়সে শাসনভার গ্রহণ করে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এক অসাধারণ প্রশাসক হিসেবে।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মন্দির, ঘাট, ধর্মশালা, কূপ, রাস্তা ও জনকল্যাণমূলক নির্মাণকাজে তাঁর অবদান আজও বিস্ময় জাগায়। লোকগবেষক সুভাষ রায়ের মতে, বারাণসী থেকে কলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত এই গুরুত্বপূর্ণ পথের সংস্কার ও উন্নয়নের কাজও তিনি করেছিলেন। সেই কারণেই ধীরে ধীরে এই প্রাচীন সড়ক তাঁর নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে; অহল্যাবাই রোড।

আজকের মানচিত্রে এই রাস্তা বাঁকুড়া থেকে পুরুলিয়ার তালাজুড়ি, রঘুনাথপুর, দুবড়া, পাহাড়িগোড়া অতিক্রম করে ঝাড়খণ্ডের চাষ, চন্দনকিয়ারি ও বোকারো হয়ে সুদূর বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত। সরকারি নথিতে এর নাম রঘুনাথপুর-চাষ রোড হলেও ইতিহাসের কাছে এটি এখনও অহল্যাবাই রোড, এখনও উত্তরাপথের উত্তরসূরি।

এই পথের সবচেয়ে আলোচিত অধ্যায় শুরু হয় অষ্টাদশ শতকে। ১৭৪২ থেকে ১৭৫২ সালের মধ্যে মারাঠা বর্গিদের একের পর এক আক্রমণে বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ইতিহাসবিদদের মতে, পশ্চিম বাংলায় প্রবেশের জন্য তারা এই প্রাচীন পথকেই ব্যবহার করত। দ্রুতগতির ঘোড়সওয়ার বাহিনী মুহূর্তের মধ্যে গ্রামে ঢুকে পড়ত, লুঠপাট চালাত, অগ্নিসংযোগ করত এবং আবার এই পথ ধরেই অদৃশ্য হয়ে যেত।

আজও পুরুলিয়া বা বাঁকুড়ার এই রাস্তার ধারে দাঁড়ালে মনে হয়, ইতিহাস যেন বাতাসে ভেসে বেড়ায়। কল্পনায় যেন দেখা যায় ধুলোর ঝড় তুলে ছুটে চলেছে শত শত অশ্বারোহী। কোথাও আতঙ্কে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে গ্রাম, কোথাও জ্বলছে আগুন, কোথাও আবার প্রাণ বাঁচাতে ছুটছেন সাধারণ মানুষ।

কিন্তু এই পথ শুধু ধ্বংসের কাহিনি শোনায় না। একই সঙ্গে এটি মানুষের অদম্য যাত্রার ইতিহাসও বলে। ব্যবসায়ীদের কাফেলা, তীর্থযাত্রীদের পদযাত্রা, সাধু-সন্ন্যাসীদের ধর্মপ্রচার, কৃষকের বাজারমুখী যাত্রা; সবকিছুরই সাক্ষী এই রাস্তা।

আর সেই কারণেই অহল্যাবাই রোড কেবল একটি রাস্তার নাম নয়; এটি বাংলার ইতিহাস, সংস্কৃতি, বাণিজ্য, ধর্মীয় জীবন এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের এক জীবন্ত দলিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়েও যার বুকের ওপর জমে আছে অসংখ্য মানুষের পদচিহ্ন, অগণিত গল্প এবং সময়ের অনির্বাণ স্মৃতি।

কোট-আনকোট

না-খাবো, না-খেতে দেব, এই নীতিতেই রাজ্য সরকার চলবে

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অবৈধ দখল, জল চুরি ও ডেঙ্গু মোকাবিলায় কড়া নজরদারি

পাঁচ জেলার প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বর্ষা শুরু হতেই জল জমা, ডেঙ্গুর প্রকোপ, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা কিংবা সরকারি জমি দখল কোনও ক্ষেত্রেই আর গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। মঙ্গলবার দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে পাঁচ জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক থেকে এমনই কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল।

বৈঠক শেষে মন্ত্রী জানান, বর্ষার মরশুমে কোথাও যাতে জল জমে না থাকে, তার জন্য এলাকাভিত্তিক দায়িত্ব বণ্টন করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সরাসরি নজরদারিতে রাখা হবে। জলনিকাশি ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয় ও কার্যকর করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ল্যাম্পপোস্ট বা বিদ্যুৎ সংক্রান্ত ত্রুটির কারণে শর্ট সার্কিট ও দুর্ঘটনা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, 'বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কোনও প্রাণহানি যাতে না ঘটে, সেজন্য নির্দিষ্ট আধিকারিকদের দায়িত্ব নির্ধারণ করা হবে। ডেঙ্গু মোকাবিলাতেও কঠোর অবস্থান নিয়েছে রাজ্য সরকার।' তাঁর কথায়, 'ডেঙ্গুর কারণে একজন মানুষেরও মৃত্যু যেন না হয়, সেই লক্ষ্য নিয়েই প্রশাসনকে কাজ করতে হবে। এ জন্য নিকাশি নালা পরিষ্কার রাখা, জমা জল দ্রুত অপসারণ এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' এদিন বৈঠকে সরকারি জমি দখল, জল চুরি ও অন্যান্য নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। এসব ক্ষেত্রে কোনওরকম অনিয়ম বা অবহেলা ধরা পড়লে কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন মন্ত্রী। বর্ষাকালে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে।

আরামবাগকে জেলা করার দাবিতে জোর, চার বিজেপি বিধায়কের কাছে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ক্রমেই জোরালো হচ্ছে নতুন করে আরামবাগ জেলার দাবি। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে স্থানীয় ভাবে বিজেপি বিধায়করা আরামবাগকে জেলা করা হবে বলে নির্বাচনী প্রচারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বর্তমানে বিজেপি সরকারে আছে এবং আরামবাগ মহকুমার চারটি বিধানসভায় বিজেপি জয়লাভ করে। তাই আরামবাগ জেলা চাই পরিষদের সদস্যরা চার বিধায়কের কাছেই আবেদন জানান এবং ডেপুটেশন দেয়। পাশাপাশি বিডিও অফিস-সহ মহকুমা শাসকের অফিসে ইতিমধ্যেই আরামবাগ জেলার দাবিতে স্মারকলিপি জমা দিয়েছে ওই সংস্থা। আরামবাগের একাধিক এলাকাকে পৌরসভা করারও দাবি উঠেছে। তুলনা টানছেন শ্রীরামপুরের সঙ্গে। তুলে আনা হচ্ছে জনসংখ্যার তত্ত্বও। এদিকে আরামবাগ শহরের ভেতর দিয়ে দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও হাওড়া জেলার সঙ্গে সরাসরি সংযোগের জন্য রয়েছে সড়ক পথ। যোগাযোগ ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত। জেলার দাবি যাঁরা জোরালো করছেন তাঁদের দাবি, বর্তমানে আরামবাগ শহরের ভিতর দিয়ে চওড়া রাস্তা জেলা শহরের জন্য উপযুক্ত। আরামবাগে এমন কিছু সরকারি অফিস আছে যেখানে জেলার কাজগুলি সবই প্রায় হয়ে যায়। অর্থাৎ জেলা তৈরির জন্য পরিকাঠামোগত দিক থেকেও অনেকটা এগিয়ে রয়েছে আরামবাগ। এদিকে আরামবাগ মহকুমা থেকে জেলা সদর যেতে প্রায় তিন ঘণ্টা। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে চার ঘণ্টারও বেশি সময় লেগে যায়। এরফলে জেলার অন্য অংশের তুলনায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা বা উন্নয়নের স্বাভাবিক গতি পিছিয়ে পড়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন এলাকার অনেকেই।*এই বিষয়ে ওই সংস্থার সদস্য সন্দীপ ব্যানার্জী, রাকেশ মালিক, শতাব্দী ভট্টাচার্য, দিপক মোহন্ত, আজহার, চিন্ময় গাঙ্গুলি, সন্দীপ রায়-সহ অনেকই জানান, 'হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমাই একমাত্র মহকুমা যেখানে ৯৭ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। আর শ্রীরামপুর মহকুমার ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা মাত্র ২৭ শতাংশ। এদিকে শেষ বিধানসভার আগেই আরামবাগের মানুষকে বিজেপি কথা দিয়েছিল ক্ষমতায় আসলে আরামবাগ জেলা তৈরি হবে। তারা জয়লাভ করেছে। তাই সকল বিজেপি বিধায়ককে জানানো হয়েছে। ওনার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন।'

নাবালিকা গণধর্ষণ-কাণ্ডে উত্তাল দুর্গাপুর, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরের একটি হোটেলে নাবালিকা এক ছাত্রীর গণধর্ষণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকাজুড়ে তীব্র ক্ষোভের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় হোটেলের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয় দুর্গাপুর নাগরিক সমাজের সদস্যরা। তাঁদের মূল দাবি, অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট হোটেলটি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই হোটেলের ম্যানেজার, নির্যাতিতার এক বান্ধবী-সহ মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সোমবার সন্ধ্যায় হোটেলের সামনে জড়ো হয়ে প্রতিবাদে সরব হন নাগরিক সমাজের সদস্যরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, হোটেল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি বা সহযোগিতা ছাড়া এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে না। তাই শুধুমাত্র অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করলেই দায়িত্ব শেষ নয়, ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সকলের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বিক্ষোভকারীরা আরও দাবি করেন, নাবালিকার নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে দ্রুত এবং নিরপেক্ষ তদন্ত সম্পন্ন করতে হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রুখতে হোটেল ও লজগুলির উপর নজরদারি বাড়ানোরও দাবি তোলেন তাঁরা।

দাসপুরে জনকল্যাণ শিবিরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন সমাজ কল্যাণ দপ্তরের সচিব জগদীশ প্রসাদ মিনা।

চন্দ্রকোনা থানায় যোগ সপ্তাহ পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দ্রকোনা: আসন্ন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে সামনে রেখে পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা থানায় যোগা সপ্তাহ পালন করা হল। এই উপলক্ষে থানার আধিকারিক ও পুলিশ কর্মীরা একত্রিত হয়ে বিভিন্ন যোগাসন ও প্রাণায়াম অনুশীলনে অংশ নেন। কর্মব্যস্ত ও চাপপূর্ণ পেশাগত জীবনের মধ্যে শারীরিক সুস্থতা, মানসিক প্রশান্তি এবং কর্মক্ষমতা বজায় রাখার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। নিয়মিত যোগচর্চা শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার পাশাপাশি দায়িত্ব পালনে একাগ্রতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রকোনা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) পুরুষোত্তম পাণ্ডে-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীরা। সকলেই আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান।

রঘুনাথপুরের বুন্দলা সেতুর সামনে পূর্ত দপ্তরের যোগ দিবস পালন

উপস্থিত প্রতিমন্ত্রী নদিয়ার চাঁদ বাউড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত দফতরের উদ্যোগে মঙ্গলবার একটি বিশেষ যোগা আসনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়কের ধারে রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত নির্মীয়মাণ বুন্দলা সেতুর পাশে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন পূর্ত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা পাড়া বিধানসভার বিধায়ক নদীয়ার চাঁদ বাউড়ি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের একাধিক আধিকারিক ও কর্মচারীগণ। অনুষ্ঠানে প্রত্যেকেই অংশ গ্রহণ করেন। যোগ শিক্ষকদের মাধ্যমে সকলেই যোগা আসন করেন। প্রতিমন্ত্রী নদিয়ার চাঁদ বাউড়ি বলেন, 'শরীর ও মনকে সুস্থ রাখতে যোগ ব্যায়ামের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত যোগ চর্চা মানুষকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখতে সাহায্য করে। ভারতবর্ষ থেকে শুরু হওয়া যোগ আজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে।'

শিশু খুনের আসামিকে যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: মাত্র ১৪ মাস ১৩ দিনের মাথায় সাজা ঘোষণা। ১১ বছরের শিশু খুনের আসামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করলেন বসিরহাট কোর্টের ফাস্ট ট্রাক নং-২ এর বিচারক অর্ঘ্য ব্যানার্জি। বসিরহাটের মাটিয়া থানার গাঙআটি গ্রামের ঘটনা। ৪ এপ্রিল কয়েকজন বাচ্চারা খেলা করছিল। বচসা বাধে আসামী কামরুল জামানের মেয়ে ও ১১ বছরের শিশু আমিনুর জামানের মধ্যে। মেয়ের কান্নাকাটি দেখে কামরুল আগে-পিছু না ভেবে বাড়ি থেকে একটি ধারালো কুরুল নিয়ে এসে ১১ বছরের আমিনুর জামানকে একাধিক বার ঘাড়ে কোপ মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শিশু আমিনুরের। আমিনুরের বাবা হাসানুর জামান প্রতিবেশী কামরুল জামানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার সাজা ঘোষণা করেন বিচারক। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৫০ হাজার টাকা মৃত আমিনুর জামানের পরিবারকে দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারক।

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রেজিস্টার্ড ডাকে এ/ডি সহ প্রেরিত বন্টন ব্যর্থ হওয়ায় বিজ্ঞপ্তির দ্বারা অবগত করা হচ্ছে

রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২)
৮ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২সি,
জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/114/2025 **15.06.2026**

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
বনাম
শ্রী দিবাকর দাস

প্রতি
(সিডি ১) শ্রী দিবাকর দাস
পিতা শ্রী সুশান্ত দাস,
গ্রাম : বালিয়া, পো এবং থানা : চাকদহ, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪১২২২
(সিডি ২) মেসার্স দাস ট্রেডার্স
স্বত্বাধিকারী শ্রী দিবাকর দাস, গ্রাম : বালিয়া, পো এবং থানা : চাকদহ, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪১২২২
(সিডি ৩) শ্রী সুশান্ত দাস ওরফে সুশান্ত কুমার দাস,
গ্রাম : বালিয়া, পো এবং থানা : চাকদহ, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪১২২২
(সিডি ৪) শ্রীমতি উর্মিলা দাস,
স্বামী শ্রী সুশান্ত দাস ওরফে সুশান্ত কুমার দাস, গ্রাম : বালিয়া, পো এবং থানা : চাকদহ, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪১২২২

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, **ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২)** কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **ওএ/১৩৩১/২০১৪** অনুযায়ী পরিমাণ **৩৫৯২৬০০.০০ টাকা (পঁয়ত্রিশ লাখ বিরানব্বই হাজার ছশো টাকা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১২.৭৫ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **১০.০৮.২০১৪** থেকে সমুদয় শুল্ক **৩৮০০৫ (আটত্রিশ হাজার পাঁচ টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/সীমিত)।

২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।

৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **১৯.০৬.২০২৬** তারিখে সকাল **১০.৩০টায়** পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।

৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : **১৫.০৬.২০২৬**

স্বা/-
রিকভারি অফিসার I/II
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল নং ২
কলকাতা

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রেজিস্টার্ড ডাকে এ/ডি সহ প্রেরিত বন্টন ব্যর্থ হওয়ায় বিজ্ঞপ্তির দ্বারা অবগত করা হচ্ছে

রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩)
৯ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২সি,
জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/399/2024 **23.06.2025**

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
মেসার্স ইন্সমার্ট কমোডিটিজ প্রা. লি. এবং অন্যান্য

প্রতি
(সিডি ১) মেসার্স ইন্সমার্ট কমোডিটিজ প্রা লি, কর্পোরেট অফিস মার্কেন্টাইল বিল্ডিং, ৯/১, লাল বাজার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১।
আরও ঠিকানা : গুদাম : ১ ট্রান্সপোর্ট ডিপো রোড, কলকাতা-৭০০০৮৮।
(সিডি ২) সিদ্ধার্থ রায়
ডিরেক্টর, ২৯ মহানির্বান রোড, গড়িয়াহাট, কলকাতা- ৭০০০২৯।
(সিডি ৩) সঞ্জীব ঘোষাল
ডিরেক্টর বিজয়ভূমি বেহালা,পূর্ব ঠাকুরপুকুর, মহেশতলা, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা- ৭০০১০৪।
(সিডি ৪) মনোরঞ্জন রায়
২৪৭/সি, রাইপুরা রোড, বাঘাযতীন, থানা : যাদবপুর, কলকাতা- ৭০০০৯২।
আরও ঠিকানা : ১২, গভর্নমেন্ট প্লেস, কলকাতা - ৭০০০৬৯।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩) কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **টিএ/৯৮০/২০১৪** অনুযায়ী পরিমাণ **৩১০৪৪১৬৮.৩৬ টাকা (তিন কোটি দশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার একশ আটষট্টি টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১২ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক ২১.০৩.২০১১ থেকে সমুদয় শুল্ক ১৫০০০০ (এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) টাকা আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/ সীমিত)।

২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।

৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **১৬.১২.২০২৫** তারিখে সকাল **১১.৩০টায়** পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।

৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : **২৩.০৬.২০২৬**

স্বা/-
রিকভারি অফিসার I/II
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল নং ৩
কলকাতা

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং- ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪) [রুল-৮(১) দেখুন]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **৩১.০৮.২০২৪** তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক **ঋণগ্রহীতা শ্রী রাজেশ মুখার্জী এবং শ্রীমতি সোনালী মুখার্জী -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত পরিমাণ ৩৮,৭৪,৫৩৪.৯২ টাকা (আটত্রিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার পাঁচশো চৌত্রিশ টাকা এবং বিরানব্বই পয়সা)** উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, **১৬ ই জুন, ২০২৬ তারিখে।**
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **৩৮,৭৪,৫৩৪.৯২ টাকা** এবং তদুপরি সুদ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

জেলা- বাঁকুড়া, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস- শালতোড়া, মহকুমা- মেজিয়া, পোঃ এবং থানা- মেজিয়া, মৌজা- চুয়াবেড়িয়া, জেএল নং- ৩৪, এলআর খতিয়ান নং- ৯০৪, আরএস/এলআর প্লট নং- ২৫০-এ অবস্থিত উক্ত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যার পরিমাণ প্রায় ৭.৩৩ ডেসিমাল এবং সাথে মার্বেল মেঝেযুক্ত একটি দোতলা পাকা আবাসিক বাড়ি যার গ্রাউন্ড ফ্লোরে আচ্ছাদিত এলাকা ১১৫২ বর্গফুট এবং প্রথম ফ্লোরে আচ্ছাদিত এলাকা ১১২৫ বর্গফুট, অর্থাৎ মোট আচ্ছাদিত এলাকা ২২৫০ বর্গফুট, দলিল নং- **আই-০১০১০৩৮৫১/২০১৮ অনুযায়ী।**
সীমানা: উত্তরে- রহিম মণ্ডলের সম্পত্তি; দক্ষিণে- রাস্তা; পূর্বে- নন্দলাল মণ্ডলের সম্পত্তি; পশ্চিমে- রামকিঙ্কর মণ্ডলের সম্পত্তি।

তারিখ: ১৬.০৬.২০২৬, স্থান : আসানসোল — অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
৩য় এবং ৪র্থ তল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা - ৭০০০০১

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

ব্যাঙ্ক **এ/সি রাজু দণ্ডপাত** এর ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, একডালিয়া শাখা সম্পর্কিত জালিয়াতির পরীক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কার ডিলার কে এক কারণ দর্শানোর নোটিশ ইস্যুকরা হয়েছে ১৮.০৫.২০২৬ তারিখে। সংশ্লিষ্ট কার ডিলারের বিষয়ে ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগে তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে ব্যাঙ্কের সঙ্গে জালিয়াতির জবাবদিহির জন্য সুযোগ হিসেবে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাওয়ার ২১ দিনের মধ্যে। সংশ্লিষ্ট নোটিশগুলি রেজিস্টার্ড পোস্টে নথিভুক্ত ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। উক্ত কার ডিলারকে ইস্যু করা কারণ দর্শানোর নোটিশ অবন্টিত অবস্থায় ডাক বিভাগের তরফে অবন্টিত মন্তব্য সহ ফেরত এসেছে। যে ঠিকানায় পাঠানো হয়েছিল তার বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

নাম	পদাধিকার	ঠিকানা
মেসার্স অটোস্টিক্স	(সাব ডিলার/ডিএসএ -মুকেশ হুন্ডাই-অনুমোদিত ডিলার -হুন্ডাই মোটরস)	২য়তল, ৮৪, কালিকাপুর রোড, কলকাতা - ৭০০০৯৯

সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি মারফত ব্যাঙ্ক উক্ত কার ডিলার কে অবিলম্বে অনুরোধ করছে আমাদের ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক একডালিয়া শাখা, (ঠিকানা : ১৪/৭, গড়িয়াহাট রোড, গড়িয়াহাট,কলকাতা, পব- ৭০০০১৯ শাখা ম্যানেজার-শ্রী জিনাগা গিরি, (মো : ৭৯৮০০৫১৮৪৮) কে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নোটিশ সংগ্রহ করতে এবং নোটিশ সংগ্রহের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে জবাব দিতে। কোনও কারণে নোটিশ সংগ্রহের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে আমরা কোনও জবাব না পেলে বা নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নোটিশ সংগ্রহ করা না হলে তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের কোনও জবাব দাখিলের কিছু নেই বলে গণ্য করা হবে এবং ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

তারিখ : ১৬.০৬.২০২৬ — স্বা/-
স্থান : কলকাতা একডালিয়া শাখা — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

এসবিআই এইচএলসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পো - ব্যারাকপুর, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর) কলকাতা - ৭০০১২০
ইমেল আইডি - sbi.64076@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c Nos.: 40897693903 (HBL) & 40929183810 (Suraksha)

যেহেতু
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি ব্যারাকপুর নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর (২০০২ এর ৫৪) রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ০৬.০৪.২০২৬ **তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতী কেয়া মন্ডল মল্লিক স্বামী শ্রী সান্তনু মন্ডল এবং শ্রী সান্তনু মন্ডল পিতা শ্রী অশ্বিনী কুমার মন্ডল উভয়ের ঠিকানা : "বঙ্কিম ভবন", ফ্ল্যাট নং ১/ডি, ২য় তল, পানিহাটি পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ৪৮, আর এন টেগোর রোড, পো - সোদপুর, থানা - খড়দা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১১০, অন্য ঠিকানা - নাগারুখরা, ঠাকুরতলাপাড়া, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৫৬** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩০,১৯,৯৯৬.০০ টাকা (তিরিশ লাখ উনিশ হাজার নশো ছিয়ানব্বই টাকা) টাকা ০৬.০৪.২০২৬ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং/বা জামিনদাতা(গণ) উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং/বা জামিনদাতা(গণ) এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৬ জুন ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং/বা জামিনদাতা(গণ)কে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি ব্যারাকপুর** নিকট বকেয়া **৩০,১৯,৯৯৬.০০ টাকা (তিরিশ লাখ উনিশ হাজার নশো ছিয়ানব্বই টাকা) টাকা ০৬.০৪.২০২৬ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং/বা জামিনদাতা(গণ) এর অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং **১/ডি,** ২য়তল, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ সহ **৯৭০ বর্গফুট** কমবেশি জি-৪ তলা ভবনে নাম **"বঙ্কিম ভবন"**, জমির পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি **৫ কাঠা ৯ ছটাক ৯.২ বর্গফুট** অবস্থিত মৌজা পানিহাটি, জেএল নং ১০, আরএস নং ৩২, তৌজি নং ১৭২, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৪২৭/১৭৯২, আরএস খতিয়ান নং ১৮৩৬, এলআর খতিয়ান নং ৫১৭, পানিহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ১০ অধীন, হোল্ডিং নং ৪৮, রবীন্দ্র নাথ টেগোর রোড,পো : সোদপুর, থানা : খড়দহ, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১১০ **দলিল নং ১৫০১০৪৮৬৩, বুক নং ১, ভলুম নং ১৫০১-২০২২, পৃষ্ঠা ২২৫৬৬৪ থেকে ২২৫৭০৮ -২০২২ সালের এডিএসআরও সোদপুর।**
সম্পত্তি শ্রী সান্তনু মন্ডল, পিতা শ্রী অশ্বিনী কুমার মন্ডল এবং **শ্রীমতি কেয়া মন্ডল মল্লিক** স্বামী শ্রী সান্তনু মন্ডল এর নামে।
চৌহদ্দি : উত্তরে ২৫ ফুট চওড়া রবীন্দ্র নাথ টেগোর রোড। **দক্ষিণে :** যতীন্দ্র মাধব মুখার্জির ভবন। **পূর্বে :** রানি কুঠীর আবাসন। **পশ্চিমে :** ১৫ ফুট চওড়া তুষার শূর লেন।

তারিখ : ১৬.০৬.২০২৬ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : সোদপুর — **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া**

ফর্ম জি
পশ্চিমবঙ্গে কৃষি, পরিবহন এবং লজিস্টিক্সে পরিচালনাকারী
জলঢাকা কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড
-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণ
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া) প্রবিধান, ২০১৬ -এর ৩৬এ প্রবিধানের উপ-প্রবিধান (১)-এর অধীনে)

প্রাসঙ্গিক বিবরণ

১.	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম সহ প্যান এবং সিআইএন/এলএলপি নং	মেসার্স জলঢাকা কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড প্যান: **AABCJ4185F** এবং সিআইএন: **U45206WB1997PTC084940**
২.	নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা	জি.টি. রোড, পাভুয়া, হুগলী, পাভুয়া - ৭১২১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ যেখানে অবস্থিত সেই স্থানের বিবরণ	জি.টি. রোড, পাভুয়া, হুগলী, পাভুয়া - ৭১২১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবার স্থাপিত ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	গত আর্থিক বছরে বিক্রিত প্রধান পণ্য/পরিষেবার পরিমাণ এবং মূল্য	২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষের ব্যালেন্স শিট অনুযায়ী ৪,৮৯,৯০,৮৯৫/- টাকা
৭.	কর্মচারী/শ্রমিকের সংখ্যা	০
৮.	দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবৃতি (তফসিল সহ) সহ অন্যান্য বিবরণ এবং পাওনাদারদের তালিকা এই ইউআরএল-এ উপলব্ধ	**নিম্নস্বাক্ষরকারীকে ইমেল করে এটি প্রাপ্ত করা যেতে পারে, যার পর রেজোলিউশন প্রফেশনাল দ্বারা এটি ইমেলের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।**
৯.	কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ)-এর অধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের জন্য যোগ্যতার মাপকাঠি এই ইউআরএল-এ উপলব্ধ	**নিম্নস্বাক্ষরকারীকে ইমেল করে এটি প্রাপ্ত করা যেতে পারে, যার পর রেজোলিউশন প্রফেশনাল দ্বারা এটি ইমেলের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।**
১০.	আগ্রহ প্রকাশের প্রাপ্তির শেষ তারিখ	০১.০৭.২০২৬
১১.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা জারির তারিখ	১১.০৭.২০২৬
১২.	অস্থায়ী তালিকার প্রতি আপত্তি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৬.০৭.২০২৬
১৩.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা জারির তারিখ	২৬.০৭.২০২৬
১৪.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের কাছে ইনফরমেশন মেমোরেন্ডাম, ইভ্যালুয়েশন ম্যাট্রিক্স এবং রেজোলিউশন প্ল্যানের জন্য অনুরোধ জারির তারিখ	৩১.০৭.২০২৬
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	৩০.০৮.২০২৬
১৬.	আগ্রহ প্রকাশ জমা দেওয়ার জন্য প্রসেস ইমেল আইডি	cirp.jcspvtltd2026@gmail.com

দাবিত্যাগ: কর্পোরেট দেনাদারের কোল্ড স্টোরেজ, সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম ইতিমধ্যেই সুরক্ষিত আর্থিক পাওনাদার, অর্থাৎ ইউকো ব্যাঙ্ক দ্বারা ১২.০৩.২০২৫ তারিখের নিলাম পত্রের মাধ্যমে মেসার্স জলঢাকা হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেড (ক্রেতা)-এর অনুকূলে নিলাম করা হয়েছে।
সেই অনুযায়ী, রেজোলিউশন প্রফেশনাল দুটি পৃথক আগ্রহ প্রকাশের ("EOIs") আমন্ত্রণের জন্য বর্তমান ফর্ম জি জারি করছেন (i) আবাসিক ফ্ল্যাট এবং পূর্বোক্ত নিলামকৃত সম্পদগুলি বাদে কর্পোরেট দেনাদারের সাপেক্ষে একটি আগ্রহ প্রকাশ; এবং (ii) ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া) প্রবিধান, ২০১৬-এর ৩৬এ(১এ) প্রবিধান অনুসারে কর্পোরেট দেনাদারের আবাসিক ফ্ল্যাটগুলির সাপেক্ষে আরেকটি আগ্রহ প্রকাশ।
এটি আরও স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, একজন একক সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারী উভয় বিভাগের জন্যই আগ্রহ প্রকাশ জমা দিতে পারেন, অথবা আলাদা আবেদনকারীরা স্বাধীনভাবে যে কোনো একটি বিভাগের জন্য আগ্রহ প্রকাশ জমা দিতে পারেন, ক্ষেত্রবিশেষে যেমন প্রযোজ্য হবে।
উল্লেখ্য যে মেসার্স জলঢাকা কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেডের বিষয়ে ফর্ম জি এর আগে ০১.০৬.২০২৬ তারিখে জারি করা হয়েছিল। বর্তমান ফর্ম জি সময়সীমা বৃদ্ধির ফলস্বরূপ জারি করা হচ্ছে এবং এটি ০১.০৬.২০২৬ তারিখের পূর্ববর্তী ফর্ম জি-এর ধারাবাহিকতায় পড়তে হবে।

স্বা/-
চন্দ্রদীপ কুমার
রেজোলিউশন প্রফেশনাল
IBBI/IPA-002/IP-N01331/2025-26/14570
এএফএ বৈধতা ৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত
নিবন্ধিত ঠিকানা: শাহারী, পারোয়ালপুর, নালন্দা, বিহার-৮০৩ ১১৪
এ-১/২২৮, বেসমেন্ট, সফদরজং এনক্লেভ, নতুন দিল্লি-১১০০২৯
জলঢাকা কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য
প্রসেস ইমেল: cirp.jcspvtltd2026@gmail.com
নিবন্ধিত ইমেল আইডি : ip.chandradeep2025@gmail.com

তারিখ: ১৭.০৬.২০২৬
স্থান: নতুন দিল্লি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
এ.জে.সি. বোস রোড শাখা
১১৯, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০১৬
ফোন- (০৩৩) ২২২৯৮০৮৬/০৪৫৭/৩২৫৯

দাবি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টরের নাম এবং ঠিকানা	পদ
১	শ্রীমতী অনামিকা চ্যাটার্জী, স্বামী- শ্রী প্রদীপ চ্যাটার্জী, শ্রী প্রদীপ চ্যাটার্জীর উত্তরাধিকারী (মেসার্স টেকনো ট্রাভেলস-এর মৃত অংশীদার এবং গ্যারান্টার)	উত্তরাধিকারী
২	শ্রীমতী অনামিকা চ্যাটার্জী, স্বামী- শ্রী প্রদীপ চ্যাটার্জী (গ্যারান্টার)	ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টার
৩	মেসার্স টেকনো ট্রাভেলস (পার্টনারশিপ ফার্ম), ২৪২/১, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৫ অংশীদার- শ্রী প্রদীপ চ্যাটার্জী (মৃত) এবং শ্রীমতী অনামিকা চ্যাটার্জী	গ্যারান্টার

[illegible]

তারিখ: ২২.০৬.২০২৬
স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

SBI — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি, রাজারহাট (১৬৮২২)

বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-৪১ এর কাছে, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, - হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০১৬১
ফোন নং : (০৩৩) ২৫৭২ ৬০১০, শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার আসল ও সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং তা নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে তাঁর সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তিগুলি জারি করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি হয়তো যথাযথভাবে তা পাননি এবং সেই কারণে তাঁকে এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং	ঠিকানা সহ ঋণগ্রহীতা/ অংশীদার/গ্যারান্টর এবং আইনি উত্তরাধিকারীর নাম	টাইটেল ডিড জমা দিয়ে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ	বিজ্ঞপ্তির তারিখ	এনপিএ-র তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনুযায়ী)
১.	**শ্রী তপন কুমার ভক্ত** পিতা- মৃত কালীপদ ভক্ত চন্ডীবেরিয়া, জে.এল. নং- ১৫, হোল্ডিং নং- আরজিএম/এএস/১৩১, ব্লক সিসি, ওয়ার্ড নং-৩১, রাজারহাট-গোপালপুর মিউনিসিপ্যালিটি, থানা- রাজারহাট, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১০২। **এছাড়াও-** আনন্দ পল্লী, চন্ডীবেরিয়া, কেষ্টপুর, গৌরাঙ্গনগর, পাওয়ার হাউসের কাছে, নিউটাউন, কলকাতা-৭০০১০২ **অ্যাকাউন্ট নং:** **৬৭১৫৪৫৭৪৬১৯ (হোম লোন) এবং ৬৭১৪৬৯৬৬৪০৩ (হোম লোন)** **শাখার নাম:** **সল্টলেক এসি ব্লক শাখা**	**প্রথম অংশ** **চার্জের প্রকৃতি- শূন্য** **দ্বিতীয় অংশ** **টাইটেল ডিড জমা দিয়ে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ:** মৌজা - চন্ডীবেরিয়া, জে.এল. নং ১৫, রে.সু. নং ১৭৬, তৌজি নং ৩, ১৬০ এবং ১৬২, আর.এস. খতিয়ান নং ৩২, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৯৮, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ২৭০ (১ একর ২২ ডেসিমেল -এর মধ্যে), ১ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাপের শালি জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, ইজমেন্ট অধিকার, প্রবেশ, প্রস্থান এবং রাস্তা এবং অন্যান্য সুবিধা সহ। টাইটেল ডিড বুক-১, সিডি ভলিউম নম্বর ১০, পৃষ্ঠা ১২২৭১ থেকে ১২২৮৬ পর্যন্ত, ২০০৯ সালের ডিড নং ১০১৫৪ হিসাবে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী তপন ভক্ত, পিতা- মৃত কালীপদ ভক্ত-এর নামে রয়েছে।** **সম্পত্তির সীমানা:-** উত্তরে- আর.এস. দাগ নং ২৭০(পি); দক্ষিণে- তপন মন্ডল; পূর্বে- অসীমা মন্ডল; পশ্চিমে- ১০ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা।	১৭.০৪.২০২৬	২৮.০৩.২০২৫	**১,০৪,১৫৪.৬২ টাকা (এক লক্ষ চার হাজার একশো চুয়ান্ন টাকা এবং বাষট্টি পয়সা মাত্র) ১৭.০৪.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত।** আপনাকে আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তির হারে ভবিষ্যতের সুদও দিতে হবে।

বিজ্ঞপ্তির বিকল্প জারির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টর(দের)/আইনি উত্তরাধিকারী(দের) এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর অধীনে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিন শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
আমরা সারফায়েসি আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যা সুরক্ষিত সম্পদগুলি মুক্ত করার জন্য ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টরের জন্য উপলব্ধ সময়ের কথা বলে।
[এর আগে জারি করা সারফায়েসি আইন, ২০০২-এর ১৩(২) বিজ্ঞপ্তিটি বাতিল বলে গণ্য হবে]

তারিখ: ১৭.০৬.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি, রাজারহাট (১৬৮২২)

বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-৪১ এর কাছে, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, - হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০১৬১
ফোন নং : (০৩৩) ২৫৭২ ৬০১০, শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার আসল ও সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং তা নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে তাঁর সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তিগুলি জারি করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি হয়তো যথাযথভাবে তা পাননি এবং সেই কারণে তাঁকে এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং	ঠিকানা সহ ঋণগ্রহীতা/ অংশীদার/গ্যারান্টর এবং আইনি উত্তরাধিকারীর নাম	টাইটেল ডিড জমা দিয়ে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ	বিজ্ঞপ্তির তারিখ	এনপিএ-র তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনুযায়ী)
১.	**শ্রী হরাকালী ব্যানার্জী** পিতা- মৃত সুনীল কুমার ব্যানার্জী আইনি উত্তরাধিকারী এবং মৃত জয় কালী ব্যানার্জীর ভাই ঠিকানা- ৪৮০/১০, পাতিপুকুর রেলওয়ে কোয়ার্টার, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০৪৮। **এছাড়াও-** ২১ স্বামীজী সরণি, গোলাবাগান, কলকাতা ৭০০০৪৮। **রক্তিম ব্যানার্জী** আইনি উত্তরাধিকারী এবং মৃত রামদাস ব্যানার্জীর পুত্র (যেহেতু নাবালক তাই আইনি অভিভাবক শ্রীমতি মধুমিতা অধিকারী) ঠিকানা- ৫১৩ বি পাতিপুকুর রেলওয়ে কোয়ার্টার, রেলওয়ে রিক্রিয়েশন ক্লাবের কাছে। জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৪৮। **শ্রীমতি মধুমিতা অধিকারী** আইনি উত্তরাধিকারী এবং মৃত রামদাস ব্যানার্জীর স্ত্রী ঠিকানা- ৫১৩ বি পাতিপুকুর রেলওয়ে কোয়ার্টার, রেলওয়ে রিক্রিয়েশন ক্লাবের কাছে। জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০৪৮। **রিশিতা ব্যানার্জী** আইনি উত্তরাধিকারী এবং মৃত রামদাস ব্যানার্জীর কন্যা (যেহেতু নাবালক তাই আইনি অভিভাবক শ্রীমতি মধুমিতা অধিকারী) ঠিকানা- ৫১৩ বি পাতিপুকুর রেলওয়ে কোয়ার্টার, রেলওয়ে রিক্রিয়েশন ক্লাবের কাছে। জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৪৮। **অ্যাকাউন্ট নং:** **৩০১০৬৪৮০৩১৪ (এইচবিএল) এবং ৩০৫০৬১১৫৭৫৪ (এইচবিএল)**	**যে সুরক্ষিত সম্পত্তির বিপরীতে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে তার বিবরণ** মৌজা কালিদহ, জে.এল. নং ২৩, রে.সা. নং -১৬, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, আর.এস. দাগ নং ৫০৬৮, সাবেক খতিয়ান নং- ৪৬৫, আর.এস. খতিয়ান নং ২১০৬, ২১০৭ এবং ২১০৮, দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে হোল্ডিং নং ২২৫/৩, স্বামীজী সরণিতে অবস্থিত, ওয়ার্ড নং ১৪, থানা লেকটাউন, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০০৪৮, কম-বেশি ২ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাপের জমি এবং ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। দলিল নং আই-১৮৫৩ অনুযায়ী, ১৯৯৯ সালের জন্য বুক-১, ভলিউম নম্বর ৩৫, পৃষ্ঠা ৩৬৭ থেকে ৩৭৫ পর্যন্ত তে নিবন্ধিত, এ.ডি.এস.আর.ও. কাশীপুর দমদম। **সম্পত্তিটি শ্রী হরাকালী ব্যানার্জী, শ্রী রামদাস ব্যানার্জী এবং জয়কালী ব্যানার্জীর নামে রয়েছে,** উভয়েই মৃত সুনীল কুমার ব্যানার্জীর পুত্র। **ভবনটির সীমানা:- উত্তরে-** হাল দাগ নং ৫০৬৮; **দক্ষিণে-** ১০ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা; **পূর্বে-** ১২ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা; **পশ্চিমে-** অসীম পাল এবং অন্যদের সম্পত্তি।	০৬.০৬.২০২৬	০১.০৫.২০২৬	**৭,৩২,১৭৯ টাকা (সাত লক্ষ বত্রিশ হাজার একশো উনআশি টাকা মাত্র) ০৬.০৬.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত।** আপনাকে আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ উপরোক্ত পরিমাণের উপর ০১.০৫.২০২৬ তারিখ থেকে চুক্তির হারে ভবিষ্যতের সুদও দিতে হবে।

বিজ্ঞপ্তির বিকল্প জারির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(দের)/গ্যারান্টর(দের)/আইনি উত্তরাধিকারী(দের) এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর অধীনে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিন শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
আমরা সারফায়েসি আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যা সুরক্ষিত সম্পদগুলি মুক্ত করার জন্য ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টরের জন্য উপলব্ধ সময়ের কথা বলে।
[এর আগে জারি করা সারফায়েসি আইন, ২০০২-এর ১৩(২) বিজ্ঞপ্তিটি বাতিল বলে গণ্য হবে]

তারিখ: ১৭.০৬.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি, রাজারহাট (১৬৮২২)

বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-৪১ এর কাছে, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, - হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০১৬১
ফোন নং : (০৩৩) ২৫৭২ ৬০১০, শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত আধিকারিকের বিশদ: নাম: ত্রিদিব মুখার্জী মোবাইল নং : ৯৪৩৫৭৩১৪৪২, ই-মেইল আইডি: 16822@sbi.co.in
পামেলা দে, মোবাইল নং: ৯৬৭৪৭৪২৯৭৮

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) **-এর সঙ্গে পঠিত** বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণ জনগণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র অনুমোদিত আধিকারিক, সুরক্ষিত পাওনাদার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা নীচে উল্লেখিত তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "যাই থাক না কেন" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৬.০৭.২০২৬
অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট /ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগনের নাম	যে সম্পদ বিক্রি করা হবে তার বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @ ১০% গ) দর বৃদ্ধির পরিমান
১.	**ঋণগ্রহীতা:** **তরুণ মজুমদার** পিতা- প্রয়াত বাসুদেব মজুমদার বেলা নিবাস, এ/এএস-১২/৭, অর্জুনপুর, রথতলা, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৫৯। **এছাড়াও-** বাজাজ অ্যালায়ঞ্জ লাইফ ইন্স্যুরেন্স, ১ম ফ্লোর, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, গৌরী বারী ক্রসিং-এর কাছে, কলকাতা- ৭০০০০৪। **এছাড়াও-** সৃজন টেক পার্ক, ৯ম ফ্লোর, ডিএন-৫২, সেক্টর ফাইভ, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৯১	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল বাস্তু জমির একত্রিত প্লট যার পরিমাপ ৩ (তিন) ছটাক ৮ (আট) কাঠা ০ (শূন্য) বর্গফুট কম বা বেশি হতে পারে, সাথে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট যার পরিমাপ ৭৬০ (সাতশ ষাট) বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা কম বা বেশি হতে পারে, যা ৩য় ফ্লোরে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং এ, যাতে দুটি বেড রুম, একটি রান্নাঘর-সহ-লবি, একটি টয়লেট এবং একটি ব্যালকনি রয়েছে, যা "সূর্যমুখী অ্যাপার্টমেন্ট" নামক বিল্ডিংয়ে অবস্থিত। উক্ত ফ্ল্যাটটি মৌজা অর্জুনপুর, জে.এল. নং ৭, রে. সা নং ১৬০, তৌজি নং ১৮১, হাল তৌজি নং ৩০৮৩, পরগনা-কলিকাতা, পূর্বে থানা রাজারহাট বর্তমানে বাগুইআটি-তে অবস্থিত, যা সিএস দাগ নং ১১১, আর.এস. দাগ নং ১২১, এল.আর. দাগ নং ১৫৩ এর অন্তর্ভুক্ত, সি.এস. খতিয়ান নং ৬৮, আর.এস খতিয়ান নং ১১৭, এল.আর. খতিয়ান নং ২৪৮২ এর অধীনে, এ.ডি.এস.আর.ও. বিধাননগর, সল্টলেক সিটি, রাজারহাট গোপালপুর মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় সীমার মধ্যে, যার হোল্ডিং নং আরজিএম-১৫১০/, আরজিএম-১৫/১১ এবং আরজিএম-১৫/১২, ওয়ার্ড নং ১৫, প্রাঙ্গণ নং এনসিএনসি--১৮১৮, অর্জুনপুর, পশ্চিম পাড়া, তালতলা, কলকাতা ৭০০ ০৫৯, জেলা উত্তর ২৪ পরগনায়, পশ্চিমবঙ্গ। **টাইটেল ডিড বুক-১, সিডি ভলিউম নং ১৭, পৃষ্ঠা ১১৯০৯ থেকে ১১৯৩১ পর্যন্ত, ২০১৩ সালের জন্য ডিড নং ১১৯৯৮ হিসাবে নিবন্ধিত।** **সম্পত্তিটি শ্রী তরুণ মজুমদারের নামে রয়েছে, পিতা- প্রয়াত বাসুদেব মজুমদার।** **সম্পত্তির সীমানা:-** উত্তরে- শ্রী শম্ভু পালের বাড়ি, দক্ষিণে- ১২ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা (অর্জুনপুর পশ্চিম পাড়া), পূর্বে- ১২ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা, পশ্চিমে- অন্যের জমি। **ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি**	**১৩,১০,৮৩৬.৩০ টাকা (তেরো লক্ষ দশ হাজার আটশো ছত্রিশ টাকা এবং ত্রিশ পয়সা মাত্র) ০৭.১০.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত** (উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তির হারে অতিরিক্ত সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ, তার পরে কোনো অর্থ প্রদান করা হলে তা বাদ দিয়ে)।	ক) ২১,৪৬,০০০.০০ টাকা খ) ২,১৪,৬০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগকারী ব্যক্তি** **৯৬৭৪৭৪২৯৭৮** **৯৪৩৫৭৩১৪৪২** **পরিদর্শনের তারিখ : ২২.০৬.২০২৬ এবং ২৯.০৬.২০২৬**
২.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রীমতি বর্ষা দাস** স্বামী- প্রয়াত দেবী প্রসাদ দাস, রাজা অ্যাপার্টমেন্ট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, হাতিয়ার মাঠ (সোয়ান্স কম্পাউন্ড), পোঃ মেদিনীপুর, পিন- ৭২১১০১	(১) জমি পরিমাপ ৬৫ (পঁয়ষট্টি) ডেসিমেল যা মোট ৯৮ (আটানব্বই) ডেসিমেলের মধ্যে ১ (এক) ১৯ (উনিশ) ডেসিমেলের সমান, আর.এস/এল.আর. দাগ নং ১৫৩ এর অন্তর্ভুক্ত, এল.আর. খতিয়ান নং ৬৮১৫, ৬৮১৬, ৬৮১৭, ৬৮১৮, ৬৮১৯, ৬৮২০ এবং ৬৮২১ এ রেকর্ডকৃত (প্রথম সম্পত্তি), (২) জমি পরিমাপ ২৪ (চব্বিশ) ডেসিমেল যা ১৪ (চোদ্দ) কাঠা ৮ (আট) ছটাক ১৪ (চোদ্দ) বর্গফুট কম বা বেশি এর সমান, আর.এস/এল.আর. দাগ নং ১৫৪ এর অন্তর্ভুক্ত, এল.আর. খতিয়ান নং ৬৮০২ এবং ৬৭৯৯ এ রেকর্ডকৃত (দ্বিতীয় সম্পত্তি) মোট জমি পরিমাপ ৮৯ (উননব্বই) ডেসিমেল যা ৫৩ (তিপ্পান্ন) কাঠা ১৩ (তেরো) ছটাক ২৩ (তেইশ) বর্গফুটের সমান, সবকিছু মৌজা রেকজোয়ানি, জে.এল. নং ১৩, থানা রাজারহাট, রাজারহাট বিষ্ণুপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রেশন রাজারহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা-তে অবস্থিত। আবাসিক ফ্ল্যাট নং ভি, নিচ তলায়, যার আচ্ছাদিত এলাকা প্রায় ৫৭৩ (পাঁচশ তিয়াত্তর) বর্গফুট, "বেলা" নামক কমপ্লেক্সের (উক্ত কমপ্লেক্স) ব্লক-৩ এ, রাজারহাট, কাজিয়াল পাড়া (রথতলা), থানা রাজারহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা এবং এতদসংলগ্ন প্ল্যানে লাল রঙে চিহ্নিত। **টাইটেল ডিড বুক-১, ভলিউম নং ১৫২৩-২০১৯, পৃষ্ঠা ৪২৯৬৭৯ থেকে ৪২৯৭২৯ পর্যন্ত, ২০১৯ সালের জন্য ডিড নং ১৫২৩১০৮৫৫ হিসাবে নিবন্ধিত।** **সম্পত্তিটি দেবী প্রসাদ দাসের নামে রয়েছে।** **সীমানা:-** উত্তরে- খাল; পূর্বে- ১৫ ফুট পঞ্চায়েত রাস্তা এবং দাগ নং ১৫৫, ১৫৭; দক্ষিণে- দাগ নং ১৬৯, ১৭১; পশ্চিমে- ১৫ ফুট পঞ্চায়েত রাস্তা এবং দাগ নং ১৫২, ১৫০। **ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি**	**১২,৬৪,৫৯৪.৭৯ টাকা (বারো লক্ষ চৌষট্টি হাজার পাঁচশ চুরানব্বই টাকা এবং উনআশি পয়সা মাত্র) ০৬.০৭.২০২১ তারিখ পর্যন্ত** (উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তির হারে অতিরিক্ত সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ, তার পরে কোনো অর্থ প্রদান করা হলে তা বাদ দিয়ে)।	ক) ১৩,৪০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৩৪,০০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগকারী ব্যক্তি** **৯৬৭৪৭৪২৯৭৮** **৯৪৩৫৭৩১৪৪২** **পরিদর্শনের তারিখ : ২২.০৬.২০২৬ এবং ২৯.০৬.২০২৬**

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা https://BAANKNET.com এ দেওয়া নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে । যেকোন অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com বা যোগাযোগ নং-৮২৯১২২০২২০ তে

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ১৭.০৬.২০২৬
স্থান: রাজারহাট

কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — শাখা : স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা (০৫১৭১)

শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১ শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/অংশীদার/জামিনদাতা এবং আইনি উত্তরাধিকারীর নাম এবং ঠিকানা	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১.	প্রয়াত ক্রিস্টোফার থমাস পিতা শ্রী থমাস ম্যাথু (পরবর্তীতে ঋণগ্রহীতা হিসেবে উল্লিখিত) (সহ ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৫মতল, উৎসব আশিয়ানা, ফেজ-১,প্লট নং বি-১০/২৩৪, সাব ব্লক নং ১০, ব্লক বি, পো এবং থানা : কল্যাণী, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ- পিন - ৭৪১২৩৫। আরও ঠিকানা : এলানজিমত্তম হাউস, এলাকা মঙ্গলম দাম, গ্রাম/শহর - মঙ্গলম দাম, আলাথুর, জেলা পালাক্কড়, কেরালা, পিন -৬৭৮৭০৬। **অ্যাকাউন্ট নং ৪২১১৩৫৮৭৩০৬ (ইবি-আরএলএমএস হোম লোন), ৪৩৬২০৮৪১৯৯৪ (ইবি-ইনস্টা-হোম -টপ আপ-ইয়োনো-এপিআর২৪), ৪৩৭১৯৪৩৮৯৭২ (এমসি-টিএল-এক্সপ্রেস এলিট) এবং ৪৩৯২১৭৫৫৬৮৩ (এমসি-টিএল-পার্সোনাল লোন)**	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রী ক্রিস্টোফার থমাস, পিতা শ্রী থমাস ম্যাথু। স্বত্ব দলিল নং ১-৩৬৬১/২০২৩ দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বাধীন বসবাসের ফ্ল্যাট চিহ্নিত ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৫মতলে, উক্ত আর সি সি বহুতল ভবন "**উৎসব আশিয়ানা**", পরিমাপ ৭৫৭ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া ফ্ল্যাট ৭০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া ব্যালকনি, ৯৭৬ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া ফ্ল্যাটের, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২২০ বর্গফুট কমবেশি, ৩ বেড রুম, ১ ডাইনিং/ড্রইং, ২ ডব্লুসি/টয়লেট, ১ কিচেন, ২ ব্যালকনি, অবস্থিত প্লট নং বি১০/২৩৪, পো এবং থানা : কল্যাণী, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১২৩৫। দলিল নং ১- ৩৬৬১/২০২৩ নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৩০৩-২০২৩, পৃষ্ঠা ৬২৫২৩ থেকে ৬২৫৪৩, দলিল নং ১৩০৩০৩৬৬১- ২০২৩ সালের, এডিএসআর-কল্যাণী। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : (দলিল নং ১-৩৬৬১/২০২৩ অনুযায়ী) : উত্তরে** : ৩০ ফুট চওড়া রোড। **দক্ষিণে :** প্লট নং বি-১০/২৪২, বি-১০/২৪১ এবং বি-১০/২৪০। **পূর্বে :** বি-১০/২৩৭। **পশ্চিমে :** বি-১০/২৩৩।	১৫.০৬.২০২৬	১৫.০৩.২০২৬	**৪৮,৪৯,১০৬.০০ টাকা (আটচল্লিশ লাখ উনপঞ্চাশ হাজার একশ ছয় টাকা) ১৫.০৬.২০২৬** অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পদ্ধতিতে জারির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে এতদ্বারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২'-এর ১৩ ধারার উপধারা (৪)-এর অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
বিশেষ দ্রষ্টব্য : এতদ্দ্বারা আমরা সারফেসি আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩(২)-এর অধীনে আপনাকে ইস্যুকৃত আমাদের পূর্ববর্তী সমস্ত নোটিশ বাতিল ও/অথবা প্রত্যাহার করছি; তবে উক্ত আইন এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালার প্রাসঙ্গিক বিধান অনুযায়ী আমাদের প্রাপ্য অধিকার ও আইনি প্রতিকারের বিষয়টি এতে ক্ষুণ্ণ হবে না।

তারিখ : ১৭.০৬.২০২৬
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK — আইডিবিআই ব্যাংক লি.

রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপিয়র সরণি
৩য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০১৭
ল্যান্ডলাইন : ০৩৩-৬৬৫৫ ৭৭৪৬, ফোন নম্বর : ৭৬৯৬০২০২১৯
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in, CIN: L65190MH2004GOI148838

সারফেসি আইন অধীনে জামিনদত্ত স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ, বন্ধকদাতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত বিক্রি করা হবে '**যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে'** এবং '**যেখানে যে অবস্থায় আছে'** এবং '**কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'** ভিত্তিতে **২১.০৭.২০২৬ তারিখে।**

১. ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা ২. সহ-ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা ৩. লোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার	ক. দাবি নোটিশের তারিখ খ. দখলের তারিখ গ. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ ঘ. দখলের ধরণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি) গ. ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ. ই-নিলামের তারিখ
রঞ্জিত কুন্ডু (ঋণগ্রহীতা) এবং **বেবি কুন্ডু (সহ ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম ছোটো জিরাকপুর, পো : বসিরহাট কলেজ, ছোটো জিরাকপুর নিউ স্টার ক্লাব উত্তর ২৪ পরগনা, বসিরহাট, পিন -৭৪৩৪১২। **অ্যাকাউন্ট নং :** ১১৯৮৬৭৫১০০০০১৫৬৪ এবং ০২৬৩৬৭৫১০০০০১৩৯৭	**ক. ২৭.০৮.২০২৪** **খ. ১১.০২.২০২৫** **গ. ৫৪,০১,০৯৯.২৭ টাকা** (চুয়ান্ন লাখ এক হাজার নিরানব্বই টাকা এবং সাতাশ পয়সা) ১.০৪.২০২৪ অনুযায়ী **ঘ. স্বত্ব দখলীকৃত**	**সম্পত্তি ১** ক) রেজি. হস্তান্তর দলিল নং ৭৪০ তাং : ১৪.০৩.২০১৭, খ) রেজি. হস্তান্তর দলিল নং ৯৬৪, তাং ২৯.০৩.২০১৭। গ) রেজি. হস্তান্তর দলিল নং ৬৩৮, তাং ০৩.০৩.২০১৭ । ঘ) রেজি. হস্তান্তর দলিল নং ৭৯৩, তাং ১৬.০৩.২০১৭। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ টেরেস দোতলায় এবং তদস্থিত নির্মাণ, প্লট নং এ পরিমাপ আনুমানিক ৬৯৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশ টেরেস দোতলায় এবং তদস্থিত নির্মাণ প্লট নং বি, পরিমাপ আনুমানিক ৬১৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশ টেরেস দোতলায় এবং তদস্থিত নির্মাণ প্লট নং সি, পরিমাপ আনুমানিক ৬১৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশ টেরেস দোতলায় এবং তদস্থিত নির্মাণ প্লট নং ডি, পরিমাপ আনুমানিক ৬১৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং নির্মাণ জমির প্লট আনুমানিক ৫.১১৭ ডেসিমেল কমবেশি, মৌজা : তপা মির্জাপুর, জেএল নং ৪২, আরএস খতিয়ান নং ৪১৮, এলআর খতিয়ান নং ৮২১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২১০৫, হোল্ডিং নং ৩২৬/৫৩, পুরাতন বাজার, থানা : বসিরহাট, ওয়ার্ড নং ১১ স্থানীয় বসিরহাট পুরসভা অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা , চৌহদ্দি : উত্তরে পুরসভা নিকাশি এবং শ্রী হরি পাল এর সম্পত্তি। দক্ষিণে : ১৫ ফুট তপামির্জাপুর নিউ রোড এবং শ্রী প্রদীপ গোলদার এবং অন্যান্যর সম্পত্তি। পূর্বে : শ্রী প্রদীপ গোলদার এবং শ্রী প্রশান্ত কুন্ডুর সম্পত্তি। পশ্চিমে : ১৫ পুট তপামির্জাপুর নিউ রোড। **সম্পত্তি ২** রেজি. হস্তান্তর দলিল নং ৮৮৩০, তাং ২৩.১১২০১৫ সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ডি, দোতলায় পরিমাপ আনুমানিক ৭৩৪.৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং তদস্থিত নির্মাণ বা জমির প্লট পরিমাপ আনুমানিক ৫.১১৭ ডেসিমেল কমবেশি তদস্থিত দোকান ঘর এবং বসবাসের ফ্ল্যাট , মৌজা : তপামির্জাপুর, জেএল নং ৪২ , আরএস খতিয়ান নং ৪১৮, এলআর খতিয়ান নং ৮২১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২১০৫ হোল্ডিং নং ৩২৬/৫৩, পুরাতন বাজার , থানা : বসিরহাট ওয়ার্ড নং ১১, স্থানীয় বসিরহাট পুরসভা অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : **উত্তরে** পুরসভা নিকাশি এবং শ্রী হরি পালের সম্পত্তি। **দক্ষিণে :** ১৫ ফুট তপামির্জাপুর নিউ রোড এবং শ্রী প্রদীপ গোলদার এবং অ্যান্যর সম্পত্তি। **পূর্বে :** শ্রী প্রদীপ গোলদার এবং শ্রী প্রশান্ত কুন্ডুর সম্পত্তি। **পশ্চিমে** : ১৫ ফুট তপামির্জাপুর নিউ রোড। **দায়বদ্ধতা : ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়।**	**ক. ৬৫,০৫,০০০.০০ টাকা** **খ. ৬,৫০,৫০০.০০ টাকা** **গ. ৫,০০০.০০ টাকা** **ঘ. ২১.০৭.২০২৬**

টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত নিয়ম এবং শর্তাবলীর সারসংক্ষেপ :

১. এই বিক্রয়টি 'পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.' -এর মাধ্যমে https://baanknet.com/ ওয়েবসাইটে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার ঠিকানা ইউনিট ১, ৪র্থ তল, ভিআইওএস টাওয়ার, অনিক নগর, ওয়াডালা পূর্ব, মুম্বই - ৪০০ ০৩৭।
২. নিলাম সংক্রান্ত নথিপত্র ২০ জুলাই ২০২৬ তারিখ বিকেল ৪টা পর্যন্ত নিম্নলিখিত স্থান ও মাধ্যমগুলি থেকে সংগ্রহ করা যাবে কলকাতা জোনাল অফিস, ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০১৭; কার্যদিবসে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত) এবং www.idbibank.in, https://baanknet.com/ ওয়েবসাইট।
৩. প্রাপ্ত তথ্য ও জ্ঞান অনুযায়ী, উল্লিখিত সম্পত্তিগুলির ওপর কোনো আইনি দায়বদ্ধতা বা ভার নেই।
৪. সংশোধিত সারফেসি আইন ২০০২-এর ৯(১) বিধি অনুযায়ী, এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতার উদ্দেশ্যে বিক্রয় সংক্রান্ত একটি বিধিবদ্ধ নোটিশ হিসেবেও গণ্য হবে।
৫. বিস্তারিত তথ্য এবং সাধারণ শর্তাবলির জন্য ব্যাংকের ওয়েবসাইট [www.idbibank.in] দেখুন অথবা উপরে উল্লিখিত শাখার কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং সেখানে থাকা নিলাম সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করুন।
৬. কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত দর গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা নিলাম প্রক্রিয়া বাতিল করার অধিকার সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত কর্মকর্তার রয়েছে।
৭. পরিদর্শনের তারিখ ও সময় ১৫.০৭.২০২৬, সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।
৮. ই-নিলামের তারিখ ও সময় ২১.০৭.২০২৬, সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত।

তারিখ : ১৬.০৬.২০২৬, স্থান : কলকাতা — **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাংক**

SBI — অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ক্রেডিট সেন্টার

২য় তল, সাইট্রাস কোভ বিল্ডিং, কামালগাছি মোড়ের নিকট, পশ্চিমবঙ্গ
পিন - ৭০০১০৩ ই-মেল - sbi.62976@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতী পায়েল মিস্ত্রি** ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং উক্ত ঋণগুলিকে 'নন-পারফর্মিং অ্যাসেট' (এনপিএ) বা অ-আয়কারী সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২'-এর ১৩(২) ধারার অধীনে তাঁদের সর্বশেষ জানা ঠিকানায় নোটিশ পাঠানো হয়েছিল; কিন্তু সেগুলির মধ্যে কিছু নোটিশ বিলি না হয়েই ফেরত এসেছে। এমতাবস্থায়, এই গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাঁদের বিষয়টি অবহিত করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা(গণ)/ডিরেক্টর এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা/শাখার নাম	সম্পত্তির বিবরণ/ যে সুরক্ষিত সম্পদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হবে তার ঠিকানা	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
ঋণগ্রহীতা : **শ্রীমতি পায়েল মিস্ত্রি** স্বামী দীনবন্ধু মিস্ত্রি **স্বত্বা : ফেমাস অটোমোবিল সেন্টার এবং ফেমাস ইলেক্ট্রনিকস অ্যান্ড ফার্নিচার** বলরামপুর ও গাববাটী, ঘটবকুলতলা, ঢোলাহাট, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩৩৫৪। আরও ঠিকানা : গ্রাম : সাতঘড়া মথুরাপুর স্টেশন রোড, থানা : মথুরাপুর, পো : সাতঘড়া দেবীপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৫৪ (পব)। আরও ঠিকানা : ভিটিসি- রাইদিঘি আবাদ মথুরাপুর-১১, পো : গোয়ালারা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পব, -৭৪৩৩৮৩। **শাখার নাম :** মথুরাপুর স্টেশন রোড শাখা (৬২৯৭৬)। **লোন এ/সি নং : ৩৯১২৪১৮৭৯২২ (ফেমাস অটো মোবিল সেন্টার) ৪১০৮২৫৮৮৫২৪ (ফেমাস ইলেক্ট্রনিকস অ্যান্ড ফার্নিচার)**	**তপশিল 'সি'** **অংশ - ১** **(স্থাবর সম্পত্তির সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত)** (নিচের সারণি দেখুন) **অংশ - ২** **(সকল অতিরিক্ত সহ জমিন নথির বিস্তারিত)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ০৩ ডেসিমেল তদস্থিত দোতলা বসবাসের ভবন পরিমাপ ১২০০ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা : পূর্ব রানাঘাট, পরগনা : হাতিয়াঘর, জেএল নং ৩৩, বর্তমানে ২৮, তৌজি নং ১০৬৪, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৯৪, আরএস খতিয়ান নং ১৮১, এলআর খতিয়ান নং ২০৮৮, বর্তমানে ২১৯৩, লালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা এবং এডিএসআর মথুরাপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সম্পত্তি শ্রীমতি পিয়াল মিস্ত্রির নামে। **চৌহদ্দি :** **উত্তরে :** ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং পরে ভাঁজু গোলদার এবং অন্যান্য। **দক্ষিণে :** আমজাদ আলি গোলদার এর ডাঙ্গা জমি। **পূর্বে :** সৈফুল্লা গোলদার এর জমি। **পশ্চিমে :** ৮ ফুট চওড়া চলার পথ গ্রাম পঞ্চায়েতের। সম্পত্তি **শ্রীমতি পায়েল মিস্ত্রি এর নামে, দলিল নং ২৬১৮ -২০২২ সালের,** এডিএসআর মথুরাপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনা।	০৫.০৬.২০২৬	২৯.১০.২০২৫	**২৭,১৯,২৭৬.০০ টাকা (সাতাশ লাখ উনিশ হাজার দুশো ছিয়াত্তর টাকা) ০৫.০৬.২০২৬** অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

অংশ - ১ (স্থাবর সম্পত্তির সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত):

ক্রম নং		নথিতথ্যাদির নাম	সম্পাদনের তারিখ	সিকিউরিটির প্রকৃতি	
১.	ক)	অ্যারেঞ্জমেন্ট লেটার (ফেমাস অটোমোবিল সেন্টার)	০৬.০২.২০২০ ২৭.০৮.২০২০ ২০.০১.২০২২	ক) মজুত এবং আদায়যোগ্য মজুত এবং আদায়যোগ্য মজুত এবং আদায়যোগ্য	১০.০০ লাখ টাকা ২৬.০৩ লাখ টাকা ১২.০০ লাখ টাকা
	খ)	অ্যারেঞ্জমেন্ট লেটার (ফেমাস ইলেক্ট্রনিকস অ্যান্ড ফার্নিচার)	২৮.০৬.২০২২	মজুত এবং আদায়যোগ্য এবং ইএম জমি এবং ভবনের	৩৫.৩৫ লাখ টাকা
	গ)	অ্যারেঞ্জমেন্ট লেটার (যৌথ প্রকাশ)	৩০.০৪.২০২৪	মজুত এবং আদায়যোগ্য এবং ইএম জমি এবং ভবনের	৪৭.৬৫ লাখ টাকা
	ঘ)	অ্যারেঞ্জমেন্ট লেটার (যৌথ প্রকাশ)	০৩.০৬.২০২৫	মজুত এবং আদায়যোগ্য এবং ইএম জমি এবং ভবনের	৬০.৪০ লাখ টাকা।
২.	ক)	ঋণ তথা দায়বদ্ধতার চুক্তি (ফেমাস অটোমোবিল সেন্টার)	০৬.০২.২০২০		
	খ)	ঋণ তথা দায়বদ্ধতার চুক্তি (ফেমাস ইলেক্ট্রনিকস অ্যান্ড ফার্নিচার)	২৮.০৬.২০২২		
	গ)	ঋণ তথা দায়বদ্ধতার চুক্তি	৩০.০৪.২০২৪		
৩.		ঋণ তথা দায়বদ্ধতার অতিরিক্ত চুক্তি (ফেমাস অটোমোবিল সেন্টার)	২৭.০৮.২০২০ ২০.০১.২০২২		
৪.		স্বত্ব দলিল	২৬১৮/২০২২		
৫.		সমপরিমাণ বন্ধক	২৮.০৮.২০২২		

নোটিশের বিকল্প উপায়ে জারির পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা এবং/অথবা তাঁদের ব্যক্তিগত ও কর্পোরেট জামিনদারদের (যেখানে প্রযোজ্য) আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করুন। অন্যথায়, এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩ ধারার উপ-ধারা (৪)-এর অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সারফেসি আইন ২০০২-এর অধীনে আপনাকে পূর্বে কোনো নোটিশ দেওয়া হয়ে থাকলে, আমরা এতদ্দ্বারা তা বাতিল ও/অথবা প্রত্যাহার করছি; তবে উক্ত আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান ও তদধীন প্রণীত বিধিমালার আওতায় আমাদের প্রাপ্য অধিকার ও আইনি প্রতিকারের বিষয়টি এতে ক্ষুণ্ণ হবে না।

তারিখ : ১৭.০৬.২০২৬
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
এএমসিসি বারুইপুর

স্লোভাকিয়ার সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত মোদী

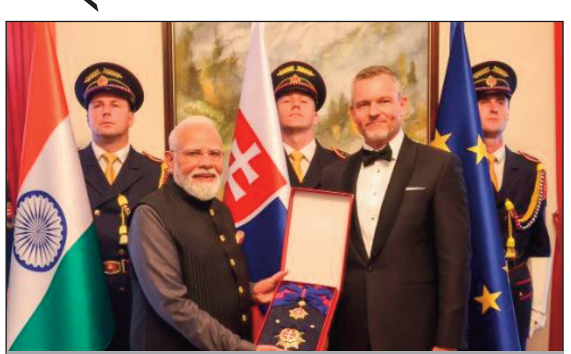

আপ্লুত প্রধানমন্ত্রী

বাতিস্লাভা, ১৬ জুন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিদেশ সফরের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সম্মান যেন সমার্থক হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে তিনি রয়েছেন স্লোভাকিয়া সফরে। প্রধানমন্ত্রীকে সেদেশে বরণ করে নেওয়া হয় রুটি ও লবণ দিয়ে। এবার মোদীর হাতে তুলে দেওয়া হল সেদেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'দ্য অর্ডার অফ দ্য হোয়াইট ডবল ক্রস (ফার্স্ট ক্লাস)'। এই নিয়ে মোট ৩৩টি আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হলেন প্রধানমন্ত্রী, তাঁর ১২ বছরের কার্যকালে। চলতি বছর এই নিয়ে তৃতীয় সম্মান পেলেন তিনি।

নতুন সম্মান পেয়ে এক্স হ্যান্ডেলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। লিখেছেন, ''বাতিস্লাভায় 'দ্য অর্ডার অফ দ্য হোয়াইট ডবল ক্রস (ফার্স্ট ক্লাস)' পেয়ে আমি সম্মানিত। স্লোভাকিয়ার মানুষ এবং সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তবে এই সম্মান ভারতের ১৪০ কোটি মানুষের জন্য। ভারত এবং স্লোভাকিয়ার বন্ধুত্বের কাছে আমার এই সম্মান উৎসর্গ করলাম।" উল্লেখ্য, ভারতের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসাবে একটানা সবচেয়ে বেশিদিন পদে থাকার নজির গড়েছেন মোদী। তারপরই গিয়েছেন বিদেশ সফরে।

গত ১২ বছর ধরে তিনি রয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে। রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে একের পর এক দেশে সফর করেছেন। সেসব দেশে বিরাট সম্মান পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একাধিক দেশের সর্বোচ্চ সম্মান তুলে দেওয়া হয়েছে তাঁর হাতে। শুরুটা হয়েছিল ২০১৬ সালে সৌদি আরবের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'কিং আধুল আজিজ সাশ'-এর মাধ্যমে। তার দু'বছর পর 'গ্র্যান্ড কলার অফ দ্য স্টেট অফ প্যালেস্টাইন' সম্মান তুলে দেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে। ২০১৯ সালে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'অর্ডার অফ জায়েদ' প্রদান করা হয় ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে। একই দিনে বাহরাইনের 'কিং হামাদ অর্ডার অফ দ্য রেনেসাঁ' সম্মান পান তিনি। রাশিয়ার সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'অর্ডার অফ সেন্ট অ্যান্ড্রু দ্য অ্যাপোসল', মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'লিজিয়ন অফ মেরিট' থেকে শুরু করে ফ্রান্সের 'গ্র্যান্ড ক্রস অফ দ্য লিজিয়ন অফ অনার', গায়ানার 'অর্ডার অফ এক্সিলেন্স'-সবই পেয়েছেন মোদী। বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ইথিওপিয়ার সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হন মোদী। ইজরায়েলের 'মেডেল অফ দ্য কেনেসেট' এবং সুইডেনের 'রয়্যাল অর্ডার অফ পোলার স্টার' পেয়েছিলেন। এবার তাঁর মুকুটে যোগ হল স্লোভাকিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান।

দ্বিখণ্ডিত শিবসেনায় ফের ভাঙনের ইঙ্গিত

মুম্বই, ১৬ জুন: শিবসেনা দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল আগেই। সেই উদ্ধব ঠাকরের ভাঙা 'শিব শিবিরে' ফের ভাঙনের ইঙ্গিত। সূত্রের খবর, শিবসেনা (উদ্ধব) ছেড়ে এনডিএ-তে যোগ দিতে পারেন ১৬ জন বিধায়ক ও ৭ জন সাংসদ। বঙ্গে তৃণমূলের ঘরে ব্যাপক ঝড়ের মাঝেই সামনে আসছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। শোনা যাচ্ছে, বাদল অধিবেশনের আগেই শিবসেনা (উদ্ধব) ছাড়তে পারেন বিক্ষুব্ধ নেতারা।

মহারাষ্ট্রের একাধিক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, উদ্ধব শিবিরের ১৪ থেকে ১৬ জন বিধায়ক শাসকদলের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন। আগামী ৬ থেকে ৭ দিনের মধ্যেই হতে পারে শিবির বদলের প্রক্রিয়া। এই বিষয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন শিন্ডের শিব সেনার এমএলসি কৃপাল তুমানে। তিনি এই ঘটনাকে হাসপাতালে রোগীর অপারেশনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। একইসঙ্গে বলেন, অনেকদিন ধরেই আলোচনা প্রক্রিয়া চলছে। সেই আলোচনা শেষের পথে। ৭ সাংসদ শীঘ্রই শিবির বদল করবেন। তুমানের কথায়, 'অপারেশন টাইগারে আলোচনা প্রক্রিয়া একেবারে শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আমরা যখন কোনও হাসপাতালে অপারেশন করাতে যাই, তবে তার আগে দীর্ঘ শারীরিক পরীক্ষা পর্ব চলে। সেই পরীক্ষা শেষ হয়েছে, রিপোর্টও চলে এসেছে। এখন অপারেশনের দিন চূড়ান্ত হওয়া বাকি।'

এদিকে দল ভাঙার এই জল্পনা পুরোপুরি খারিজ করে দিয়েছেন শিবসেনা (উদ্ধব) শিবিরের রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত। তুমানের বক্তব্যের পালটা তিনি বলেন, 'উনি কে? মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে এমন কোনও ব্যক্তি নেই। শিন্ডে গোষ্ঠীতে কিছু লোক আছে তারা যা মুখে আসে তাই বলে। দল ভাঙবে কে? গত ১২ বছরে বিজেপি শুধু রাজনৈতিক দল ভাঙার কাজই করেছে। তারা তৃণমূল ভেঙেছে। তার আগে এনসিপি এবং শিবসেনার সঙ্গেও একই কাজ করেছে।'

ভারতের মাটিতে সফল পরীক্ষা টমাহক ক্ষেপণাস্ত্রের

চাঁদিপুর, ১৬ জুন: অস্ত্রভান্ডারে এ ধরনের শক্তিশালী দূরপাল্লার ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র থাকুক, কে না চায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছেই রয়েছে সেই ক্ষেপণাস্ত্র। এ বার ভারতের মাটিতে সফল ভাবে পরীক্ষা হল টমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের। ১৫ জুন ওড়িশার চাঁদিপুরে আইটিআর থেকে মার্কিন ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র টমাহকের ভারতীয় সংস্করণের সফল পরীক্ষা চালাল ডিআরডিও।

টমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের ভারতীয় সংস্করণের এখনও নাম চূড়ান্ত হয়নি। তবে এই ক্ষেপণাস্ত্র হাজার কিলোমিটার দূরত্বের লক্ষ্যবস্তু আঘাত হানতে সক্ষম। দিন কয়েক আগেই ডিআরডিও 'নির্ভয়' ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালিয়েছিল। যদিও সেই পরীক্ষা সাফল্যের মুখ দেখতে পারেনি। টমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রকে এই ক্ষেপণাস্ত্রের উত্তরসূরি হিসাবেই দেখা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তাদের মতে, এই ক্ষেপণাস্ত্রে আরও বেশি পাল্লা রয়েছে। দিকনির্দেশনার দিক থেকে আরও বেশি নিঁখুত এবং উন্নত।

প্রেসক্রিপশন ছাড়া কেনা যাবে না কাশির সিরাপ

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন: এবার থেকে কাশির সিরাপ তথা কাফ সিরাপ কিনতে গেলে অবশ্যই দেখাতে হবে প্রেসক্রিপশন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের তরফে এক বিজ্ঞপ্তি পেশ করে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ড্রাগ আইন, ১৯৪৫-এর নতুন সংশোধনীর মাধ্যমে এই নিয়ম বলবৎ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, কাশির সিরাপ 'কোল্ডরিফ' ব্যবহারের ফলে মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারা এবং রাজস্থানের সিকার এলাকায় পরপর শিশুমৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল দেশে। তামিলনাড়ু, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, কেরল, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশে ওই ওষুধ বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল।

তামিলনাড়ু ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগের একটি পরীক্ষায় ধরা পড়ে, এই কাশির সিরাপে রয়েছে ৪৮.৬ শতাংশ 'ডাইথিলিন গ্লাইকল' ও ইথিলিন গ্লাইকল নামের বিশেষ রাসায়নিক, যা শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। সব মিলিয়ে গোটা ঘটনায় সাধারণভাবে ব্যহহৃত তরল ওষুধ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সিরাপ জাতীয় ওষুধের উৎপাদন ও বিক্রির ক্ষেত্রে কঠোর তদারকি ও অধিকতর কড়াকড়ি পরীক্ষার দাবি নতুন করে জোরালো হয়ে ওঠে।

ময়দান

মইন বিন মকসুদের হাত ধরে ভিক্টোরিয়ার স্বপ্নপূরণ

আসন্ন মরসুমের আগে খেলোয়াড়দের হাতে দলের জার্সি দিলেন ড. মইন বিন মকসুদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাত্র চার বছরের ব্যবধানে তৃতীয় ডিভিশন থেকে প্রথম ডিভিশনে উত্তরণ। কলকাতা ময়দানের প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে এমন সাফল্য সহজে দেখা যায় না। আর সেই অসাধারণ যাত্রার নেপথ্যে রয়েছেন ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের সম্মানিত সচিব ড. মঈন বিন মকসুদ। আসন্ন মরসুমকে সামনে রেখে সম্প্রতি ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়দের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে দলের জার্সি তুলে দেন ড. মকসুদ। অনুষ্ঠানে তিনি খেলোয়াড়দের সামনে ক্লাবের ঐতিহ্য ও দায়িত্বের কথা তুলে ধরেন। জবাবে ক্রিকেটাররাও প্রতিশ্রুতি দেন, মাঠে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিয়ে ক্লাবকে আরও সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দেওয়ার। ভিক্টোরিয়ার এই দ্রুত উত্থান শুধু মাঠের ফল নয়, এর পিছনে রয়েছে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, সুসংগঠিত প্রশাসন এবং প্রতিভা বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব। সেই কাজের অন্যতম প্রধান কারিগর ড. মঈন বিন মকসুদ। তাঁর নেতৃত্বেই ক্লাব ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়ে প্রথম বিভাগের দরজায় পৌঁছেছে।

বাংলা তথা ভারতের ক্রীড়া প্রশাসনের পরিচিত মুখ মঈন বর্তমানে ইংল্যান্ডে ভিক্টোরিয়া ক্লাব, অ্যালবার্ট ক্লাব এবং হাবার্ড হাউজ স্কুলের পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত। প্রবাসে থেকেও তিনি নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড় গড়ে তোলা এবং ক্রীড়ার প্রসারে নিরলস কাজ করে চলেছেন। তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয় অবশ্য নতুন নয়। কলকাতার ঐতিহ্যবাহী মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রাক্তন ক্রিকেট সচিব হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ২০১৪ সালে ক্লাবের এক কঠিন সময়ে ক্রিকেট সচিবের পাশাপাশি সাধারণ সম্পাদকের অতিরিক্ত দায়িত্বও সফলভাবে সামলেছিলেন। সেই সময় তাঁর নেতৃত্ব ও সহযোগিতা সাদা-কালো শিবিরকে গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন জুগিয়েছিল।

অভিষেক ডালমিয়া ক্রীড়া ক্ষেত্রে যে দুর্নীতির অভিযোগ করেছিলেন তা গুরুত্ব সহকারে দেখার আশ্বাস্থ ছিলেন রাজ্যের নতুন ক্রীড়া মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ। পাশাপাশি সিএবিতে নির্বাচন এর আগে যে থ্রেড কালচার চলেছিল তা নিয়েও তদন্ত হবে বলে জানালেন তিনি।সেই সঙ্গে শান্তনু সিনহা সিএবি তে থ্রেড কালচার এনেছিলেন তার সমালোচনা করেন তিনি।তিনি বলেন ভয় আউট ভরসা ইন। ক্রীড়া ক্ষেত্র দুর্নীতি ও রাজনৈতিক ভয় মুক্ত হবে। ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান তিনি।

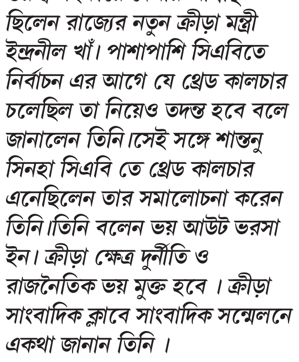

উত্তর কলকাতার উদয়ের পথের রক্তদান শিবিরে স্বামী বিবেকানন্দর ছবি সম্মিলিত স্মারক ও চারা গাছ দিয়ে দিয়ে সংবর্ধিত করা হয় মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিষ দত্তকে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়েতে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেনের পুনর্নির্ধারণ

নারায়ণগড়-ভদ্রক ৩য় লাইনের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে জলেশ্বর স্টেশনে ইয়ার্ড পুনর্গঠনের কাজের জন্য, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিসনে প্রি-নন ইন্টারলকিং (২৪.০৮.২০২৬ থেকে ২৯.০৮.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত) এবং নন-ইন্টারলকিং (৩০.০৮.২০২৬ তারিখে) কাজ করা হবে। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে পুনর্নির্ধারিত হবে ঃ ● **১৬২২৪ রাধিকাপুর-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০৮.২০২৬) রাধিকাপুর থেকে ৪ ঘন্টা ২০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। ● **০৭০৩০ চর্লপল্লী-আগরতলা স্পেশাল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০৮.২০২৬) চর্লপল্লী থেকে ১ ঘন্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। ● **০৭০৪৬ সেকেন্দ্রাবাদ-নাহরলগুন স্পেশাল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৮.০৮.২০২৬) সেকেন্দ্রাবাদ থেকে ২ ঘন্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। ● **১২৫০৪ আগরতলা-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু হামসফর এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৮.২০২৬) আগরতলা থেকে ২ ঘন্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। ● **১২৫৫১ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-কামাখ্যা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৮.২০২৬) এসএমভিটি বেঙ্গালুরু থেকে ২ ঘন্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। ● **১৬৫৯৭ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-আলিপুরদুয়ার অমৃত ভারত এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৮.২০২৬) এসএমভিটি বেঙ্গালুরু থেকে ২ ঘন্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুণ ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নিট পরীক্ষার জন্য শিয়ালদহ ডিভিসনে ট্রেন চলাচলে বিশেষ ব্যবস্থা

২১.০৬.২০২৬ তারিখে দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৫.১৫ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য **নিট পরীক্ষার** বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে, শিয়ালদহ ডিভিসনে রবিবার বাতিল থাকা সকল সাবার্বান ট্রেন পরিষেবা (এসইউই) **২১.০৬.২০২৬ তারিখে (রবিবার)** দিনের প্রথম নির্ধারিত পরিষেবা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত (যাত্রা শুরুর সময় অনুযায়ী) সপ্তাহের অন্যান্য দিনের সূচী অনুযায়ী চলবে এবং লিঙ্ক সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সেগুলির পরিষেবা অব্যাহত থাকবে।

বিশেষ নির্দেশাবলী : ● ২১.০৬.২০২৬ তারিখে চলাচলকারী সকল **এসি লোকাল ট্রেন** তাদের রবিবারের সময়সূচী অনুযায়ী যথারীতি চলবে। ● **ডায়মন্ড হারবার ও ক্যানিং শাখার স্পেশাল ট্রেনগুলি (সোমবার-শনিবার) ২১.০৬.২০২৬ তারিখে (রবিবার)** নিম্নোক্তমতো চলবে :— (১) **০৩১৪৪ ডাউন** সোনারপুর-ডায়মন্ড হারবার ইএমইউ স্পেশাল (সোনারপুর ছা. ০৬.০৫ ঘ.; ডায়মন্ড হারবার পৌঁ. ০৭.১০ ঘ.)। (২) **০৩১৪৩ আপ** ডায়মন্ড হারবার-শিয়ালদহ স্পেশাল (ডায়মন্ড হারবার ছা. ০৭.২২ ঘ.; শিয়ালদহ পৌঁ. ০৮.৫৮ ঘ.)। (৩) **০৩১২২ ডাউন** শিয়ালদহ-ক্যানিং স্পেশাল (শিয়ালদহ ছা. ০৯.৩৫ ঘ.; সোনারপুর পৌঁ. ১০.১০ ঘ.)। (৪) **৩৪৪২০ ডাউন** শিয়ালদহ-ক্যানিং স্পেশাল (শিয়ালদহ ছা. ০৯.৫০ ঘ.; ক্যানিং পৌঁ. ১১.০৫ ঘ.) (৫) **০৩১২১ আপ** ক্যানিং-সোনারপুর স্পেশাল (ক্যানিং ছা. ১১.৩০ ঘ.; সোনাপুর পৌঁ. ১২.১৫ ঘ.)।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ওপেন ই-টেন্ডার

নিম্নলিখিত **ই-টেন্ডারগুলি www.ireps.gov.in** এই লিঙ্কের অধীনে পাওয়া যাবে। **www.ireps.gov.in → login → E-Tender Stores/Supply** এই লিঙ্কটি ব্যবহার করে কেবলমাত্র বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে এই **ই-টেন্ডারের** দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। সরবরাহকারীগণ নির্দিষ্ট টেন্ডার বিষয়ে ব্যাখ্যা পেতে অথবা যদি আইআরইপিএস সংক্রান্ত কোনো তথ্যের প্রয়োজন হয় তাহলে নিম্নলিখিত আধিকারিকদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন, ডেপুটি সিএমএম/এইচকিউ/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন, ৯১৬৩৩৪০৭১১ অথবা এএমএম/এইচকিউ, ৯১৬৩৩৪০৭১৩। **অফিসের ঠিকানা ঃ** পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জনের কার্যালয়।

[ক] নং. সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২, তারিখ ১০.০৬.২০২৬। ক্র. নং. [১]; টেন্ডার নং. ৭৩২৬৩৮৪৭; স্পেসিফিকেশন সিএলডব্লু/টিএস/৯৯/সিএফ/৫ অল্ট. ৯ অনুসারে ডব্লুএজি-৯এইচসি-র জন্য ই-৭০ ব্রেক সিস্টেমের ব্রাস পাইপ ফিটিংস (সংশ্লিষ্ট সেট বিশদ অনুসারে ৫৪টি দফা নিয়ে গঠিত)। **[ওয়ারেন্টি মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ২৪ মাস]। **পরিমাণ ঃ** ৮৬৪.০০ সেট। **প্রদেয় বায়না অর্থ (টাকায়) ঃ** ₹ ২০০০০০০.০০; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (ভারতীয় প্রমাণ সময়)ঃ** ০৮.০৭.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।

[খ] নং. সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২, তারিখ ১০.০৬.২০২৬। ক্র. নং, টেন্ডার নং, দফার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পরিমাণ, প্রদেয় বায়না অর্থ (টাকায়), টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (ভারতীয় প্রমাণ সময়) নিম্নরূপ ঃ

[১]; ৭৩২৬৩৭১২; স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও নং. ৪৯-বিডি-০৮ পরিমার্জনা নং. ১ বা সাম্প্রতিকতম অনুসারে ড্রয়িং নং এসকেডিএল-৩৪৩০, অল্ট.৮ বা সাম্প্রতিকতম অনুসারে উচ্চ ক্ষমতার ড্রাফ্ট গিয়ার ফিটমেন্ট-এর যথাযথ সাধারণ ব্যবস্থা। **[ওয়ারেন্টি মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৩০ মাস]। **পরিমাণ ঃ ১৭৮২.০০টি। ₹ ১৩১৮৬৮০.০০; ১০.০৭.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।**

[২]; ৭৩২৬৩৮৭১; স্পেসিফিকেশন সিএলডব্লু/এমএস/৩/০৬৭ অল্ট ৪ এবং ড্রয়িং নং ১২০৯-১৮.৪০৬-০৬৬ রেফ. ১ থেকে ৩ অল্ট.-২, ১২০৯-১৮.৪০৬-০৬৮ রেফ. ৪ অল্ট. ২ অনুসারে ই-৭০ ব্রেক সিস্টেমের জন্য ডব্লুএজি-৯এইচসি-র কপার পাইপ ফিটিংস (সংশ্লিষ্ট সেট অনুসারে প্রতিটি সেটে ০৪টি করে দফা থাকবে)। **[ওয়ারেন্টি মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ২৪ মাস]। **পরিমাণ ঃ ৬৫১.০০ সেট। ১২৪৮৪০.০০; ১৪.০৭.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।**

PR6/374 পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন

আমাদের লাইক করুন : www.facebook.com/clwrailways

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Office of the Prodhan,
Choa Gram Panchayat,
Under Hariharpara Dev. Block.
Vill+P.O-Choa, P.S-Hari-harpara,
Dist- Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through on-line bid system under following tender (**NIET**) **No:- 01/CGP/2026-27 Dated:- 15/06/2026.** The last date of online submission of tender is 25-06-2026 upto 17 hours. For details please visit website **http://wbtenders.gov.in**
Fatema Bibi
(Prodhan, Choa GP)

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **ই-টেন্ডার নোটিশ নম্বর: এম_এনএমপি_ডিপোট_সিএলএনজি_২০২৬ ; কাজের নাম ও অবস্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** নিমপুরা ওয়াগন ডিপোতে আউটকাম ভিত্তিক তিন (০৩) বছরের জন্য ক্লিনিং ও হাউসকিপিংয়ের কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ₹ ১,৫৩,৮৮,০৬৪.৬৪; **বায়না মূল্য:** ₹ ২,২৭,০০০.০০; **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১০/০৭/২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায়; **বিডিং শুরুর তারিখ:** ২৬/০৬/২০২৬; ওয়েবসাইটের তথ্য ও বিস্তারিত: **www.ireps.gov.in**। এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা হচ্ছে যে, উপরোক্ত ই-টেন্ডার নোটিশটি ১২.০৬.২০২৬ তারিখে সিনিয়র ডিএমই/ খড়গপুর অফিস কর্তৃক **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। **(PR-332)**

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়ার ডিইএন/২, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **[সিনিয়ার ডিইএন/২/হাওড়া]। ই-টেন্ডার নংঃ ১২৪_২০২৬-২৭, তারিখঃ ১৫.০৬.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** (i) হাওড়া-হাওড়া ডিভিসনে টিভিইউ > ২০০০০ সমন্বিত বর্দ্ধমান-কাটোয়া-র মধ্যবর্তী কিমি.-১৮-তে এলসি গেট নং ১১-এর মানোন্নয়ন ও ইন্টারলকিং এবং (ii) হাওড়া–হাওড়া ডিভিসনে টিভিইউ > ২০০০০ সমন্বিত আজিমগঞ্জ-নলহাটি-র মধ্যবর্তী কিমি. ৩১/৩৯-৩২/০১-এ গেট নং ১২-তে এলসি গেটের মানোন্নয়ন ও ইন্টারলকিং। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫০,৯৩,৭৬২.৬৩ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,০১,৯০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.০৬.২০২৬ তারিখে দুপুর ২.০০টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-157/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Tender Invited by the Assistant Engineer, PWD, Barrackpore Sub-Division-I, Govt. of W.B. vide NIeT No. WBPWD/AE/BKPSD-I/NIeT-12/2026-27 for the work of **i)** Construction of proposed RCC Over Head Reservoir and allied works in the premises of Westinghouse Saxby Farmer Ltd., Titagarh under Barrackpore Division, P.W.Dte., in the district of North 24 Parganas during the year 2026-27- Sub-soil investigation." Tender Id: 2026_WBPWD_5015550_1. Intending tenderers are requested to visit the website https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app Bid submission closing date: 25.06.2026. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Barrackpore Sub-Division-I
ICA- T10333(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
Assistant Engineer (PWD), Durgapur Sub Division invites online tender for the work. "Repair of Ceiling of 1st floor roof, male medical ward, paediatric ward & corridor with Cement concrete (1:1:5:3) with hexagonal square mesh wire netting, plastering, white washing at Sub-Divisional Hospital Durgapur, under PWD, Asansol Division." NIET No.: 01 of 2026-2027 of AE/PWD/Durgapur Sub-Division_2nd call. Tender ID:2026_WBPWD_5015515_1. Bid submission start date & time (Online): 16.06.2026 from 11.00 A.M. Bid Submission Last date & time (Online): 25.06.2026 upto 11.00 A.M. Corrigendum if any will be published in Notice Board /website only. Details of NIET & Tender documents may be downloaded from: www.wbtenders.gov.in Sd/- AE, PWD, DGP SD, GOVT OF WB
ICA- T10321(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
HALDIA DEVELOPMENT AUTHORITY
City Centre, P.O. Debhog, Haldia
Dist. Purba Medinipur, PIN-721657
Toll Free No. 1800-345-3224
NOTICE INVITING TENDER
NIT No. 11/HDA/EC-ELECT/2026-27
Online (E-Tender) tender in a two bid system is hereby invited for **"SUPPLY & DELIVERY OF LED STREET LIGHTS FOR VARIOUS LOCATIONS UNDER HALDIA BLOCK AND SUTAHATA BLOCK PHASE-II." Estimated Cost of work :** Rs. 4,84,272/- **Document downloading date :** from 17.06.2026 to 24.06.2026. **Date of bid submission :** from 20.06.2026 to 24.06.2026. For detailed information and further update kindly visit the office and/or the website of HDA: **www.hda.gov.in** E-Tender can be submitted through: **www.wbtenders.gov.in** Sd/- Chief Executive Officer, HDA.
ICA- T10259(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
HALDIA DEVELOPMENT AUTHORITY
City Centre, P.O. Debhog, Haldia
Dist. Purba Medinipur, PIN-721657
Toll Free No. 1800-345-3224
NOTICE INVITING TENDER
NIT No. 05/HDA/EC-ELECT/2026-27
Online (E-Tender) tender in a two bid system is hereby invited for **"SUPPLY AND DELIVERY OF LED STREET LIGHTS FOR VARIOUS LOCATIONS UNDER MAHISHADAL, KHEJURI-I & II BLOCK." Estimated Cost of work :** Rs. 2,15,232/- **Document downloading date :** from 17.06.2026 to 24.06.2026. **Date of bid submission :** from 20.06.2026 to 24.06.2026. For detailed information and further update kindly visit the office and/or the website of HDA: **www.hda.gov.in** E-Tender can be submitted through: **www.wbtenders.gov.in** Sd/- Chief Executive Officer, HDA.
ICA- T10255(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
HALDIA DEVELOPMENT AUTHORITY
City Centre, P.O. Debhog, Haldia
Dist. Purba Medinipur, PIN-721657
Toll Free No. 1800-345-3224
NOTICE INVITING TENDER
NIT No. 09/HDA/EC-ELECT/2026-27
Online (E-Tender) tender in a two bid system is hereby invited for **"SUPPLY & DELIVERY OF LED STREET LIGHTS FOR VARIOUS LOCATIONS UNDER HALDIA MUNICIPALITY." Estimated Cost of work :** Rs. 3,22,848/- **Document downloading date :** from 17.06.2026 to 24.06.2026. **Date of bid submission :** from 20.06.2026 to 24.06.2026. For detailed information and further update kindly visit the office and/or the website of HDA: **www.hda.gov.in** E-Tender can be submitted through: **www.wbtenders.gov.in** Sd/- Chief Executive Officer, HDA.
ICA- T10257(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer North Kolkata Health Electrical Sub Division, P.W.D, invite online e-Tender for the work of "Urgent Installation of Air Circulator and Transformer Protection relay at Substation under ID BG Electrical Section" WBPWD/AE/NKHESD/NIQ-14/Q of 26-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5015525_1. Bid Submission Closing date (Online): 26.06.2026. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/-ASSISTANT ENGINEER, P.W.D NORTH KOLKATA HEALTH ELECTRICAL SUB DIVISION.
ICA- T10319(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting E-Tender
Assistant Engineer, PWD, R.G.Kar Hospital Sub-Division are follow/follows. NIT NO. WBPWD/AE/RGKHSD/NIQ-02e/2026-27, ID: 2026_WBPWD_5015455_1. Last date: 29/06/2026, 1.00 PM. Remarks: Details shown in https://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.D., R.G. Kar Hospital Sub-Division
ICA- T10326(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-NIT No.- WBIW/SDO/PISDIVISION/e-NIT- 02(e)/2026-27 of Patharpratima (I) Sub-Division., Online e-tender has been invited by the undersigned for 01 (One) nos. of work. amount put to tender Rs. 1.92 lakh. Last date of submission of online bid 24.06.2026 up to 12:00 Hrs. All necessary details may be obtained from West Bengal Government e-tender portal wbtenders.gov.in Sd/- SDO/PISD.
ICA- T10262(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING QUOTATION
Urgent replacement of Rope for 1 nos. 16 Passenger Lift (G plus14) storied Building at Pressidency university, New Town Campus, Kolkata. (Lift No. L_K1471, Lift No. L_K1471). For Lift No. L_K1471. Tender No: WBPWD/AE/BESD-I/e-NIQ-05/26-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5015538_1. Document Download Closing Date- 29.06.2026 up to 12.00 p.m. Details may be downloaded from tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Bidhannagar Electrical Sub-Division-I
ICA- T10336(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI & DD.e-NIT
Executive Engineer (A-M), Berhampore- I (A-M) Division invites e-tender for Supply of measuring instrument for inspection and quality checking of different RLI Scheme under Berhampore-I(AM) Division. e-NIT no: **EE(AM)/BER-I(AM)/ MATERIAL S/e NIT-2/2026-27 Tender Id-2026_WRDD_1028287_1 Last dropping date is 27.06.2026 up to 11.00** AM. Estimated Amount Put to Tender Rs.131831.00 Intending bidders are requested to visit the website **http//wbtenders.gov.in** for details.
Sd/-
Executive Engineer (A-M)
Berhampore I (A-M) Division
ICA- T10338(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
The Assistant Engineer, Kalyani Sub Division Housing Directorate, has invited a Date Corrigendum Notice for e-NIT. No. 02 of 2026-27 for Construction of Ramps to RHE., R K Ashram, RHE., C H Compound & RHE., F – Site Jorakuthi at Krishnanagar, Nadia. Tender ID: 2026_HSD_1026179_1. The Bid Documents Download & Submission end date has been extended upto 24.06.2026 up to 3:00 pm. Details will be seen from the office notice board on any working days within office hours and from website **wbtenders. gov.in.** Sd/- S. Pramanik, Assistant Engineer, Kalyani Sub-Division, Housing Dte.
ICA- T10343(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING QUOTATION
No:WBPWD/EE/PMED/NIQ-74/2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5015547_1. Bid Submission Last date :- 27/06/2026 up to 01:00 p.m. Opening Date: 29/06/2026 up to 01:00 p.m. Name Of Work: Repair and renovation works for Shifting and Establishment of Blood Centre of Contai SDH, Nandigram HD --- SITC of Fire Alarm System. Further details can be seen in the above mentioned office during working hours or in Official Website www.pwdwb.gov.in Sd/- EE, PMED, PWDte.
ICA- T10317(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
WBIW/EE/MED/e-NIT-04/2026-2027
On behalf of the Governor of West Bengal, it is to inform that last date of bid submission & opening has changed through corrigendum in connection with the above mentioned e-NIT under Metropolitan Electrical Division, I & W Dte., Govt. of West Bengal. **Bid Submission End Date: 23.06.2026 at 10:00 AM.** Other details will be available from the notice board of office of the undersigned on working days and also from websites **https://iwd.wb.gov.in/** and **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T10264(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Assistant Engineer, Jhargram Sub Division, PHE Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. eNIT No. 11 of AE/JSD of 2025-2026(3rd Call) and ID: 2026_PHED_1028125_1 for various works in Jhargram District. Details will be available in the website wbtenders.gov.in The last date for submission of tender is 25.06.2026 up to 18:00 Hours. Sd/- Assistant Engineer, Jhargram Sub Division, PHE Dte.
ICA- T10283(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice
Sealed Quotations are invited by the office of the U/S –e-NIQ No: **WBHD/EE/ED-II/e-NIQ-178/ 2025-26(2ndCall).Tender** ID:2026_HSD_1028133 _1. Sinking of a deep tube well measuring 100mm x 200mm x 250 meter deep near Type A Block at RHE Raghunathpur Purulia for both Civil and Electrical works ----- SITC of Pump motor sets. Bid Submission end date: 26.06.2026 upto 11.00 A.M, Quotation Opening Date: 29.06.2026 at 11.00 A.M, Quotation details may be obtained from the Office of the Executive Engineer, Electrical Division No. II, Housing Directorate, 45, Ganesh Chandra Avenue,4th Floor, Kolkata–700013 on all office days during office hours. Executive Engineer, Electrical Division II, HD
ICA- T10288(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant, Hooghly Highway Sub Division, P. W. (Roads) Directorate invites online e-Tender 2 (two) nos. different work under this Sub-Division. Estimated Amount : Different Amount e-NIT No. 02 of 2026-27 of AE/HHSD. Tender ID: 2026_WBPWD_5015488_1, 2026_WBPWD_5015488_2. Bid submission start date (online) : 18/06/2026 from 12:00 p.m. Bid submission closing date (online) : 03/07/2026 upto 5:00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from : **http://tenders.wb.gov.in** Sd/- AE, HHSD, PWRD, GOVT. of W.B.
ICA- T10297(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
NIeQ is invited by the Assistant Engineer-I, P.W.D. Nabanna Electrical Sub-Division. NIQ No. 06/Q(3rd Call) of AE-I NESD 2025-26, Memo No: 620/NESD Date: 15.06.2026, Tender ID: 2026_WBPWD_5015498_1. Name of Work: Electrical installations and allied works for newly installed cassette split type air conditioning machine at 13th floor Nabanna under NESD, PWD. Last Date of bid submission: 29.06.2026. Intending bidder may download the Quotation documents from the website: www.pwd.wb.in, http://wbtenders.gov.in Sd/- S. Kundu, Assistant Engineer-I, P.W.D., Nabanna Electrical Sub-Division
ICA- T10299(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
eNIQ No.-01 /KSD of 2026-2027. The A.E/KSD/P.W.Dte. invites e-Quation for the work-- i) Preparation of Details Project Report (DPR) for Purbabishnupur-Lakshmikantapur-Kulpi Road - from 8.00 kmp to 16.60 kmp Strengthening Work (Excluding Paver Block portion from Ch. 8.00 km. to 8.31505 km. and 16.4841 km. to 16.60 km.) under Diamond Harbour Division P.W.D., in the Dist. of South 24 Parganas, during the year 2026-27.Tender Id-2026_WBPWD_5015569_1. Last Date of Bid Submission: 29.06.2026 upto 2.00 p.m Other details and Corrigendum if any will be obtained from the Departmental website https://tender.wb.gov.in or office notice board only. Sd/- A.E/KSD/P.W.Dte.
ICA- T10312(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন
ঘুরে ট্যুরে

তারাপীঠ

সংস্কার করুক নতুন সরকার

ড.জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

কথায় আছে বাঙালির পায়ের নীচে সর্ষে থাকে। কথাটি বাঙালির ভ্রমণ বিলাস নিয়ে। এই বিলাসিতা আজকের নয়। শরৎ চন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের বহু উপন্যাসে বাঙালির বেড়ানোর কাহিনি দেখতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ, যেখানে পাহাড়-পর্বত ,নদি-সমুদ্র , মরুভূমি, বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্মৃতি সৌধ, বিভিন্ন রাজ বংশের প্রাসাদোপম অট্টালিকা গভীর জঙ্গলে সমৃদ্ধ। আবার অন্যদিকে রয়েছে অনেক অনেক তীর্থস্থান। একশ্রেণির মানুষ প্রকৃতিকে উপভোগ করতে বেড়াতে বেরিয়ে পরে। আর এক শ্রেণির মানুষ পূর্নার্জনের জন্য ধর্মস্থান দর্শনে বেরিয়ে পরেন। পশ্চিম বঙ্গ এমন একটি রাজ্য, যেখানে পাহাড় আছে, নদী আছে, সমুদ্র আছে, আছে ঐতিহাসিক ঘটনা সমৃদ্ধ রাজ রাজাদের কাহিনি। আর আছে বহু তীর্থস্থান। একেবারে সাধারন মানুষের সাধ্যের মধ্যে সমুদ্র দর্শন হলো দীঘার সমুদ্র সৈকত। আর তীর্থস্থানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোলকাতার কালীঘাট কালি মন্দির এবং তারাপীঠ মন্দির। এইতো ক'দিন আগে তারাপীঠে তারা মায়ের দর্শন করে এলাম। এটা ছিলো আমার তৃতীয় বার তারাপীঠ যাওয়া।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বীরভূমের তারাপীঠ মন্দিরটি গড়ে উঠেছে। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী সতীর অক্ষিগোলক এখানে পড়েছিলো। তাই তারাপীঠ হিন্দুদের কাছে এক পরম তীর্থস্থানে পরিনত হয়েছে। এখানে প্রতিদিন কয়েক হাজার পূর্ণার্থী তারা মায়ের দর্শন করতে আসেন।

আমি প্রথম এখানে এসেছিলাম ১৯৭৫ সালে নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় স্কুল থেকে শিক্ষামূলক ভ্রমণে। এরপর আবার তারাপীঠে মায়ের দর্শন করতে গিয়েছিলাম ২০১৯ সালে। আর সম্প্রতি গত ১৩ এবং ১৪ মে তারাপীঠে তারা মায়ের পূজো দিলাম।

১৯৭৫ সাল থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ পথে তারাপীঠে এক বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে। যতদিন যাচ্ছে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস যেন বেড়েই চলেছে। আর তারা মায়ের প্রতি অটল বিশ্বাস রয়েছে বহু মানুষের। তাই বহু মানুষ প্রতিবছর এখানে তারা মায়ের পূজো দিতে আসেন। ১৯৭৫ সাল অর্থাৎ ৫০ বছর আগে তারাপীঠ ছিলো এখনকার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তারাপীঠের সাথে যেই সিদ্ধ সন্ন্যাসীর নাম জড়িত, তিনি সাধক 'বামা ক্ষ্যাপা'। তার সাধন স্থল ছিলো তারাপীঠের মহাশ্মশানে। যে মহাশ্মশানে রাতের বেলায় যাওয়ার কেউ সাহস করতো না ৫০ বছর আগে। কারণ মহাশ্মশান ছিলো দ্বারকা নদির তীরে ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ছিলোনা বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা। সেখানেই রয়েছে সাধক বামা ক্ষ্যাপার 'সাধন পীঠ', যেখানে তিনি সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু আজ আর নেই সেই মহাশ্মশানে সেই জঙ্গল। ডাকেনা আর শিয়াল। আমরা ১৯৭৫ সালেও মহাশ্মশানে সন্ধ্যা নামতেই শিয়ালের সমস্বরে ডাক শুনেছি। এখন মহাশ্মশান, মহা কংক্রিটে পরিনত হয়েছে। সময়ের চাহিদা মেনে শ্মশানে কাঠের চুল্লীর বদলে এসেছে ইলেকট্রিক চুল্লী। মহা শ্মশানের মহা জঙ্গল হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে দ্বারকা নদীর কল্লোলিনী রূপ। দু-একটি ছোটো ছোটো হোটেলের বদলে জায়গা নিয়েছে থ্রি স্টার, ফোর স্টার হোটেল। এখন আর নেই সেই* মহাশ্মশান, যেখানে সন্ধ্যা হলেই শিয়ালের ডাক চারিদিক একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরী করতো। ১৯৭৫ সালে অনেক খুঁজে মহাশ্মশানে বামা ক্ষ্যাপার সাধন স্থল দেখেছিলাম। আর এবার আর খুঁজতে হয়নি। শ্মশানের সামনে রয়েছে কংক্রিটের বেদী বাঁধানো, যেখানে সাধক বামা ক্ষ্যাপা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আর আগে যেখানে কাঠের চুল্লীতে মৃতদেহ সৎকার করা হতো, তার পাশে তৈরী হয়েছে ইলেকট্রিক চুল্লী। সারা রাজ্যের মতোই তারাপীঠেও জন ঘনত্ব অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই তারাপীঠে সারা বছর ভীড় লেগেই থাকে। এখানে যেসব ধর্মীয় উৎসব পালন করা হয় তা হলো, তারা মায়ের পূজা, কালী পূজা, দুর্গাপূজা, অম্ববীচি, কৌশিকি অমাবশ্যা, ফলহারিনি অমাবশ্যা ইত্যাদি। এই নির্দিষ্ট দিনগুলিতে তারাপীঠে অসম্ভব রকমের দর্শনার্থীদের ভীড় হয়।

সাধারণ দিনগুলিতেও তারা মায়ের পূজা দিতে অসংখ্য মানুষ আসেন। মায়ের মন্দির থেকে পাশের পুকুর ছাড়িয়ে লম্বা লাইন পরে। ভোর থেকে ভক্তরা এসে লাইনে দাঁড়াতো। কিন্তু এরই মাঝে এক শ্রেণির ক্ষ্মপান্ডাক্ষ্ম আপনার কানে এসে বলবে, ভি আই পি লাইনে পূজা দিলে তাড়াতাড়ি করে দেবে। তারজন্য ওদের দিতে হবে জন প্রতি ৫০০/- টাকা। লাইনে এসে পূজা দিতে যেখানে তিন চার ঘন্টা লেগে যায়, সেখানে ভি আই পি লাইনে ২৫-৩০ মিনিটে তারা মায়ের পূজা হয়ে যায় ! কি অদ্ভুত না!

নতুন সনাতনী সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় বসেছে। তাই তাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশাও বেশী। তারাপীঠ শুধু হিন্দুদের পবিত্র ধর্মস্থান নয়, তারাপীঠ অন্যতম পর্যটন স্থানও। তাই সরকারি ব্যবস্থাপনায় যদি শৃঙ্খলার সাথে তারামায়ের দর্শন এবং পূজা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে অগণত দর্শনার্থীরা মায়ের পূজা দিতে পারে। তারাপীঠে গড়ে উঠেছে অসংখ্য হোটেল। কিন্তু অনেক হোটেলই তৈরী হয়েছে নিয়ম বহির্ভূত ভাবে। কারণ কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে দমকলের যাতায়াতের রাস্তাটুকু বড়ই অপরিসর। সবচেয়ে যেটা দেখে আৎকে উঠেছি, তা হলো দ্বারকা নদীর বর্তমান অবস্থা। পশ্চিম বঙ্গের বহু নদি যেমন ভূগোল থেকে হারিয়ে গেছে, এবং আরো নদি হারিয়ে যেতে বসেছে, তার মধ্যে রয়েছে তারাপীঠের দ্বারকা নদি। তাই এই নদীটির পুনর্জীবন এখানকার পর্যটন স্থানকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলবে।

নতুন সরকারের কাছে নিবেদন, প্রতিদিন কয়েক হাজার ভক্ত তারা মায়ের পূজো দিতে মন্দিরে আসেন। তারা যাতে অতিরিক্ত টাকা না দিয়ে দ্রুত পূজো দিতে পারে, তার ব্যবস্থা করবেন। তাছাড়া লাগামছাড়া দোকান এবং হোটেল অপরিকল্পিত ভাবে গড়ে উঠেছে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে তারাপীঠে একটা সুস্থ

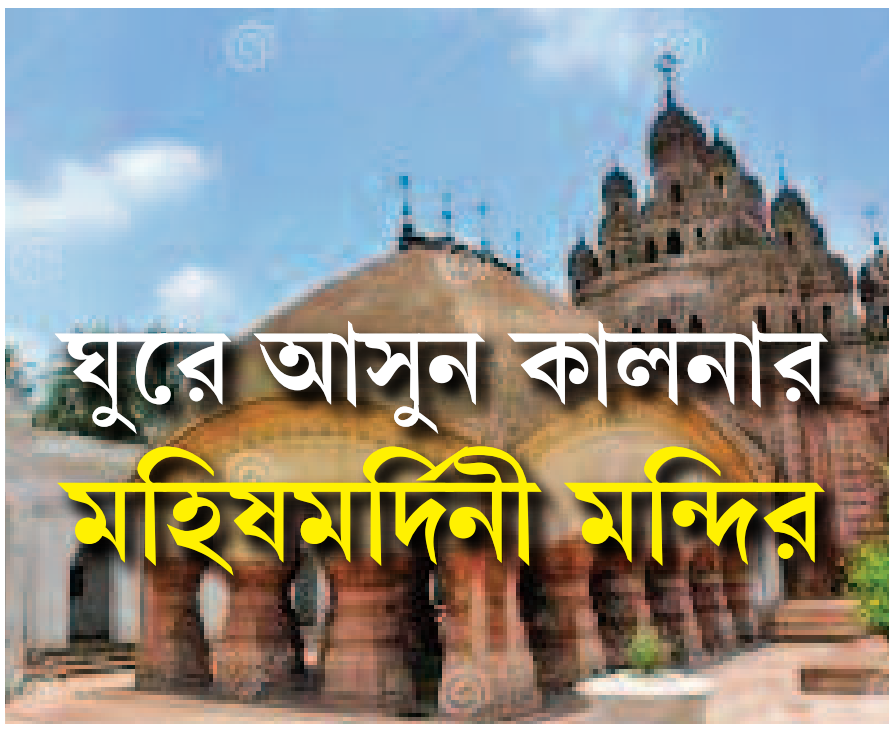

ডাঃ শামসুল হক

পুর্ব বর্ধমান জেলার কালনা হল অনেক দিনের পুরাতন একটা শহর। কেবলমাত্র পুরাতন ই নয়, অভিজাত ও বটে। গঙ্গার তীরবর্তী অতি পরিচ্ছন্ন একটা বানিজ্য কেন্দ্র হিসেবেও চিহ্নিত করা যেতে পারে সেই শহরকে। কলকাতা থেকে খুব বেশি দুরত্ব ও নয়। আবার যেকোনো জায়গা থেকেই অতি সহজে সেখানে পৌছানো সম্ভব বলে হাতে কয়েক দিনের ছুটি কিংবা সময় পাওয়া পেলেই ঘুরে আসা যেতে পারে প্রসিদ্ধ সেই স্থান থেকেও।

কালনা শহরের একটা খণ্ডাংশ পরিচিত নয়াগঞ্জ নামে। সেখানে আছে স্থানীয় অঞ্চলের অতি প্রসিদ্ধ মহিষমর্দিনীর তীর্থক্ষেত্র ও। কথিত আছে কালনার অনতিদূরে রানাঘাটের পাল চৌধুরী বংশের গৃহ দেবী ছিলেন এই দেবী মহিষমর্দিনী। একসময় গঙ্গার জলের স্রোতে ভাসতে ভাসতে দেবীর কাঠামো এসে পৌঁছায় এই শহরেরই মায়াগঞ্জ ঘাটে। সেটা দেখার পর সেই এলাকার ধর্মপ্রাণ মানুষ ঈশ্বরী প্রসাদ নন্দীর অনুপ্রেরণায় সেই কাঠামো উদ্ধার করে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আয়োজন করেন নিত্যদিনের পুজোও। পুজোর পাশাপাশি পরে আয়োজন করা হয় মেলারও। সেই মেলা চলে টানা পনেরো দিন ধরে।

দেবীর পুজো এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেজন্য রানাঘাটের অতি পরিচিত সেই পাল চৌধুরী পরিবার দেবীর উদ্দেশ্যে সেইসময় বেশ কিছু জমিজমাও দান করেছিলেন। প্রতি বছর শ্রাবণ মেঘের পূর্ণিমা তিথি থেকে শুরু হয় বিশেষ পুজোরও। চলে চারদিন ধরে। তখন স্থানীয় অঞ্চলের লোকজন তো বটেই, বাইরের অনেক অঞ্চল থেকেও দলে দলে মানুষজন পূণ্য অর্জনের আশায় হাজির হন সেই মেলায়।

তিনশো বছরেরও বেশি পুরাতন শ্রদ্ধেয়া দেবীর মাহাত্ম্যে অদ্যাবধি মসগুল হয়ে আছেন সব বয়সী মানুষজনই।

আর একেবারে শুরুর সময়ে দেবীর প্রতিষ্ঠাতা ঈশ্বরী প্রসাদ নন্দী মহাশয় সবকিছুর দায়িত্বভার নিলেও পরবর্তী সময়ে স্থানীয় অঞ্চলের ব্যবসায়ী মহল ও আংশিকভাবে দেবীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। ফলে দেবীর মাহাত্ম্য তখন একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। দূর দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল তার ব্যাপ্তিও।

পশ্চিমমুখী সেই মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে দেবীর দর্শন করে মনে মনে সকলে তৃপ্ত হয়েও ওঠেন। উঁচু বেদীর উপর স্থাপিত সেই মূর্তি। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে আয়োজিত বিশাল সেই আয়োজনে দেওয়া হয় পাঁঠা বলিও। হাজির থাকেন লক্ষ লক্ষ পূণ্যার্থীও।

সময় করে যদি কালনার মাটিতে পা রাখার সুযোগ পান তাহলে দেখতে পাবেন আরও অনেক দর্শনীয় স্থানও। ঘুরতে পারবেন কালনার রাজবাড়ী। এলাকার অতি প্রসিদ্ধ সিদ্ধেশ্বরী মন্দির এবং শিবমন্দির ও। আর সবকিছু দেখার পর যদি একবার হাজির হতে পারেন গঙ্গার তীরে তাহলে ভরে যাবে মনটাও। নদীর স্নিগ্ধ মনোরম রূপ এবং তার কলকল ছলছল বেগের দোলায় দুলে উঠতে বাধ্য আপনার মনটাও।

বিশ্বকাপে অঘটনের হাওয়া

বেলজিয়ামকে আটকে দিল মিশর ! একটুর জন্য হাতছাড়া জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি ফুটবল বিশ্বকাপের বয়স মাত্র চার দিন। অথচ এর মধ্যেই একের পর এক অঘটন বিশ্ব ফুটবলকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে। শক্তিশালী দলগুলোর বিরুদ্ধে তুলনামূলকভাবে কম পরিচিত দেশগুলোর দুর্দান্ত লড়াই প্রমাণ করে দিয়েছে, আধুনিক ফুটবলে আর কোনও দলকে হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই।

এই বিশ্বকাপে ইতিমধ্যেই জাপান নেদারল্যান্ডসকে রুখে দিয়েছে, মরক্কো ব্রাজিলের বিরুদ্ধে মূল্যবান এক পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়েছে, আর কেপ ভার্দে ইউরোপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন স্পেনকে গোলশূন্য ড্র করতে বাধ্য করেছে। সেই তালিকায় প্রায় যুক্ত হতে বসেছিল মিশরও। বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময় এগিয়ে থেকে তারা বড় চমকের স্বপ্ন দেখাচ্ছিল।

ম্যাচের শুরু থেকেই দুই দল আক্রমণাত্মক ফুটবল খেললেও মিশরের আত্মবিশ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। ২০ মিনিটে সেই আত্মবিশ্বাসেরই প্রতিফলন দেখা যায়। ডান প্রান্ত থেকে মহম্মদ সালাহর নিখুঁত পাস পেয়ে দুর্দান্ত গোল করেন ইমাম আশৌর। বিশ্বকাপের অভিষেক ম্যাচেই গোল করে তিনি নিজের প্রতিভার পরিচয় দেন। ছোটবেলায় ফুটবল ক্যারিয়ার নিয়ে নানা বাধার মুখে পড়লেও তিনি হার মানেননি। কঠোর পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাসের জোরে আজ তিনি মিশরের অন্যতম ভরসার নাম।

গোল হজমের পর বেলজিয়াম আক্রমণের গতি বাড়ায়। যদিও তাদের দলে এখনও কেভিন ডি ব্রুইনের মতো অভিজ্ঞ ফুটবলার রয়েছেন, তবে আগের সেই অপ্রতিরোধ্য ধার আর দেখা যায় না। বয়সের ছাপ অনেকটাই স্পষ্ট। তবুও বড় দলের অভিজ্ঞতা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা তারা আবারও প্রমাণ করে।

ম্যাচের ৬৫ মিনিটে বদলি হিসেবে মাঠে নামেন রোমেলু লুকাকু। দীর্ঘ সময় ক্লাব ফুটবলের বাইরে থাকার পরেও তাঁর উপস্থিতি ম্যাচের চিত্র বদলে দেয়। বিশাল শারীরিক গঠন ও শক্তির সাহায্যে তিনি মিশরের রক্ষণভাগের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন। এক আক্রমণের সময় লুকাকুকে আটকাতে গিয়ে মিশরের ডিফেন্ডার মহম্মদ হানি ভুলবশত আত্মঘাতী গোল করে বসেন। স্কোরলাইন বলছে এটি আত্মঘাতী গোল, কিন্তু বাস্তবে গোলটির পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল লুকাকুর চাপ সৃষ্টি করার ক্ষমতার।

শেষ পর্যন্ত ম্যাচ ১-১ ড্র হলেও মিশরের পারফরম্যান্স বিশ্ব ফুটবলকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছে। আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলো এখন আর শুধু অংশগ্রহণ করতে বিশ্বকাপে আসে না; তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আসে। তাদের খেলোয়াড়রা ইউরোপের বড় বড় লিগে নিয়মিত খেলছেন, আধুনিক প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন। ফলে ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার সঙ্গে দক্ষতার ব্যবধান ধীরে ধীরে কমে আসছে।

বিশ্বকাপের শুরুতেই যে সব ফলাফল দেখা গেছে, তা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে ভবিষ্যতের ফুটবল আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতে চলেছে। বড় দলের নাম আর অতীতের সাফল্য ম্যাচ জেতার নিশ্চয়তা নয়। মাঠের পারফরম্যান্সই শেষ কথা বলবে। আর সেই কারণেই এই বিশ্বকাপ ক্রমশ আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।

ইতিহাস কেপ ভার্দের

ভোজিনহা নামক আইসবার্গে ধাক্কা খেল স্প্যানিশ আর্মাডা !

নিজস্ব প্রতিবেদন: এই স্কোরবোর্ড হজম করতে পারবেন স্প্যানিশ সমর্থকরা? এমনও হয়? স্পেনের বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু হল ভয়াবহভাবে। এটাই প্রশ্ন, বিশ্বকাপ ২০২৬ এর প্রথম ম্যাচেই কোনও এক কেপ ভার্দের কাছে আটকে যাওয়া যায়? তাও আবার এই কেপ ভার্দের মোট জনসংখ্যা সাড়ে ৫ লক্ষ। কলকাতার কোনও দুটি বিধানসভা অঞ্চল মেলালে হয়ত এই জনসংখ্যা হয়। সেই কেপ ভার্দে, প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে আসা কেপ ভার্দে, আটকে দিল এই বিশ্বকাপের ট্রফি জয়ের অন্যতম দাবিদার স্পেনকে। ম্যাচে জান লড়িয়ে দেওয়া বোঝেন? আজ এটাই করে দেখালেন কেপ ভার্দের খেলোয়াড়রা। শুরু থেকেই ম্যাচে আধিপত্য দেখিয়েছিল স্পেন। কিন্তু লাপোর্তা, কুকুরেয়ারা বারবার আটকে যাচ্ছিলেন কেপ ভার্দের রক্ষণের কাছে।

একই সঙ্গে বলতে হবে, কেপ ভার্দের কোচ বুবিস্তার গেমপ্ল্যানের কথা। ক্রমাগত ডিফেন্সকে শক্তিশালী করে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়িয়ে গেল কেপ ভার্দের খেলোয়াড়রা। একইসঙ্গে বলতে হবে হোসে মোরিনহো স্পেশাল ট্রিটমেন্ট 'বাস পার্কিং-য়ের কথা। বারবার অফসাইডের ফাঁদে ফেললেন ফেরান তোরেস, গাবিদের। প্রথমার্ধেই ৩ গোলে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল স্পেনের কাছে, কিন্তু স্পেনের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন কেপ ভার্দের ৪০ বছরের গোলকিপার ভোজিনহা। এ যেন ডেভিড বনাম গোলিয়াথের লড়াই। যে লড়াই ডেভিড জিতবে ঠিকই, কিন্তু প্রচুর রক্তক্ষয় হবে। গোলিয়াথ বারবার ডেভিডকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করবে। কিন্তু আজ ডেভিডও জিতল কই?

বারবার কেপ ভার্দে নামক দ্বীপপুঞ্জের চোরাবালিতে আটকে গেল স্প্যানিশ আর্মাডা। দ্বিতীয়ার্ধেও এমনই ফেঁসে গিয়েছিল স্পেন, বাধ্য হয়ে চোটে জর্জরিত লামিন ইয়ামালকে গোলের আশায় নামাতে বাধ্য হলেন স্পেন কোচ লুই দে লা ফুয়েন্তে।

৭০ মিনিটের মাথায় গাবির বদলে নামলেন ইয়ামাল। কিন্তু তিনি যে সুস্থ নন, দেখাই যাচ্ছিল তাঁর খেলা দেখে। সেই চিরাচরিত ড্রিবল নেই, ডিফেন্সের বুকচেরা পাস, ক্রস নেই। উল্টে কেপ ভার্দের দুরন্ত প্রতি-আক্রমণ ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল স্প্যানিশ সমর্থকদের।

গোল যে হল না, তার প্রধান কারণ কেপ ভার্দের অনভিজ্ঞতা। সে গোল তো স্পেনও করতে পারেনি, তাতে কী? তবে যতই হোক, একটা দেশ থুড়ি দ্বীপপুঞ্জ, যারা নিজেদের প্রথম বিশ্বকাপ ম্যাচ খেলল, তারা এভাবে লড়ে আটকে দিল বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের? এও কি সম্ভব? অবশ্য, ফুটবলে সবই সম্ভব। বিশ্বকাপ বলে কথা!

সুকুমার রায়ের লড়াই-ক্ষ্যাপা কবিতাটা পড়েছেন? কেপ ভার্দে আজ শেখাল, জীবনে যাবতীয় যা চাপ আসুক, যতই মনে হোক, এই পরিস্থিতি থেকে বেরোনো প্রায় অসম্ভব, ততবারই মনে পড়বে কিভাবে একটা ৫ লক্ষ জনবসতির দেশ আটকে দিয়েছিল স্পেনের মত ভয়ঙ্কর একটা ফুটবল খেলিয়ে দেশকে। ততবার আর একবার নতুন করে শুরু করার উদ্যম খুঁজে পাবে মানবশরীর। কামব্যাক তো এভাবেই হয়?